মণিপুরি লোককাহিনি

সংগ্রহ ও ভাষান্তর : এল বীরমঙ্গল সিংহ

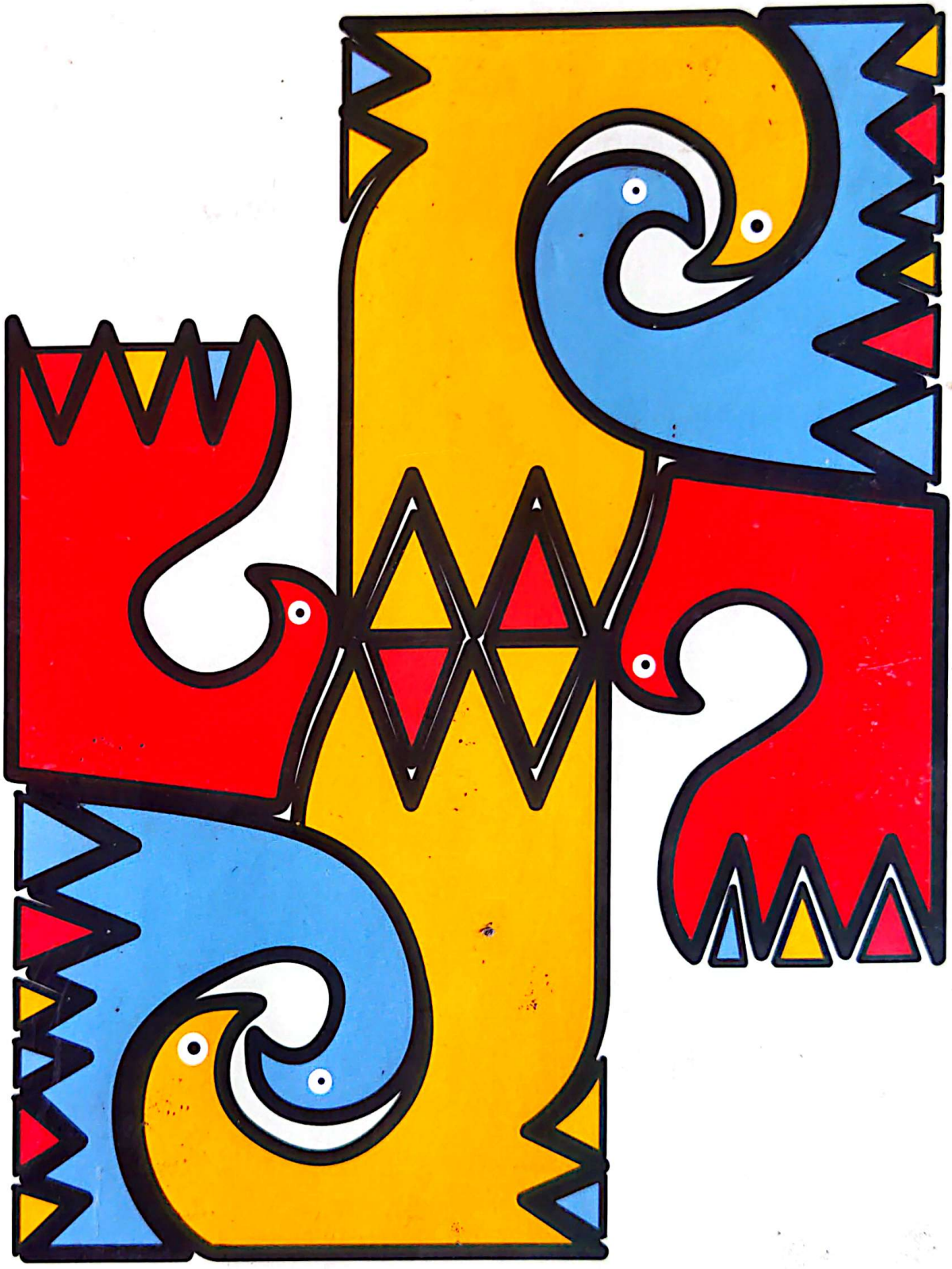

CamScanner

লোককথাকে মণিপুরি ভাষায় বলা হয় 'ফুঙ্গাওয়ারি'। ফুঙ্গা হলো মণিপুরি ঘরের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে একটি আগুনের চুলা, যা সারাক্ষণ জ্বালিয়ে রাখা হয় (বর্তমানে এর প্রচলন উঠে গেছে)। এই চুলাকে মণিপুরি ভাষায় বলা হয় ফুঙ্গা। ওয়ারি অর্থ হল গল্প বা কাহিনি। সন্ধ্যায় ফুঙ্গার চারপাশে বসে আগুন পোহাতে পোহাতে ঠাকুরমা, ঠাকুরদাদারা নাতি-নাতনিদের পরম্পরাগত ভাবে মুখে মুখে প্রচলিত গল্প কাহিনিগুলো শোনাত। প্রবীণরা নতুন প্রজন্মদের লোককাহিনিগুলো শোনাত বলেই মণিপুরিতে এই সব লোককথার নামকরণ করা হয়েছে ফুঙ্গাওয়ারি।

বাংলাদেশে তো বটেই, সমগ্র ভারতেও বাংলায় মণিপুরি লোককাহিনি নিয়ে খুব একটা কাজ হয়নি। সেদিক দিয়ে মণিপুরি লোককাহিনি'র এই সংগ্রহ ও অনুবাদ সংকলনটি বাংলাভাষী পাঠকদের অনুসন্ধিৎসু হৃদয়মনে খোরাক জোগাবে নিঃসন্দেহে, তা বলা যায়।

প্রচ্ছদ : কাব্য কারিম

CamScanner

CamScanner

মণিপুরি
লোককাহিনি

CamScanner

মণিপুরি লোককাহিনি

এল বীরমঙ্গল সিংহ

CamScanner

মণিপুরি লোককাহিনি ❖ এল বীরমঙ্গল সিংহ

স্বত্ব : এল বীরমঙ্গল সিংহ
প্রথম তিউড়ি সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

— পরিবেশক —

কথা, চিবিমা, কহরদরিয়া
ত্রিপুরা বাণী প্রকাশনী, ত্রিপুরা
অক্ষর পাবলিকেশন্স, ত্রিপুরা ও কলকাতা
মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

— অনলাইন —

www.daraz.com.bd/teuri-prokashon
www.rokomari.com/book/publisher/4598

তিউড়ি প্রকাশনা – ৮৬
ISBN 978-984-93245-8-4

প্রকাশক: প্রভাতী রানী সিনহা ॥ যোগাযোগ: তিউড়ি প্রকাশন, ১০ মিউনিসিপ্যাল সুপার মার্কেট, পরিবাগ, ঢাকা ॥ দূরালাপন: ০১৬৭৬১৪৭৮৪৪, ০১৭১৪২৪২৬৯৮ ॥ ইমেইল: teuriprokashon@gmail.com ॥ প্রচ্ছদ: কাব্য কারিম ॥ মুদ্রণ: তিউড়ি প্রিন্টার্স, ঢাকা ॥ মূল্য: ৳ ২২০.০০ টাকা (বাংলাদেশ), $ ১১.০০ ডলার (আন্ত:)।

CamScanner

কিছু কথা

ফোক টেল বা লোককথাকে মণিপুরিতে বলা হয় 'ফুঙ্গাওয়ারী'। মণিপুরে প্রচলিত একটা মিথ হল প্রায় দু'হাজার বছর আগে পোইরৈতোন নামে এক ব্যক্তি জ্বলন্ত তুষে করে মণিপুরে প্রথম আগুন নিয়ে এসেছিলেন। 'পোইরৈতোন খুন্থোক' নামে এক প্রাচীন মণিপুরি পুঁথিতে এ কথা উল্লেখ রয়েছে। পোইরৈতোনে বয়ে নিয়ে আসা সেই আগুন মণিপুরে অন্দ্রো নামক অঞ্চলে এখনো সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে বলে মণিপুরিদের বিশ্বাস। দু'হাজার বছর আগে থেকে আজ পর্যন্ত এ অঞ্চলের লোকেরা বংশ পরম্পরা পালা করে নাকি সেই আগুন প্রজ্জ্বলিত করে রেখেছেন। অন্দ্রোর আগুন ছাড়াও প্রতিটি চিরাচরিত মণিপুরি ঘরের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে একটি আগুনের চুলা সারাক্ষণ জ্বালিয়ে রাখা হতো (আধুনিক ঘরবাড়িতে এর প্রচলন উঠে গেছে)। এই চুলাকে মণিপুরি ভাষায় বলা হয় 'ফুঙ্গা'। আর সন্ধ্যায় এই ফুঙ্গার চারপাশে বসে ঠাকুরমা, ঠাকুরদাদারা নাতি নাতনিদের পরম্পরাগত ভাবে মুখে মুখে প্রচলিত গল্প-কাহিনিগুলো শোনাত। আর 'ওয়ারী' শব্দের অর্থ হল গল্প বা কাহিনি। 'ফুঙ্গা'-এর চারপাশে বসে আগুন পোহাতে পোহাতে প্রবীণরা নতুন প্রজন্মদের লোককাহিনিগুলো শোনাত বলেই মণিপুরিতে এই সব লোককথার নামকরণ করা হয়েছে 'ফুঙ্গাওয়ারী'।

মণিপুরিতে প্রচুর 'ফুঙ্গাওয়ারী' তথা লোককাহিনি লোকমুখে ছড়িয়ে রয়েছে। অবশ্য বেশ কিছু 'ফুঙ্গাওয়ারী' সংগ্রহ করে সরাংথেম বড়নি সিং তার '*চীং তমগী ওয়ারী*' গ্রন্থে, মণিপুর স্টেট কলা একাডেমি প্রকাশিত ও ভগেশ্বর সিং-এর '*মণিপুরি লোকসাহিত্য*' গ্রন্থে, সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত দুটো ফুঙ্গাওয়ারীর বই– আই আর বাবু'র '*মণিপুরি ফুঙ্গাওয়ারী*' এবং বি জয়ন্ত কুমার শর্মা'র '*ফুঙ্গাওয়ারী শিংবুল*', ঙাথেম নিংঙোল কোংবম ওংবী ইবেয়াইমা'র দুটো ফুঙ্গাওয়ারীর গ্রন্থ সহ অন্যান্য লেখকের গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। পনেরটি জনপ্রিয় মণিপুরি লোককথা এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। সংকলিত লোককথাগুলো পাঠকের মনে মণিপুরি লোককথার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করাতে পারলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

তরুণ লেখক ও প্রকাশক মাইবম সাধন এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন। তাকে ধন্যবাদ।

এল বীরমঙ্গল সিংহ
আগরতলা, ভারত।

CamScanner

সূচি—

পেবেৎ ও বিড়াল তপস্বী ০৯
বুড়ো-বুড়ির কচুর ছরা রোপণ ১২
নিষিদ্ধ কুয়োর জল ১৭
লম্বা হাতওয়ালা পেত্নী ২০
পি-থাদোই ২৪
খিড়কি দুয়ারে কানপাতা পেত্নী ৩০
কেইবু কেইওইবা ৩৭
ভাই ও দিদি ৪২
শন্দ্রেম্বী চাইশ্রা ৪৮
তোম্পক ৫৬
বুড়োবুড়ির নাতি তোতাপাখি ৬৪
লেইমাশাং ৬৮
তাপ্তা ৭৯
কাঠের বউ ৮১
তোনশীজার ফাঁদ ৮৪

CamScanner

পেবেৎ ও বিড়াল তপস্বী

(পেবেৎ অমসুং হৌদোং লম্বোইবা)

অনেকদিন আগের কথা। এক ঝোপের ভেতর এক পেবেৎ পাখি ডিমে তা দিচ্ছিল। বেশ কিছুদিন তা দেবার পর ডিম ফুটে তার সাত সাতটি ছানা বের হল। ছানাগুলোকে পেবেৎ প্রতিদিন খাবার জোগাড় করে এনে যত্ন করে খাওয়াত।

পেবেৎ যে ঝোপে বাসা বেঁধেছিল তার কাছেই এক বিড়ালও বাস করত। বিড়ালটি নাকি মাছ মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়ে তপস্বী হয়েছে। সে ভোরে স্নান করে কপালে তিলক কেটে ঠাকুর দর্শনের নামে 'শামু কা-কাকা লিলি কা-কাকা' বলতে বলতে পেবেতের বাসার পাশ দিয়ে প্রায়ই হেঁটে যেত। পেবেতের বাসার পাশ দিয়ে যাবার সময় পেবেৎ ছানাগুলোকে দেখে খাওয়ার লোভে তার জিভে জল আসত। কিন্তু তপস্বী হয়ে সে কীভাবে পেবেতের ছানাগুলোকে খেতে যাবে। তাই যে কোন অছিলায় পেবেৎ পাখিটিকে অপরাধী বানিয়ে তার ছানাগুলোকে খেয়ে ফেলার কুমতলব পাকাতে লাগল বিড়ালটি। সে পেবেৎকে ডেকে বলল, "অ পেবেৎ।"

পেবেৎ তোষামোদের স্বরে জবাব দিল, "আ... আজ্ঞে, মহাশয়।"

"আমার চেহারাটা দেখতে কেমন সুন্দর বলতো শুনি?"

বিড়াল তপস্বী যে তার ছানাগুলোকে খেয়ে ফেলার মতলব পাকাচ্ছে তা পেবেৎ ঠিকই বুঝতে পারল। খারাপ কিছু বলতে গেলেই সে ছানাগুলোকে খেয়ে ফেলবে। ছানাগুলো বড় হয়ে উড়তে না শেখা অবধি বিড়ালের সঙ্গে ঝগড়া বাধানো ঠিক হবে না ভেবে পেবেৎ অতি বিনয়ের সুরে জবাব দিল, "আ... আজ্ঞে মহাশয়। মহাশয়ের চেহারাটা যে কার সঙ্গে তুলনা করি ভেবে পাচ্ছি না। টুকরিভরা ধান, জলভরা কলস, চোঙাভরা সিদল, বাঁশ ঝাড়ের ফাঁকে উঁকি দেওয়া ভোরের রাঙা সূর্যের মতো তোমাকে সুন্দর দেখাচ্ছে।"

বিড়াল তপস্বী খুশিতে মুচকি মুচকি হেসে বলল, "বেশ বেশ, ছানাগুলোকে

CamScanner

ঠিকভাবে লালন পালন করবে।" এ কথা বলে "শামু কা-কাকা, লিরি কা-কাকা" বলতে বলতে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল সে।

কয়েকদিন পর বিড়াল তপস্বীটা আবার এসে পেবেৎকে ডেকে বলল, "অ.... পেবেৎ।"

– আ... আজ্ঞে মহাশয়।

– আমার চেহারাটা কেমন সুন্দর বলতো শুনি?

– আ... আজ্ঞে মহাশয়। মহাশয়ের চেহারাটা যে কার সঙ্গে তুলনা করি ভেবে পাচ্ছি না। টুকরিভরা ধান, জলভরা...' এ কথা বলে জবাব দেয়ার আগেই 'বেশ বেশ' বলে বিড়াল তপস্বী খুশি মনে চলে গেল।

এ অবসরে পেবেৎ তার ছানাগুলোকে এক বাঁশের ডগা থেকে আরেক বাঁশের ডগায়, একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে উড়ে যাবার শিক্ষা দিতে লাগল। ক্রমে ছানাগুলো বড় হয়ে উঠল, পাখা মেলে উড়তে শিখল। তারা ছানাগুলো উড়তে পেরেছে দেখে পেবেৎ পাখির মন খুশিতে ভরে উঠল। এবার বিড়াল তপস্বীকে উপযুক্ত জবাব দেবে বলে মনস্থির করল সে। এর কিছুদিন পর বিড়াল তপস্বী আবার এসে পেবেৎকে বলল, "অ পেবেৎ, আমার চেহারাটা কেমন সুন্দর বলতো শুনি?"

এ কথা শুনে পেবেৎ বিড়াল তপস্বীকে কর্কস স্বরে জবাব দিল, "ভণ্ড বিড়াল তপস্বীর মুখ আবার কেমন সুন্দর হবে! তোর মুখটা দেখতে ঠিক কালো হাঁড়ির মতো। এমন কুৎসিত মুখ নিয়ে আবার জিজ্ঞেস কর চেহারাটা কেমন, ছিঃ!"

এ কথা শুনে রাগে বিড়াল তপস্বী গর্জে উঠল, "দাঁড়া, আজ তোর সব কটা ছানা খেয়ে ফেলব।" বলেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল পেবেৎ ছানাগুলোর উপর। ঠিক সেই মুহূর্তে পেবেৎ ছানাদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলে উঠল, 'বাছারা ফুড়ুত'। ছানাগুলোকে আগেই পেবেৎ শিখিয়ে রেখেছে। তাই তারা মায়ের ইঙ্গিত পেতেই মুহূর্তে ফুড়ুত করে উড়ে গেল। তবে সবার ছোট পেবেৎ ছানাটি উড়ে যেতে পারল না। বিড়াল তাকে থাবা মেরে ধরে ফেলল।

CamScanner

'এক্ষুনি তোকে খেয়ে ফেলব' বলে লোলুপ দৃষ্টিতে ছানাটির দিকে তাকিয়ে রইল। পেবেৎ পাখি বাঁশের ডগায় বসে বুদ্ধি পাকিয়ে বিড়ালকে ডেকে বলল, 'আ... আজ্ঞে মহাশয়'।

'কী হলো, পেবেৎ?' বিড়াল তপস্বী মিটি মিটি করে হেসে পেবেৎ পাখির দিকে তাকাল।

– মহাশয়, তুমি আমার ছানাটিকে এবার খাবে এই তো?

– হ্যাঁ, খাবোই তো।

– তা হলে বলছি শুন, পেবেৎছানা খাওয়াটা চাট্টিখানি কথা নয়। ঠিকভাবে না খেলে খাওয়ার স্বাদই পাবে না।

– তাহলে কেমন করে খাব, বল শুনি?

– খাওয়ার আগে পেবেৎ ছানাটিকে ভাল করে স্নান করিয়ে নেবে। গায়ে লেগে থাকা মলমূত্র সব ভালো করে ধুয়ে নেবে। তারপর হাতের তালুয় কিছুক্ষণ রেখে রোদে তাকে ভালো করে শুকাবে। রোদের তাপে গায়ের লোম, পালক সব শুকিয়ে যাবার পর আবার হাতের তালুয় রেখে সাতবার উপরে ছুঁড়ে মারবে। এ রকম করলেই ছানাটি খেতে ভারি স্বাদ হবে।

পেবেৎ পাখির কথা মতো বিড়াল সব কিছু করল। ছানাটিকে খাওয়ার জন্য তার জিভে জল এসে গেল। তার আর তর সইছিল না। এদিকে পেবেৎ ছানাটিকে স্নান করিয়ে পালক ও লোম থেকে মল-মূত্র ধুয়ে রোদে শুকাবার ফলে সে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। বিড়াল তাকে তালুতে রেখে কথামতো বার বার উপরে ছুঁড়ে খেলাতে লাগল। সাতবারের মাথায় পেবেৎ ছানাটি বিড়ালের তালুয় মলত্যাগ করে ফুড়ুত করে মায়ের কাছে উড়ে গেল। বিড়াল তপস্বীর বড় রাগ হল। রাগে কী করবে ভেবে না পেয়ে হাতের তালুয় ত্যাগ করা পেবেৎ ছানার মলটিকেই জিভে চেটে নিল। মলটার স্বাদ তার অপূর্ব লাগল। তালুয় লেগে থাকা মল সব চেটে-পুটে খেয়ে নিল। জিভ দিয়ে হাত চাটতে চাটতে বিড়াল তপস্বী আক্ষেপ করে বলল, 'আহা! মলটারই এত স্বাদ, না জানি শরীরের মাংসের কী স্বাদ!'

CamScanner

বুড়ো-বুড়ির কচুর ছরা রোপণ
(হনুবা হনুবী পান থাবা)

অনেকদিন আগে এক বুড়ো-বুড়ি বনের ধারে বাস করত। তাদের কোনো সন্তানাদি ছিল না। তাদের বাড়ির পাশের ঘন জঙ্গলে এক পাল বানরও বাস করত। বুড়ো-বুড়ির কোনো সন্তান না থাকায় বনের বানরগুলোকেই তারা নিজেদের সন্তানের মতোই আদর করত।

একদিন বুড়ো-বুড়ি দুজনে তাদের বাড়ির পাশের জমিতে কচুর ছরা রোপণ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এমন সময় বনের একদল বানর সেখানে এসে উপস্থিত হল। তাদের মধ্যে থেকে এক বানর জিজ্ঞেস করল, 'জমিতে কী রোপণ করবে গো দাদু?'

'কচুর ছরা রোপণ করব গো বাছা।' বুড়ো জবাব দিল।

'কচুর ছরা বুঝি ওভাবে রোপণ কর! কীভাবে তার রোপণ করতে হয় তোমাদের বলে দিচ্ছি– প্রথমে বড় বড় ছরা বেছে নেবে। ভালো করে খোসাগুলো সারিয়ে একটি বড় হাঁড়িতে ঢেলে সাত পল্লা কলাপাতা দিয়ে হাঁড়ির মুখ বন্ধ করবে। তারপর হাঁড়িটাকে উনুনে চড়িয়ে কচু ছরাগুলোকে খুব ভালো করে সেদ্ধ করবে। সেদ্ধ করা ছরাগুলোকে এক একটি কলা পাতায় মুড়ে সুতো দিয়ে বেঁধে দেবে। তারপর জমিতে পুঁতে দেবে। এভাবে রোপণ করলে কাল সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখবে লম্বা লম্বা তরতাজা কচুগাছ গজিয়েছে। বানরটি কথা শেষ না হতেই সঙ্গের বানরগুলোও সমস্বরে বলে উঠল, 'সত্যিই দাদু, এভাবে রোপণ করলে একরাতেই কচুর ছরাগুলো লম্বা লম্বা কচুগাছে পরিণত হবে।'

বানরদের কথা সরল প্রাণ বুড়ো-বুড়ি বিশ্বাস করল। তারা দুজনে বড় বড় কচুছড়া বেছে নিয়ে ভালো করে সেগুলোর খোসা সরাল। বানরদের কথামতো ছরাগুলোকে ভালো করে সেদ্ধ করে এক একটি করে কলা পাতায় মুড়ে মাটিতে পুঁতে দিল।

CamScanner

রাত ঘনিয়ে এল। পরিশ্রান্ত বুড়ো-বুড়ি আরামে নাক ডেকে ঘুমুচ্ছিল। এমন সময় সেই বানরগুলো দল বেঁধে বুড়ো-বুড়ির কচুখেতে চুপি চুপি এসে হাজির হল। বুড়ো-বুড়ির রোপণ করা সব কটা সেদ্ধ ছরা মাটি থেকে তুলে বানরের দল মহানন্দে ভোজন করল। তারপর বনের পাশের জলা জমি থেকে তুলে আনা বনকচু বুড়ো-বুড়ির সারা কচুখেত জুড়ে রোপণ করে তারা আবার চুপিসারে ফিরে গেল বনে।

পরদিন ভোরে বুড়ি দরজা খুলে ঘর থেকে বের হয়ে তাদের কচু খেতের দিকে তাকাতেই তার ছোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। বানরগুলোর কথামতো গতকাল রোপণ করা কচুর ছরাগুলো সত্যিই এক রাতের মধ্যেই গজিয়ে লম্বা লম্বা পরিপূর্ণ কচুগাছে পরিণত হয়েছে। এই দৃশ্য দেখে খুশিতে বুড়ি ঘরের দিকে মুখ ফিরে উঁচু গলায় বুড়োকে ডেকে বলল, 'অ বুড়ো! তাড়াতাড়ি উঠে এস, দেখে যাও। তাজ্জব ঘটনাই বটে। মাত্র গতকাল রোপণ করা কচু ছরাগুলো একরাতের মধ্যেই বুক সমান উঁচু পরিপূর্ণ কচুগাছে পরিণত হয়ে গেল যে।'

বুড়ির খুশির ডাক শুনে বুড়োও এক লাফে বিছানা থেকে নেমে ঘরের বাইরে এল। তাদের কচুখেতের এই দৃশ্য দেখে সেও খুব খুশি হল, 'তাই তো! আমাদের বানর নাতিদের কথাই ফলল দেখছি। বুক সমান উঁচু কচুগাছ জন্মাল! ভালোই হল। সত্যিই, বলতে হবে ঈশ্বরের কৃপা! বুড়ি, আজ কচুগাছের কয়েকটা ডাঁটা কেটে ভালো করে তরকারি রান্না কর, স্বাদ কেমন খেয়ে দেখব।'

সকালের কাজকর্ম শেষ করে বুড়ি কয়েকটি কচুর ডাঁটা কেটে এনে রান্না করল। বুড়োও কাজ কর্ম শেষ করে স্নান-টান করে বুড়ির কচু তরকারি খাওয়ার লোভে বারান্দায় বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

বুড়ির রান্না শেষ হতেই বুড়ো দেরি না করে খেতে শুরু করল। কচু তরকারির ঝোল মেখে এক গ্রাস ভাত মুখে দিতে না দিতেই বুড়ি আগ্রহ ভরে জিজ্ঞেস করল, 'অ বুড়ো, কচু তরকারিটা কেমন লাগছে?'

'বেশ ভালোই তো' বলে বুড়ো আরো কয়েক গ্রাস বনকচুর তরকারি মাখা ভাত

CamScanner

মুখে দিতেই বুড়োর গলা অসম্ভব চুলকাতে শুরু করল। বনকচুর গলাচুলকানি সহ্য করতে না পেরে বুড়ো চিৎকার করে উঠল, 'বুড়ি, হেন্তাক', অ বুড়ি হেন্তাক'।

বুড়োর চিৎকার শুনে বুড়ি তাড়াহুড়ো করে উনুনের উপর শিকায় ঝুলানো হেন্তাকের চোঙা থেকে কিছু হেন্তাক বের করে বুড়োকে দিল। হেন্তাক খেয়ে বুড়োর চুলকানি কিছুটা কমল।

'কী জানি বুড়ি! তোর কচু তরকারিটা এক্কেবারেই খাওয়া গেল না।' এ কথা বলে মাঝ পথে বুড়ো খাওয়ার পাত থেকে উঠে গেল।

এভাবে বুড়ো খাওয়ার পাত থেকে উঠে যাওয়ায় বুড়ি মনে বড় দুঃখ পেল। বুড়োর কথা সত্যি কিনা যাচাই করার জন্য বুড়ি বনকচুর তরকারি মেখে পর পর কয়েক গ্রাস ভাত মুখে দিল। পরক্ষণেই সেও চিৎকার করে উঠল, 'বুড়ো হেন্তাক, অ বুড়ো হেন্তাক।'

বুড়ির চিৎকার শুনে বুড়োও হেন্তাকের চোঙা থেকে হেন্তাক বের করে বুড়িকে দিল। হেন্তাক খেয়ে বুড়িরও কচুর চুলকানি উপশম হল। কিন্তু মনে সে বড় দুঃখ পেল।

বানরেরা যে তাদের ঠকিয়েছে এবার বুড়ো-বুড়ি দুজনেই তা টের পেল। তারা দুজনে কচুখেতে গিয়ে এক রাতে গজিয়ে ওঠা কচুগাছগুলো কয়েকটা টেনে তুলে ভালো করে দেখল। আসলে সেগুলো যে বনকচু তা তারা বুঝতে পারল। এতে তাদের রাগ আরো চড়ল। দুষ্টু, ঠকবাজ বানরগুলোকে উচিত সাজা দেবে বলে তারা মনস্থির করল। কীভাবে তাদের সাজা দেবে বুড়ো বুড়ি দুজনে মিলে ফন্দি বের করল।

বুড়ো বুড়িকে শেখাল, "বুঝলে বুড়ি, আমি মরার ভান করে কাপড়ে মুখ ঢেকে শুয়ে থাকব। তুমি বারান্দায় বসে বানরদের শুনিয়ে গলা চড়িয়ে বিলাপ করে কাঁদবে। তোমার কান্না শুনে বানরগুলো নিশ্চয়ই এখানে চলে আসবে। তারা তোমার কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে বলবে, 'কচু রান্না করা তরকারি খেয়ে তোদের দাদু মারা গেছে। আমার তো আর কেউ নেই। তাই তোরা ধরাধরি

CamScanner

করে তোদের দাদুর মৃত দেহকে ঘর থেকে বের করে উঠোনে শুইয়ে দে।' ওরা ঘরে ঢুকে যেই আমাকে তুলতে যাবে অমনি আমি তাদের লাঠি দিয়ে ইচ্ছে মতো দুরমুশ করব।"

এভাবে ফন্দি আঁটার পর বুড়ি বারান্দায় হাত পা ছড়িয়ে বসে উচ্চ স্বরে বিলাপ করে কান্না শুরু করল–

অ বুড়ো, আমার প্রাণের বুড়ো,
মারা গেলি কচু খেয়ে,
ফিরে এসো গো কুমোড় খেয়ে।

বুড়ি বারান্দায় বসে এভাবে বিলাপ করে কান্না শুরু করল। আর এদিকে বুড়ো হাতে একটি মজবুত লাঠি নিয়ে ঘরের মেঝেয় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল ও পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটি কাপড়ে নিজেকে ঢেকে নিল। তারা যা আশা করেছিল তা-ই হল। বুড়ির কান্না শুনে বনের বানরগুলো কৌতুহলী হয়ে বুড়ির কাছে চলে এল ও জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে দো দিদা? কাঁদছ কেন?'

উত্তরে বুড়ি বলল, 'আমার আদরের নাতিরা, তোদের কথামতো রোপণ করা কচু খেয়ে তোদের দাদু হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়েই মরে গেল রে। কী আর বলব, তোদের দিদার আপন বলতে তো আর কেউ নেই। তোরাই আমার সব। তোরা যখন এসে পড়েছিস আমার আর কোনো চিন্তা নেই। তোদের দাদুর মৃত দেহ ঘরে পড়ে রয়েছে। তোরা সবাই মিলে ধরা-ধরি করে দেহটাকে বাইরে নিয়ে এসো। তোদের দাদুর শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে তোরাও সাহায্য কর।'

বুড়ির কথা শুনে বানরগুলোও অনুতপ্ত হল। তারা বুঝতে পারল বুড়ো মারা যাওয়ার পেছনে অনেকটা তারাই দায়ী। তাই সাধ্যমতো বুড়িকে সাহায্য করার জন্য তারা মনে মনে স্থির করল। বুড়োর মৃতদেহ ঘর থেকে বের করার জন্য বানরগুলো একসঙ্গে ঘরে ঢুকল। মরার ভান করে মেঝেয় শুয়ে থাকা বুড়োকে যেই তারা ধরে তুলতে গেল অমনি বুড়ো তিড়িং করে লাফ দিয়ে উঠে হাতের লাঠি দিয়ে ইচ্ছে মতো বানরদের পেটাতে শুরু করল। অনেকের হাত পা ভাঙল। নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য তারা কোনো রকমে দৌড়ে ঘর থেকে বের হয়ে বনের দিকে পড়ি কি মরি করে পালিয়ে গেল।

CamScanner

বানরগুলো পালিয়ে যাবার পর বুড়ো-বুড়ি দুজনে রান্না ঘরের মাচার উপর উঠে লুকিয়ে রইল। তাদের সন্দেহ মতো বানরগুলো রাতে ঠিকই দল বেঁধে এসে ঘরে ঢুকে বুড়ো-বুড়িকে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল। ইতিমধ্যে বাঁশের মাচার বেতের বাঁধন ছিঁড়ে গিয়ে মাচা সুদ্ধ বুড়ো-বুড়ি বানরগুলোর মাথার উপর গিয়ে পড়ল। আবারো কিছু বানরের হাত-পা ভাঙল। প্রাণ বাঁচানোর জন্য বানরের দল ছুটে পালাল বনের দিকে। ভয়ে বানরগুলো আর বুড়ো-বুড়ির বাড়িমুখো হল না। এবার বুড়ো-বুড়ি সুখ শান্তিতে বাকি জীবন কাটাল।

*** হেন্তাক– মানকচুর কান্ড কুচি কুচি করে কেটে শুকিয়ে তার সঙ্গে শুকনো গুঁড়ো মাছ মিশিয়ে একসঙ্গে পিষে গুঁড়ো করে তৈরি করা মণিপুরিদের এক প্রকার খাদ্য বিশেষ।

CamScanner

নিষিদ্ধ কুয়োর জল

(কৈ ওনবা কোমগী ঈশিং)

অনেকদিন আগে উঁচু পাহাড়ের গ্রামে এক লোক তার স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে সুখশান্তিতে বাস করত। সারা বছর যাতে কোন অভাব অনটন ছাড়াই কাটাতে পারে তার জন্য তারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সারাদিন জুম খেতে খাটাখাটি করত।

একদিন প্রখর রোদে উঁচু পাহাড়ের ঢালে জুমখেতে কাজ করতে করতে স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই খুব তেষ্টা পেল। বাড়ি থেকে আনা তাদের খাওয়ার জল শেষ হয়ে গিয়েছিল। জুমখেতের আশেপাশে জল তোলা যায় এমন কোনো কুয়োও ছিল না। তবে জুমখেতের দক্ষিণে কিছুদূরে একটি জলের কুয়ো ছিল। কিন্তু যারাই ওই কুয়োর জল পান করেছে তারাই নাকি বাঘে পরিণত হয়েছে বলে লোকশ্রুতি প্রচলিত ছিল। তাই ওই কুয়োর জল পান করা তো দূরের কথা এর ধারে কাছেও কেউ যেতনা।

জলের তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাওয়ার উপক্রম হওয়ায় স্ত্রী লোকটি আর সহ্য করতে পারল না। স্বামীকে বলল, 'জলের তেষ্টায় আমি মরে যাচ্ছি। খোঁজ নিয়ে দেখ আশে পাশে কোথাও জল পাওয়া যায় কি না।'

স্ত্রীর কথা শুনে লোকটি বলল, 'এখানে পান করার মতো জল কোথাও নেই। একটু সবুর কর, তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরে গিয়েই খাবে। আমারও তখন থেকেই বেশ তেষ্টা পেয়েছে। এই জুমখেতের দখিন দিকে যে কুয়ো রয়েছে তার জল খেলেই বাঘে পরিণত হয় বলে সেই আদিকাল থেকে শুনে আসছি। ওই কুয়োর জল ছাড়া আর কোথাও পাবে না। আরো একটু সবুর কর।'

কিন্তু লোকটির স্ত্রীর আর সহ্য হল না। 'আমি আর তেষ্টা সইতে পারছি না। বাঘে পরিণত করে যে কুয়োর জল তা আমি কিছুতেই খাব না। অন্য কোথাও পেলে তবেই খাব।' একথা বলে সে জলের খোঁজে চলে গেল। অনেক বলে কয়েও লোকটি তার স্ত্রীকে আটকাতে পারল না। তাই সে একা একাই জুমখেতে কাজ করতে লাগল।

CamScanner

স্ত্রীলোকটি চারদিক ঘুরে দেখল, বাঘে পরিণত করে বলা সেই কুয়োর জল ছাড়া আর কোথাও এক ফোঁটা জল নেই। স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ ওই কুয়োর জল দেখে তার তেষ্টা আরো বেড়ে গেল। জল খেলেই সে বাঘে পরিণত হবে এই ভয়ে নিজেকে বেশ কতক্ষণ সংযত করে রাখল। কিন্তু জলের তেষ্টা উত্তরোত্তর বেড়ে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত নিজেকে আর সামলাতে পারল না। যা হবার হবে বলে কুয়োর কাছে এগিয়ে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে দুহাত ভরে ভরে জল তুলে পেট ভরে পান করল। তারপর কিছুই হয়নি এমন ভাব করে তার স্বামীর কাছে ফিরে এসে আবার জুমের কাজে লেগে গেল।

স্বামী জেরা করা সত্ত্বেও 'নিষিদ্ধ সেই কুয়োর জল পান করেনি, আরেকটু দূরে এগিয়ে গিয়ে পাওয়া অন্য একটি কুয়োর জল সে পান করেছে' বলে জবাব দিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই স্ত্রীলোকটির দেহ বাঘে রূপান্তরিত হওয়ার মতো কিছু কিছু লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করল। চাল-চলন ও শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। এসব লক্ষণ দেখে লোকটি বুঝতে পারল তার স্ত্রী নিষিদ্ধ সেই কুয়োর জলই পান করে ফেলেছে। কী আর করা যাবে, যা ঘটে গেল তা তো আর ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না। নিজের কৃতকর্মের জন্য স্ত্রীলোকটিরও মনে অনুশোচনা হল। তার সুখ দুঃখের সাথী মনের মানুষটির আপত্তি অমান্য করে সে যে অপরাধ করল তা আর চেপে রাখতে পারল না। তাই সে স্বামীর কাছে তার অপরাধ অকপটে স্বীকার করে বলল, 'ওগো! আমি তোমার সঙ্গে প্রতারণা করেছি। কোথাও জলের খোঁজ না পেয়ে নিজেকে আর সংযত রাখতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত সেই নিষিদ্ধ কুয়োর জলই পান করে ফেলেছি। আমি বড় অন্যায় কাজ করে ফেলেছি; আমাকে ক্ষমা কর।'

নিজ থেকেই সব অপরাধ স্বীকার করে নেওয়ায় লোকটি আর স্ত্রীর উপর রাগ করতে পারল না। ভাগ্যের লিখন ভেবে সব মেনে নিল। তাড়াহুড়ো করে জুমের কাজ শেষ করে স্বামী-স্ত্রী দুজনে ঘরে ফিরে এল। ঘরে এসেই স্ত্রীলোকটি তাদের সন্তানদের রান্না বান্না করে খাইয়ে ঘুম পাড়াল। লোকটিও ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘরের সবাই ঘুমিয়ে পড়লে স্ত্রীলোকটি একা একা ঘর থেকে বের হয়ে শিকারে

CamScanner

বেরিয়ে পড়ল। সে পরিণত হল এক বাঘিনীতে। কিন্তু সে তার স্বামী ও সন্তানদের টানে পুরোপুরি বাঘিনী হয়ে বনে চলে যেতে পারল না। সে দিনের বেলায় মানুষ হয়ে স্বামী ও সন্তানদের সঙ্গে কাটিয়ে রাতে বাঘিনী হয়ে বন জঙ্গলে ঘুরে শিকার ধরে খাবার জোগাড় করত। এভাবে বাগিনী হয়ে রাতে শিকার ধরে খাবার পর শেষ রাতে স্বামী ও সন্তানদের কথা মনে পড়ে তাদের জন্য শিকারের কিছু খাবার এনে ঘরের আশে পাশে ফেলে রাখত। এমন করে শিকার করতে করতে এক রাতে বাঘিনীর রূপ নেওয়া স্ত্রীলোকটি একটি মানুষ মেরে খাওয়ার পর অবশিষ্ট মৃতদেহ এনে তাদের ঘরের বারান্দার এক কোণে ফেলে রেখেছিল। ভোরে তাদের ঘরের বারান্দায় অর্ধভুক্ত মৃতদহে পড়ে থাকতে দেখে পাড়ার লোকেদের মধ্যে হইচই পড়ে গেল।

এভাবে বাঘে পরিণত হওয়া স্ত্রীলোকটির পশুসুলভ আচরণ দিন দিন বেড়ে যাওয়ায় একদিন উদ্বিগ্ন গ্রামবাসীরা স্ত্রীলোকটিকে– 'তুমি আর মানুষের সমাজে বাস করার উপযুক্ত নও, বন জঙ্গলে বাঘিনী হয়েই বাস কর গিয়ে।' বলে তাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিল। তারপর থেকে স্ত্রীলোকটি পুরোপুরি বাঘিনী হয়ে বনে বাস করতে শুরু করল। নিষিদ্ধ কুয়োর জল পান করে স্ত্রীলোকটি যেহেতু বাঘিনীতে পরিণত হয়েছে তাই তার স্বামী ও সন্তানদের টানে বন থেকে বের হয়ে প্রায় তাদের ঘরের কাছে চলে আসত। কিন্তু গ্রামবাসীদের তাড়া খেয়ে সে আর লোকালয়ে ফিরে আসতে পারল না।

CamScanner

লম্বা হাতওয়ালা পেত্নী
(লাই খুৎশাংবী)

এক গ্রামের শেষ প্রান্তে বিচ্ছিন্ন একটি বাড়ি ছিল। অনেকদিন আগে সেই বাড়িতে এক সাহসী লোক, তার স্ত্রী ও থোইহেন নামে তাদের একমাত্র সন্তান সহ সুখে শান্তিতেই বাস করত।

গ্রামের অদূরে এক ঘন বনে ছিল ভূতপেত্নীদের আস্তানা। সেখানে আশ্রয় নেওয়া অপদেবতাদের মধ্যে লাই খুৎশাংবী নামে লম্বা হাতওয়ালা এক পেত্নীও ছিল। লাই খুৎশাংবীর হাত দুটো এতো লম্বা ছিল যে, হেঁটে যাওয়ার সময় তার হাত দুটোকে মাটিতে টেনে টেনে নিয়ে যেতে হতো। তার হাতের তালু দুটো ছিল কাঁটার মতো খসখসে। মুখগহ্বরটা ছিল বিরাট, কান পর্যন্ত বিস্তৃত। সে হাঁ করলে মুখের দুপাশে দুটো সুচালো বিকট দাঁট বেরিয়ে আসত। লাই খুৎশাংবীর মুখের দিকে তাকানো তো দূরের কথা তার বিকট চেহারার বর্ণনা শুনেই সবাই ভয়ে কাঁপত। প্রায়ই মাঝরাতে এই লাই খুৎশাংবী গ্রামে ঢুকে লোকের ঘরের দেয়ালের ফাঁক দিয়ে তার লম্বা হাতটা ঢুকিয়ে বিছানায় ঘুমন্ত মানুষের গলা টিপে মেরে বাইরে টেনে নিয়ে খেয়ে ফেলত। এভাবে লাই খুৎশাংবী গ্রামের বেশ কয়েকজনকে ঘর থেকে টেনে বের করে খেয়ে ফেলেছিল। তাই গ্রামের সবাই লাই খুৎশাংবীর ভয়ে সূর্যাস্তের আগেই ঘরের দরজা জানালা টেনে বন্ধ করে ফেলত। নিজ নিজ ঘরের দেয়ালের ফাঁক ফোকর সব তারা বন্ধ করে দিয়েছিল। রাতে তারা লাই খুৎশাংবীর ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত।

এভাবে প্রতিরাতে লাই খুৎশাংবী পর পর গ্রামের প্রায় সব বাড়িতে গিয়ে হানা দিলেও উপরে উল্লিখিত গ্রামের শেষ প্রান্তের সেই বাড়িটিতেই কেবল তার ঢোকার সাহস হতো না। কারণ সে ওই বাড়ির কর্তাকে খুব ভয় করত। তবে ঘরের কর্তার অনুপস্থিতির সুযোগ বুঝে লাই খুৎশাংবী ওই বাড়িতে হানা দিয়ে তাদের একমাত্র নাদুস নুদুস সন্তান থোইহেন কে ধরে খেয়ে ফেলার মতলবে ছিল। তাই একবার ঘরের কর্তা ব্যবসার কাজে আটকে গিয়ে রাতে ফিরে না আসায় ঘরে শুধু মা ও ছেলে ছিল। লাই খুৎশাংবী তা টের পেয়ে তাদের

CamScanner

বাড়িতে এসে দরজায় কড়া নেড়ে, 'অ বৌদি, থোইহেনের মা, জামাইবাবু কি ঘরে আছে?' বলে নরম সুরে ডাকল।

এভাবে মাঝরাতে দরজায় কড়া নেড়ে নরম সুরে মহিলার গলায় তাকে ডাকাটা যে লাই খুৎশাংবী ছাড়া অন্য কেউ নয় তা থোইহেনের মা বিলক্ষণ বুঝতে পারল। কর্তা ঘরে নেই জানতে পারলেই লাই খুৎশাংবী পেত্নীটা তার লম্বা হাত ঘরে ঢুকিয়ে মা ও ছেলে দুজনকেই গলা চেপে ধরে টেনে নিয়ে খেয়ে ফেলবে। ভাবতেই ভয়ে তার সারা শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল।

লাই খুৎশাংবী যখন দরজায় কড়া নেড়েছে থোইহেনের মা তাই বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু হয়নি এমন ভান করে উত্তর দিল, 'ঠাকুরঝি, তোর জামাইবাবু ঘুমুচ্ছে, কী বলবে, তাকে ডেকে তুলি?'

থোইহেনের মার কাছ থেকে এরূপ জবাব পেয়ে, 'বৌদি! থাক, থাক, জামাইবাবুকে ডেকে তোলার দরকার নেই। কাল এসে কথা বলব।' –বলেই ভয়ে লাই খুৎশাংবী সেখান থেকে কেটে পড়ল।

পরদিন থোইহেনের বাবা ঘরে ফিরে এলো। ঘরে ফিরতেই তার স্ত্রী গত রাতে লাই খুৎশাংবী এসে তাদের ঘরের দরজায় কড়া নাড়ার ঘটনার কথা জানাল। তার অনুপস্থিতির সুযোগে রাতে লাই খুৎশাংবী এসে দরজায় কড়া নেড়ে তাকে খোঁজ করেছেন শুনে থোইহেনের বাবা রাগে ফেটে পড়ল। পারলে তখনই বনে ঢুকে লাই খুৎশাংবীকে দা দিয়ে কুপিয়ে মেরে ফেলার ইচ্ছে হল তার। শেষে স্বামী-স্ত্রী দুজনে শলা পরামর্শ করে ঠিক করল সেদিন রাতে লাই খুৎশাংবীটা আবার তাদের বাড়িতে হানা দেয় কিনা অপেক্ষা করবে। থোইহেনের বাবা ঘরে যে ফিরে এসেছে তা যাতে কাক পক্ষীও টের না পায় তার জন্য সে সারাদিন ঘরেই পড়ে রইল।

রাত ঘনিয়ে এলে থোইহেনের বাবা ধারালো একটি লম্বা দা হাতে নিয়ে ঘরের দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে লাই খুৎশাংবীর অপেক্ষায় রইল। তারা যা অনুমান করেছিল তা-ই ঘটল। মাঝরাতে গত রাতের মতো লাই খুৎশাংবীটা এসে তাদের দরজায় কড়া নেড়ে, 'অ বৌদি, থোইহেনের মা, জামাইবাবু কি ঘরে

CamScanner

আছে?' বলে হাঁক দিল।

হাঁক শুনতেই আগের থেকে ওৎ পেতে থাকা থোইহেনের বাবা লাই খুৎশাংবী ঘরের দেয়ালের যে ফাঁক দিয়ে হাত ঢোকাতে পারে বলে অনুমান করেছিল তার পাশে এগিয়ে গিয়ে দা হাতে তৈরি হয়ে রইল।

লাই খুৎশাংবী দরজার কড়া নেড়ে নরম সুরে আবার ডাকল, 'অ বৌদি, থোইহেনের মা। জামাইবাবু কি ঘরে আছে?'

দরজায় কড়া নেড়ে লাই খুৎশাংবী আবার হাঁক দেয়ায় এবার থোইহেনের মাও স্বামীর শেখানো জবাবটাই দিল, 'অ ঠাকুরঝি, কী বলবে বল–তোর জামাইবাবু ব্যবসার কাজে বাইরে গেছে, ঘরে নেই।'

থোইহেনের মার কাছ থেকে এমন জবাব পেয়ে, 'তাহলে আজ মা ও ছেলের দফারফা করব।' বলে খুশিতে দাঁত খিচিয়ে হেসে উঠল আর তার খসখসে লম্বা হাতটা ঢুকিয়ে দিলে দেয়ালের ফাঁক দিয়ে। আগে থেকে ঘরের ভেতর ধারালো দা হাতে তৈরি থোইহেনের বাবা মুহূর্ত দেরি না করে এক কুপে লাই খুৎশাংবীর হাতটা কেটে ফেলল।

লাই খুৎশাংবী যখন বুঝতে পারল আচমকা তার হাতটা কাটা পড়েছে তখন সে প্রাণ রক্ষার জন্য বনের দিকে ছুটে পালাল। হাত কেটে যাওয়ায় ব্যথায় কেঁদে কেঁদে চেঁচিয়ে বলতে লাগল–

লৈমা দেং দেং চিন্থিবী
নওয়া লৈতে মীনম্বী।

মিথ্যেবাদী বউরে, স্বামী নেই বলে
ঘরে, আমার সঙ্গে চালাকি করলে।

এভাবে এক হাতকাটা লাই খুৎশাংবী রক্তাক্ত অবস্থায় প্রাণপণে ছুটতে লাগল বনের আস্তানার দিকে। 'শীংউৎ-শীংনাং' বনের মধ্য দিয়ে ছুটে পালাবার সময় তার কাটা হাত থেকে অবিরত রক্ত ঝরে পড়ছিল। শীংউৎ শীংনাং এর পাতায় রক্তের মতো যে লাল দাগ দেখা যায় তা লাই খুৎশাংবীর কাটা হাত থেকে ঝরা

CamScanner

রক্তের দাগ বলেই অধিকাংশ বয়স্ক মণিপুরিদের বিশ্বাস।

লাই খুৎশাংবী ছুটে পালাচ্ছে দেখে থোইহেনের বাবাও দা হাতে ঘর থেকে দ্রুত বের হয়ে তাকে ধাওয়া করল।

লাই খুৎশাংবীটা চেঁচাতে চেঁচাতে বনের আস্তানার দিকে ছুটে পালালেও এক হাত কাটা পড়ায় খুব একটা জোরে ছুটতে পারল না। পেছনে ধাওয়া করা থোইহেনের বাবা খুব সহজেই তাকে ধরে ফেলল। লাই খুৎশাংবীকে সে লাথি মেরে মাটিতে ফেলে দিল। অপর হাতটিও পায়ে চাপা দিয়ে দা দিয়ে কেটে ফেলল। তবে দুহাত কাটা লাই খুৎশাংবীকে প্রাণে না মেরে ছেড়ে দিল। এতে আরো আতঙ্কিত হয়ে দুহাত কাটা লাই খুৎশাংবী কাঁদতে কাঁদতে পরি কি মরি করে দৌড়ে বনের ভেতর ঢুকে গেল।

সেদিনের পর থেকে লাই খুৎশাংবীটা রাতে গ্রামে ঢুকে মানুষের টুটি চেপে ধরা দূরের কথা, বনের আস্তানা থেকে একবারের জন্যও বাইরে আসতে দেখা গেল না। গ্রামবাসীরাও রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারল আর তারা সবাই থোইহেনের বাবা ও মাকে তাদের সাহস ও বুদ্ধির তারিফ করল।

*** শীংউৎ-শীংনাং : মণিপুরের জলাশয়ের পাড়ে জন্মানো লম্বা ঘাস জাতীয় এক উদ্ভিদ বিশেষ।

CamScanner

পি-থাদোই
(পি-থাদোই)

প্রাচীনকালে পি-থাদোই নামে এক চতুর লোক বাস করত। লোকটা ছিল একটু অহংকারী। পাড়ার লোকেরা তাকে তেমন পছন্দ করত না। একদিন পি-থাদোই যখন জমিতে হাল চাষ করছিল তখন পাড়ার কয়েকজন দুষ্টুলোক আড়াল থেকে তাকে লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়েছিল। ভাগ্যের জোরে পি-থাদোই নিজে প্রাণে বেঁচে গেলেও তার এক বলদ ঠিলের আঘাতে মারা গেল। ঢিলের আঘাতে বলদটা মরে গেল দেখে সবাই কেটে পড়ল।

এ ঘটনায় পি-থাদোই'র বড় রাগ হল। তখন সে করল কী- ভোর রাতে একটি গরুর গাড়িতে মরা বলদটিকে তুলে নিজেই টেনে নিয়ে গেল এক 'কবুই' পাড়ায়। গরুর গাড়িটিকে রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে কবুই গৃহস্থকে ডেকে তোলার জন্য এগিয়ে গেল।

সে উঠোনে পা রাখতেই একজন লোক ছুটে গিয়ে বারান্দায় রাখা একটি বড় সিন্দুকে ঢুকে লুকিয়ে পড়ল। পি-থাদোই তা দেখে ফেলল। তার সন্দেহ হল সিন্দুকে ঢুকে লুকিয়ে পড়া লোকটি নিশ্চয়ই চোর হবে। সে চুপিসারে এগিয়ে গিয়ে সিন্দুকের মুখ ভালো করে বন্ধ করে খিল লাগিয়ে ধিল। তারপর গৃহস্থকে ডেকে বলল, 'অ দাদু, দাদু গো। একবার ওঠনা, আমি পি-থাদোই। হাল চাষের একটা ভালো বলদ বেঁচতে এসেছি।'

ঘরের ভেতর থেকে ঘরের মালিক বুড়ো কবুই জবাব দিল, 'কাল ভোরে এসো।'

– ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারছি না। বিশেষ দরকারেই বলদটাকে বেঁচতে এসেছি। বলছিলাম কী, আপনি না উঠলেও চলবে। বলদটাকে উঠোনে বেঁধে দিয়ে যাচ্ছি, আর বিনিময়ে বারান্দায় রাখা আপনার সিন্দুকটা নিয়ে যাচ্ছি।

– তা নিয়ে যেতে পার।

এ কথা বলে বুড়ো এক কথায় রাজি হয়ে গেল। মরা বলদটাকে বুড়ো কবুই'র

CamScanner

উঠোনে নিয়ে রাখল আর সিন্দুকটাকে ঘাড়ে তুলে অতি কষ্টে বয়ে নিয়ে গরুর গাড়িতে তুলল। এবার সিন্দুকটাকে নিয়ে বাড়ির অভিমুখে রওনা দিল সে।

এভাবে আসার সময় চোরটি সিন্দুকের ভেতর থেকে অনুনয় করে বলল, 'বন্ধু পি-থাদোই, আমাকে ছেড়ে দে। তোকে প্রচুর স্বর্ণালঙ্কার দেব।'

একথা শুনে পি-থাদোই সিন্দুকটির মুখ খুলে দিল। এবার চোরটি সিন্দুক থেকে বের হয়ে কোমরে গুঁজে রাখা স্বর্ণালঙ্কারের থলেটা পি-থাদোইকে দিয়েই কেটে পড়ল। স্বর্ণালঙ্কারগুলো নিয়ে সে বাড়িতে ফিরে না গিয়ে অন্যত্র বেড়াতে গেল। দশ পনেরো দিন মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ানোর পর এক সুন্দরী যুবতীকে বিয়ে করে বাড়িতে ফিরে এল।

পি-থাদোইকে যারা ঈর্ষা করত তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, 'লোকটা কেমন ধরনের মানুষ! আমরা তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলাম, সে কিনা এক সুন্দরী যুবতিকে বিয়ে করে বাড়ি ফিরল। তার উপর কী সুন্দর ঘর বানাল। আর অঢেল ধন-সম্পদের মালিকও হয়ে গেল। যে করেই হোক তাকে মেরে ফেলতেই হবে।"

তাই তারা একদিন রাতে চুপি চুপি পি-থাদোই'র বাড়িতে ঢুকে স্বামী স্ত্রী যখন রাতের খাবার খাচ্ছিল ঠিক তখনই তাদের লক্ষ্য করে বৃষ্টির মতো ঢিল ছুঁড়তে লাগল। ভাগ্যের জোরে পি-থাদোই এবারও বেঁচে গেল। কিন্তু ঢিলের আঘাতে তার স্ত্রী মারা গেল।

পি-থাদোই'র ফন্দি ফিকিরের শেষ নেই। মরা বউটাকে পিঠে তুলে রাস্তার পাশে এক পুকুর পাড়ে গাছে হেলান দিয়ে বসাল। সামনে বিক্রির জন্য কিছু খাবার জিনিস সাজিয়ে রাখল। দেখলে মনে হয় যেন মহিলাটি গাছের নিচে বসে খাবার বিক্রি করছে। পি-থাদোই কাছেই আড়ালে বসে সব কিছু লক্ষ্য রাখছিল।

একদল পরিচারক সঙ্গে নিয়ে পালকিতে চড়ে এক পয়সাওয়ালা শেঠ সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। এক সুন্দরী মহিলা গাছের নিচে বসে খাবার বিক্রি করছে দেখে শেঠ তার পালকি দাঁড় করাল। খাবার কিনে আনার জন্য এক পরিচারককে

CamScanner

পাঠাল। কিন্তু খাবার কিনতে আসা লোকটির কোনো প্রশ্নের উত্তরই সে দিল না। শেষে শেঠ নিজেই পালকি থেকে নেমে মহিলার কাছে গেল। তার কথারও কোনো জবাব না পেয়ে শেঠ মহিলার গায়ে হাত রেখে অল্প একটু ঠেলা দিতেই সে ঝপ করে পুকুরের জলে পড়ে গেল।

সুযোগ সন্ধানী পি-থাদোই ঠিক সেই মুহূর্তে আড়াল থেকে বের হয়ে, 'প্রতিবেশিরা দেখে যাও, আমার স্ত্রীকে মেরে ফেলল রে, ঠেলা দিয়ে জলে ফেলে দিয়ে আমার স্ত্রীকে মেরে ফেলল রে' বলে চেঁচাতে লাগল।

এতে শেঠটি রীতিমতো ঘাবড়ে গেল। পি-থাদোই'র হাত ধরে অনুনয় করে বলল, 'বন্ধু, আমার বড় অন্যায় হয়েছে। জবাব না দেয়ায় তাকে আমি অল্প একটু ঠেলা দিয়েছি মাত্র। এতেই সে জলে পড়ে গেল। আর সাঁতার না জানা তোমার স্ত্রী জলে ডুবে মরে গেল। কী আর করি, বলতে হয় আমিই তাকে হত্যা করেছি। কথাটা আর বাড়িও না বন্ধু।' এ কথা বলে পি-থাদোইকে এক থলে ভর্তি সোনা ও মণিমুক্তা দিল। তার উদ্দেশ্য সফল হওয়ায় পি-থাদোই আর কথা না বাড়িয়ে সেগুলো নিয়ে বাড়িতে ফিরে গেল।

পি-থাদোই'র আর্থিক অবস্থা দিন কে দিন উন্নতি হতে দেখে পাড়ার তার শত্রুরা আবার শলা পরামর্শ শুরু করে দিল। 'লোকটা যে কী জাদু জানে তা ভগবানই জানেন! তার ক্ষতির জন্য আমরা এতকিছু করলাম আর সে কিনা দিনকে দিন আরো বিত্তশালী ও সুখী হয়ে উঠছে। এবার তাকে প্রাণে মারতে হবে।'

তাই তারা মাঝ রাতে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে পি-থাদোইকে জাপটে ধরল। তার হাত পা দড়ি দিয়ে বেঁধে বস্তাবন্দি করে নদীর জলে ফেলে দেবার জন্য নিয়ে চলল। পথ চলতে চলতে ভোর হয়ে এল। তারা গ্রাম পেরিয়ে এক নির্জন মাঠে এসে পৌঁছল। সুঠাম দেহের পি-থাদোইকে বস্তাবন্দি করে কাঁধে বয়ে এতদূর নিয়ে আসায় তারা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল। তাই বস্তাবন্দি পি-থাদোইকে পথের পাশে নামিয়ে রেখে তারা এক গাছের নিচে বসে বিশ্রাম করছিল। মুহূর্তের মধ্যে তারা সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। এমন সময় এক রাখালের হাক ডাক শুনতে পেয়ে বস্তাবন্দি পি-থাদোই হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'আমি

মন্ত্রী হবো না, মন্ত্রী হতে পারব না। আমাকে ছেড়ে দিন।'

বস্তার ভেতর থেকে চিৎকার শুনে রাখাল ছেলেটি এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কী সব বলছেন আপনি?'

পি-থাদোই জবাব দিল, 'রাজার পারিষদরা আমাকে মন্ত্রী হওয়ার জন্য বলছেন। তাতে আমি রাজি হইনি। তাই তারা আমাকে মন্ত্রী করার জন্য বস্তাবন্দি করে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।'

– আপনি কেন রাজি হচ্ছেন না? আমাকে বললে এক কথাতেই রাজি হয়ে যেতাম। আপনার বদলে কি আমি মন্ত্রী হতে পারব? তা সম্ভব হলে আপনি আমার সব গরু নিয়ে যান আর তার বিনিময়ে আমাকে মন্ত্রী করে দিন।

– আপনি রাজী হলে কেন হবে না? আমার পছন্দ হয়নি তা-ই। আপনি মন্ত্রী হতে রাজি থাকলে বস্তার মুখ খুলে ফেলুন। আমি বস্তা থেকে বের হচ্ছি আর আপনি আমার হয়ে বস্তার ভেতর ঢুকে পড়ুন। একটু পরে রাজার পারিষদরা এসে আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য যেই তুলতে যাবে তখনই আপনি মন্ত্রী হতে রাজি আছেন বলে জানিয়ে দেবেন। তাহলেই দেখবেন, আপনি মন্ত্রী বনে গেছেন।

পি-থাদোইর কথা শুনে রাখালের মন খুশিতে ভরে উঠল। ভাবল, এবার সে মন্ত্রী বনে যাবে। রোদ বৃষ্টিতে কষ্ট করে আর তাকে গরু চড়াতে হবে না। এ কথা ভেবে খুশি মনে বস্তার মুখ খুলে পি-থাদোইকে বের করল। তার হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিল। মন্ত্রী হওয়ার লোভে রাখালটি খুশি মনে নিজেই বস্তার ভেতর ঢুকে পড়ল। পি-থাদোইও দেরি না করে বস্তার মুখ দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলল।

'তাহলে এবার আমি আসি। তারা এসে আপনাকে ধরে তুলতেই আপনি মন্ত্রী হবো বলবেন।' একথা বলে রাখালের গরুগুলোকে সঙ্গে নিয়ে খুশি মনে বাড়িতে ফিরে গেল।

যারা পি-থাদোইকে বস্তাবন্দি করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তারা বেশ কিছুক্ষণ আরামে ঘুমানোর পর উঠে তোড়জোড় লাগাল। পি-থাদোই'র পরিবর্তে

বস্তাবন্দি হয়ে থাকা রাখালটির কাছে গিয়ে যেই তাকে তুলতে গেল অমনি সে বস্তার ভেতর থেকে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'আমি মন্ত্রী হতে রাজি আছি, মন্ত্রী হওয়া আমার বড়ই শখ।'

বস্তার ভেতর থেকে চেঁচিয়ে বলা কথাগুলো শুনে তাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া লোকগুলো একে অপরের দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, 'মৃত্যুর ভয়ে মনে হয় লোকটা পাগল হয়ে গেছে। মৃত্যুর মুখে সে মন্ত্রী হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে রয়েছে।'

একসময় তারা নদীর পাড়ে গিয়ে পৌঁছাল। 'যাও, এবার মৃত্যুপুরীর মন্ত্রী হও গিয়ে।'–এ কথা বলে বস্তাবন্দি রাখালটিকে নদীর জলে ফেলে দিল। এভাবে বোকা রাখাল ছেলেটি মন্ত্রী হওয়ার লোভে পি-থাদোই'র হয়ে বেঘোরে প্রাণ দিল।

পি-থাদোইকে বস্তাবন্দি করে নদীর জলে ফেলে প্রাণে মারা হয়েছে ভেবে তৃপ্ত মনে বাড়িতে পৌঁছে পাড়ার সেই দুষ্ট লোকগুলো দেখল জ্যান্ত পি-থাদোই নিজ বাড়িতে আপন মনে কাজ করছে। নতুন কেনা বেশ কয়েকটি দুধেল গাই ও বাছুরকে ঘাস খাওয়াচ্ছে সে। পি-থাদোইকে এভাবে বাড়িতে জ্যান্ত দেখতে পেয়ে তাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। ভূত কিনা ভেবে তারা রীতিমতো ভয়ও পেল। এবার তারা ভাবল পি-থাদোই'র সঙ্গে শত্রুতা রেখে লাভ নেই বরং তার সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কই গড়ে তোলা উচিত। তাই তারা নত হয়ে পি-থাদোইর সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাইল।

তারা পি-থাদোই'র কাছে জানতে চাইল, 'বস্তাবন্দি অবস্থা থেকে কীভাবে সে নদীর জলের তলদেশ থেকে জ্যান্ত ফিরে এল?'

উত্তরে সে তাদের জানাল, 'আমি মৃতপুরী ঘুরে এসেছি। আমাদের এ গাঁয়ের মৃত সব প্রবীণদের সঙ্গে সেখানে আমার দেখা হয়েছে। তারা সবাই সেখানে সুখে আছে। তোদের সবার সঙ্গেও একবার দেখা করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে। চাইলে তোরাও সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করে আসতে পারিস। সেদিন আমাকে বস্তাবন্দি করে নদীর জলে যেভাবে ফেলে দিয়েছিলে ঠিক সেভাবে

CamScanner

তোদেরকেও নদীর জলে ফেলে দিলেই সেখানে পৌঁছে যাবি।'

এ কথা শুনে তারা খুশি হয়ে বলল, 'সত্যিই! তাহলে আমরাও মৃতপুরী গিয়ে পূর্ব পুরুষদের সঙ্গে দেখা করে আসতে পারি। চল, সবাই মিলে ঘুরে আসি।'

শেষে ঠিক হল, যেখানে পি-থাদোইকে নদীর জলে ফেলে দিয়েছিল সেখানে গিয়ে তারা সবাই স্বেচ্ছায় এক একটি বস্তায় ঢুকে পড়বে। পি-থাদোই তাদের বস্তাগুলোর মুখ শক্ত করে বেঁধে নদীর জলে ফেলে দেবে।

নির্ধারিত দিনে তারা সবাই সেই নদীর পাড়ে জড়ো হল। পি-থাদোই ভান করে তাদের বলল, 'বন্ধুরা, বেশিদিন মৃতপুরীতে থাকবে না। বাড়ির লোকেরা চিন্তা করবে।' মৃতপুরীতে ঘুরতে যাবে বলে তারা সবাই খুশিতে মুখর হয়ে উঠল। একজন বলল, 'হ্যাঁ, জমিতে ধান রোপণের কাজ মেষ হয়নি, তাই আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতেই হবে।'

আর একজন বলল, 'আমি কিন্তু ভালো লাগলে বেশ কিছুদিন থাকব সেখানে।'

পি-থাদোই তাদের প্রত্যেকের হাত পা দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিল। তারপর এক একটি বস্তায় তাদের ঢোকাল। বস্তাগুলোর মুখ শক্ত করে বাঁধল। তারপর একটি একটি করে সবগুলো বস্তা নদীর জলে ফেলে দিল। চোখের পলকে বস্তাবন্দি লোকগুলো নদীর জলে তলিয়ে গেল।

এভাবে পরের অনিষ্টকারী পি-থাদোই'র প্রতিবেশী দুষ্টলোকগুলো বস্তাবন্দি হয়ে নদীর জলে ডুবে মারা গেল। তারা তাদের পাপের ফল ভোগ করল। আর এদিকে পি-থাদোই শত্রুমুক্ত হয়ে নতুন করে সংসার পেতে সুখ-শান্তিতে বাকি জীবন কাটাল।

*** কবুই–মণিপুরের নাগা জাতিদের একটি গোষ্ঠি।

খিড়কি দুয়ারে কানপাতা পেত্নী

(য়েনখা পাউদাবী)

অনেক অনেক দিন আগে এক গ্রামে বাস করত এক দম্পতি। তারা দুজন ছিল একে অন্যের সুখ দুঃখের সাথী। দুজনের মধ্যে ছিল খুব ভাব। তাদের কোনো সন্তান ছিল না। তাই তারা সারাদিন কাজ-কর্ম করে সন্ধ্যায় সকাল সকাল রাতের খাবার খেয়ে উনুনের পাশে মুখোমুখি বসে আগুন পোহাত আর নানা গল্প গুজব করে সময় কাটাত।

একদিন লোকটি আগুন পোহাতে পোহাতে তার স্ত্রীকে বলল, 'চল, আজ ধাঁধা খেলি। যে ধাঁধার উত্তর দিতে ব্যর্থ হবে তাকে কাল সকালে বাজার থেকে বোয়াল মাছ কিনে এনে খাওয়াতে হবে।'

এ প্রস্তাবে স্ত্রী রাজি হয়ে বলল, 'তুমিই আগে শুরু কর।'

লোকটি স্ত্রীকে শোনাল ধাঁধা, 'চার বাহু বিশিষ্ট গায়ে অঙ্গবস্ত্র জড়ানো এক লোক ধীরে ধীরে নাচছে আর তার সামনে আরেকটি লোক মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। বল তো আসলে ওটা কী?'

স্ত্রীলোকটি বেশ কতকক্ষণ ঘাড় নুইয়ে চিন্তা করল। তারপর লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'না, পারলাম না– হেরে গেলাম। এবার বলো, এর মানেটা কী?'

'তাহলে কাল সকালে বাজার থেকে বোয়াল কিনে এন খাওয়াচ্ছ তো? ধাঁধার মানেটা খুব সহজ। তোমরা প্রায়ই এ কাজটা করে থাক। চার বাহু বিশিষ্ট তওত[১] হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সুতা পেচানোকেই বলা হচ্ছে বার বাহু বিশিষ্ট এক লোক ধীরে ধীরে নাচছে। আরেকটি লোক মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে বলতে সুতা টানার ফলে মাটিতে সুতার মুঠো গড়াগড়ি খাওয়ার কথাই বলা হচ্ছে।'

স্ত্রীলোকটি মৃদু হেসে বলল, 'অ তাই বুঝি, ঠিক আছে। এবার আমার পালা। আমার ধাঁধার উত্তর তুমি দিতে না পারলে আমাকে বাজির জুলুম থেকে রেহাই

দিতে হবে কিন্তু।'

– ঠিক আছে বাবা, বোয়াল মাছ কিনে খাওয়ানোর জুলুম থেকে তুমি মুক্তি পাবে। এবার শুনি তোমার ধাঁধা।

– মুখে খাবার যতক্ষণ দেওয়া হয় ততক্ষণ কাঁদতে থাকে। খাবার দেওয়া বন্ধ করলেই কান্না বন্ধ করে দেয়। বল তো কী?

– খুব সহজ, কাপ্তেং[২]-এ সুতা কাটা।

– ঠিক বলেছ। তাহলে কাল সকালে আমাকেই বোয়াল মাছ কিনে এনে খাওয়াতে হচ্ছে তোমাকে।

এক 'য়েনখা পাউদাবী' (মানুষের খিড়কি দরজায় কানপাতা দুষ্টু পেত্নী) খিড়কি দুয়ারে কানপেতে স্বামী-স্ত্রীর কথা-বার্তা সব শুনে ফেলল। দুষ্টু পেত্নীটা মনে মনে ভাবল– এত সুন্দর সুযোগ কেন হাতছাড়া করব। কাল সকালে স্ত্রীলোকটি যখন বোয়াল মাছ কেনার জন্য বাজারে চলে যাবে সেই সুযোগে আমি লোকটির স্ত্রীর রূপ ধারণ করে হাতে একটি বোয়াল মাছ নিয়ে তার ঘরে ঢুকে পড়ব। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে দুজনকে ছাড়া-ছাড়ি করাব। তারপর আমি লোকটার বউ সেজে কিছুদিন একসঙ্গে ঘর করার পর সুযোগ বুঝে একদিন রাতে তাকে ঘাড় মটকে মেরে ফেলব আর তার সব রক্ত শুষে খাব। আ! কী স্বাদই না হবে। –এরূপ কুমতলব এঁটে যেনখা পাউদাবী নিজের আস্তানায় খুশি মনে ফিরে গেল।

পরদিন স্ত্রীলোকটা সাত সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রাত্যহিক কাজকর্ম শেষ করে বাজার থেকে বোয়াল মাছ কেনার জন্য বেরিয়ে পড়ল। বউটা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ার কিছুক্ষণ পরেই যেনখা পাউদাবী পেত্নীটা সেই বউয়ের হুবহু চেহারা ধারণ করে হাতে একটা বোয়াল মাছ নিয়ে দ্রুত পায়ে বাড়িতে ঢুকল।

এত তাড়াতাড়ি মাছ কিনে বাজার থেকে স্ত্রীকে ফিরে আসতে দেখে লোকটা অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল, 'বাজার থেকে মাছ আনবে বলে এই মাত্র গেলে আর এরই মধ্যে বোয়াল মাছ কিনে ফিরে এলে!'

'বলতে হবে আজ আমার ভাগ্যটা ভালই। আমাকে আর বাজারে যেতে হয়নি। এক মহিলা রাস্তার পাশে বসে এই বোয়াল মাছটা বিক্রি করছিল। তার কাছ থেকে এটা কিনে মাঝ রাস্তা থেকেই ফিরে এলাম।' লোকটির স্ত্রীর ছদ্মবেশ নেওয়া পেত্নীটা এভাবে কথা বানিয়ে বলল।

স্ত্রীর ছদ্মবেশ নেওয়া যেনখা পাউদাবীর কথায় লোকটার মনে কোন সন্দেহ জাগল না।

'দাও বোয়াল মাছটা, কেটে কুটে দিচ্ছি। তুমি রান্না চড়াও গিয়ে।' এ কথা বলে বোয়াল মাছটাকে কেটে কুটে ভালো করে ধুয়ে ছদ্মবেশী স্ত্রীর হাতে দিয়ে রান্না ঘর থেকে বের হতেই লোকটা দেখতে পেল বোয়াল মাছ হাতে নিয়ে তার আসল স্ত্রী সদর দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকছে।

দ্বিতীয় আরেকটা স্ত্রী সদর দরজা দিয়ে এভাবে ঢুকতে দেখে সে থ বনে গেল। অবাক হয়ে বলল, 'তাজ্জব ব্যাপার! বেশ কিছুক্ষণ আগেই তো তুমি বাজার থেকে বোয়াল মাছ কিনে এনে রান্না চড়িয়ে দিয়েছ। এখন আবার হাতে বোয়াল মাছ নিয়ে...।'

স্বামীর কথায় স্ত্রীও অবাক হল। 'কী যা তা বলছ! আমি তো এইমাত্র বাজার থেকে ফিরলাম। ঘরে আবার কে এল?' এ কথা বলে দ্রুত রান্না ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। সত্যিই তার মতো হুবহু চেহারার এক মহিলাকে রান্না ঘরে বসে রান্না করতে দেখে সে চমকে উঠল। রাগে চিৎকার করে বলল, 'বেহায়া কোথাকার! অন্যের ঘরে ঢুকে ঘরের বউ সেজে রান্না করছে আবার। এসেছ কোত্থেকে?"

স্ত্রীলোকটির কথা শুনে ছদ্মবেশী পেত্নীটা পাল্টা অভিযোগ করল, 'কী অদ্ভুত কান্ড! পরের বাড়িতে ঢুকে পরপুরুষ ছিনিয়ে নিতে আসা তোর পরিচয়টাই বরং আগে দে। কী সাহস! আমার পরিচয় জানতে চাইছ আবার। আমি এই বাড়ির মালকিন, বুঝেছ। কুমারী অবস্থায় এ বাড়িতে এসে লোকটির সঙ্গে ঘর বেঁধেছি। পরপুরুষ ছিনিয়ে নেবার ধান্দায় ঘুরে বেড়ানো তোর মতো বেহায়া ভেবেছ আমাকে? বুঝতে পারছ তো, আমি তোর কে?'

এ কথা শুনে লোকটির আসল স্ত্রী চটে গিয়ে, 'তাহলে, এবার টের পাবি আমি তোর কে? নষ্ট মেয়ে কোথাকার। তোকে আজ আমি শেষ করে ফেলব।' এ কথা বলেই ছদ্মবেশী পেত্নীটার চুলের মুঠো ধরে মারল এক হেঁচকা টান। পেত্নীটাও কম যায় না, পাল্টা তার চুল ধরে টানল, পা চালিয়ে তাকে মারল লাথি। দুই স্ত্রীর চুলাচুলি ও লাথা-লাথিতে ঘরের জিনিসপত্র সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল।

একই চেহারার দুই মহিলার মধ্যে কোনটি যে তার আসল স্ত্রী লোকটি বুঝে উঠতে পারল না। তাই ঝগড়া রত দুই মহিলার কার পক্ষ নেবে ভেবে না পেয়ে সে বোকার মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। পাড়ার লোকজন ছুটে এসে তাদের ঝগড়া থামাল। কিন্তু তারা যখন জানতে পারল একই চেহারার ওই দুই মহিলা স্বামীর দাবি নিয়ে নিজেরা ঝগড়া করছে তখন কীভাবে তারা এই ঝগড়া মেটাবে তা ভেবে কূল কিনারা পেল না।

প্রতিবেশীদের মধ্যে থেকে এক বুড়ো বলল, 'তোদের এ ধরনের সমস্যার কথা আমরা জীবনে কোনদিন শুনিনি। এ ধরনের জটিল সমস্যার সঠিক বিচার করা মানুষের পক্ষে সম্ভব না। একমাত্র ঈশ্বরই এর সঠিক বিচার করতে পারবেন। তাই ঈশ্বরের প্রতিভূ রাজার কাছে গিয়ে এর বিচারের প্রার্থনা করাই সঠিক কাজ হবে।'

বুড়োর কথায় সবাই সায় দিল। দুই মহিলা ও পুরুষ লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে পাড়ার বয়স্ক লোকেরা রাজসভায় হাজির হল। রাজাকে সব ঘটনা জানাল তারা। তাদের সব কথা শুনে রাজা বললেন, 'তোদের এই সমস্যাটা বেশ জটিল। ঈশ্বর ছাড়া মানুষের পক্ষে এর সঠিক বিচার করা সম্ভব নয়। তাই বিচারের ভার ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। তবে ঈশ্বরের কাছে বিচার চাওয়ার আগে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মিটিয়ে নিতে পারলে ভালো হতো। ঈশ্বরের বিচারে অপরাধীর কিন্তু চরম শাস্তি হয়ে যেতেও পারে।'

রাজার কথায় সবাই সম্মতি জানাল। রাজা দুই মহিলাকে ডেকে বললেন, 'দুজনকেই বলছি, ভালো করে ভেবে চিন্তে যে দোষী নিজের অপরাধ স্বীকার করে নাও। তাহলে অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করা হবে।"

রাজার কথা শুনে দুই মহিলার মধ্যে একজন বলে উঠল, 'মহারাজ, সঠিক বিচারই চাই। আমাদের দুজনের মধ্যে যে অপরাধী সে যেন ভস্ম হয়ে যায়। ঈশ্বরের বিচারই হোক।'

'ঠিক আছে, তোরা দুজনই যেখন কেউ অপরাধ স্বীকার করলি না তখন ঈশ্বরের অমোঘ বিচারই হোক'–এ কথা বলে রাজা তাঁর পরিচারকদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে হাঁক দিলে, 'অ্যাই, কে আছিস– দুমুখ খোলা একটি বাঁশের চোঙ নিয়ে আয়। আর মাইবাদের (ওঝাদের) আখড়া থেকে এক মাইবাকে ডেকে নিয়ে আয়।'

রাজার আদেশ মতো পরিচারকরা দুমুখ খোলা একটি বাঁশের চোঙ নিয়ে এলো। মাইবাদের আখড়া থেকেও ডেকে আনা হল এক বুড়ো মাইবাকে। মাইবা রাজসভায় উপস্থিত হয়ে রাজাকে প্রণাম জানিয়ে বলল, 'মহারাজ, কী আজ্ঞা করার জন্য আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?'

রাজা মাইবাকে কী যেন ইশারা করলেন আর মুখে বললেন, 'মাইবা দাদু, এই চোঙটি যাতে ঈশ্বরের শক্তির আধারে পরিণত হয় তার জন্য *লাইনিংথৌ*[৩]-এর নিকট উৎসর্গ করুন।'

রাজার ইশারা বুঝতে পেরে মাইবা বাঁশের চোঙটি হাতে নিয়ে রাজসভার বাইরে গিয়ে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে একটি কলাপাতায় চোঙটিকে নিয়ে আবার রাজসভায় ফিরে এলো। কলাপাতা সুদ্ধ চোঙটি রাজার সামনে রাখল।

'এখন এই চোঙটি ঈশ্বরের শক্তির আধারে পরিণত হয়েছে। এক্ষুণি তোদের বিচার শুরু হবে। তোরা দুজন চোঙটির কাছে গিয়ে দাঁড়াও। শক্ত সবল দুই পরিচারক চোঙটির দুই খোলা মুখের সামনে গিয়ে দাঁড়া।'–বলে রাজা নির্দেশ দিলেন।

রাজার নির্দেশ মতো সব ব্যবস্থা হওয়ার পর রাজা দুই মহিলাকে আবার বললেন, 'তোরা দুজন ভালো করে শুনো, কলাপাতার উপর রাখা চোঙটি ঐশ্বরিক শক্তি সম্পন্ন চোঙ। এই চোঙটির ভেতর দিয়ে যে গলিয়ে যেতে

পারবে সে-ই লোকটির আসল স্ত্রী প্রমাণিত হবে। এবার বল তোদের মধ্যে কে আগে চোঙটির ভেতর দিয়ে গলিয়ে পার হবে?'

ছদ্মবেশী মহিলাটি রাজার কথা শুনেই খুশিতে আপনমনে হাসল আর লোকটির আসল স্ত্রী মনের দুঃখে মুখ ভার করে রইল। ছদ্মবেশী পেত্নীটা কোনো পরোয়ানা না করে বলল, 'মহারাজ, আমিই আগে চোঙটির ভেতর দিয়ে গলিয়ে পার হবো।'

'উত্তর প্রস্তাব, তা-ই করো।' এ কথা বলে রাজা মহিলাটিকে চোঙের ভেতর দিয়ে গলিয়ে পার করাবার সব ব্যবস্থাই করলেন।

মহিলাটি এক পলকে নিজের শরীরের আকার ছোট করে নিয়ে চোঙের ভেতর ঢুকে পড়ল। এই আজব কান্ড দেখে সবাই চমকে উঠল। চোঙের খোলা মুখ দুটো তাড়াতাড়ি শক্ত করে বন্ধ করার জন্য চোঙের দুদিকে দাঁড়ানো দুই পরিচারককে রাজা নির্দেশ দিলেন।

রাজাদেশ পেয়েই দুই পরিচারকও মুহূর্ত দেরি না করে চোঙের মুখ দুটো শক্ত করে বন্ধ করে দিল। চোঙের ভেতর ঢুকে পড়া দুষ্টু পেত্নীটার বেরিয়ে আসার আর কোনো উপায় রইল না। শত লাফ-ঝাপ করেও চোঙের ভেতর থেকে সে আর বের হতে পারল না। চোঙটিকে বাইরে নিয়ে গিয়ে পেত্নীটা সুদ্ধ পুড়ে ফেলার জন্য রাজা আদেশ দিলেন।

রাজার আদেশ শুনে চোঙের ভেতর বন্দি য়েনখা পাউদাবীটা হাউ মাউ করে কেঁদে বলতে লাগল, 'মহারাজ, আমাকে প্রাণে মারবেন না। আমার বড় অন্যায় হয়েছে। আমি য়েনখা পাউদাবী শাইগং পোল্লিবী নামের এক পেত্নী। এই লোকটার প্রেমে পড়ে আমি তার স্ত্রীর রূপ ধারণ করেছিলাম। অধমের অপরাধ ক্ষমা করুন, আমার প্রাণ রক্ষা করুন। এ ধরনের অন্যায় কাজ জীবনে আর কোনদিন করব না।'

এভাবে য়েনখা পাউদাবী রাজার কাছে তার সব অপরাধ অকপটে স্বীকার করায় তাকে ছেড়ে দেবার জন্য রাজা নির্দেশ দিলেন। তাঁর নির্দেশ পেয়ে চোঙে বন্দি য়েনখা পাউদাবীকে ছেড়ে দেয়া হল।

রাজার কাছে সঠিক বিচার পেয়ে সবাই খুশি হল এবং রাজার খুব প্রশংসা করল। এরপর থেকে সেই দম্পতিও কোনো বাধাবিপত্তি ছাড়াই সুখে শান্তিতে বাকি জীবন কাটাল।

*** কপ্তেং– মণিপুরে ব্যবহৃত হাতে সুতা কাটার যন্ত্র বিশেষ। এ যন্ত্রে সুতা কাটার সময় কানার মতো এক করুণ সুর সৃষ্টি হয়।

*** তওত– বাঁশ দিয়ে তৈরি চার বাহুবিশিষ্ট বড় নাটাই'র মতো তাঁতিদের সুতা পেচানোর যন্ত্র বিশেষ।

*** লাইনিংথৌ সনামহী– পরমেশ্বর।

কেইবু কেইওইবা

(কেইবু কেইওইবা)

অনেকদিন আগে থাবাতন নামে অপূর্ব সুন্দরী এক যুবতি ছিল। সাত ভাইয়ের একমাত্র বোন সে। সাত ভাই-ই তাদের ছোট বোন থাবাতনকে খুব স্নেহ করত। সেও ভাইদের খুব ভালোবাসত, তাদের কথা মেনে চলত এবং কখনো অলস হয়ে বসে থাকত না।

থাবাতনের সাত ভাইয়েরই সুঠাম দেহ। কিন্তু অভাবের তাড়নায় তারা একমাত্র বোনকে ইচ্ছে মতো খাওয়াতে পরাতে পারত না। এর জন্য তাদের মনে বড় কষ্ট হতো। তাই কী করে তাদের অভাব অনটন ঘুচিয়ে ছোটবোন থাবাতনকে হাসি খুশিতে রাখবে এনিয়ে তারা ভাবনা চিন্তা শুরু করল। শেষ পর্যন্ত থাবাতনের সাত ভাই ঠিক করল নৌকোয় করে পণ্যসামগ্রী নিয়ে দূর দেশে পাড়ি দেবে তারা। এভাবে অর্থ উপার্জন করে ছোটবোন থাবাতনের দুঃখ কষ্ট দূর করা যায় কিনা তা একবার চেষ্টা করে দেখবে তারা।

সাত ভাই বাণিজ্যে পাড়ি দেবার আগে থাবাতনকে সতর্ক করে বলল, 'আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত কারোর কথায় কখনো দরজা খুলবে না। আমরা ফিরে এসে যেই বলব–

সোনা, সোনা, লক্ষী সোনা,
কথাটি মোদের শোনো।
আমরা তোর সাত ভাই,
দরোজাটি এবার খোলো।
তখনই কেবল দরজা খুলবে।'

থাবাতন যে গ্রামে বাস করত তার অদূরেই বনে কেইবু কেইওইবা নামে পরিচিত এক অদ্ভুত আকৃতির প্রাণী বাস করত। প্রাণীটির মাথা ছিল বাঘের আর শরীর মানুষের মতো। তার নাম শুনলেই সবাই ভয়ে কাঁপত। থাবাতনের বাড়ির কাছেই এক বুড়ি বাস করত। এক রাতে সেই কেইবু কেইওইবা বুড়ির বাড়িতে এসে তাকে ভয় দেখাল। সে গর্জাতে গর্জাতে বুড়িকে বলল–

হুম্ হুম্ হুঁয়াও,
মানুষের গন্ধ পাও।

CamScanner

আমি ক্ষুধায় মরি,
দরজা খোল বুড়ি।

বুড়ি ভয়ে কাঁপতে লাগল। কীভাবে কেইবু কেইওইবার হাত থেকে বাঁচা যায় তারই ফন্দি পাকাতে লাগল। সে বুদ্ধি করে কেইবু কেইওইবাকে বলল, 'অ-কেইবু কেইওইবা! আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি, আমার শরীরের কুচকানো চামড়া খেয়ে তোমার মোটেই ভালো লাগবে না। মানুষের মাংস যদি খাবেই তবে এ পাড়ায় নরম শরীর ও অপূর্ব সুন্দরী এক যুবতি আছে। নাম তার থাবাতন। সাত ভাইয়ের একমাত্র আদরের বোন। এখন ঘরে শুধু সে একা। তার সাত ভাই দূর দেশে বাণিজ্যে গেছে। যাও, তার নরম ও সতেজ শরীরটাই খাও গিয়ে। বুড়ির কথা শুনে কেইবু কেইওইবা খুশি হল এবং দেরি না করে থাবাতনের বাড়ির দিকে ছুটে গেল। সে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বিচ্ছিরি গলায় থাবাতনকে ডেকে দরজা খুলতে বলল।'

তার গলার আওয়াজ শুনে থাবাতন ঘরের ভেতর থেকে জবাব দিল-

চোখের পাতা মেলে না,
হাতের কাঁকন নড়ে না,
আসল-নকল চিনি আমি
দরোজাটি খুলবো না।

কেইবু কেইওইবা থাবাতনের দরজা খোলাতে ব্যর্থ হয়ে বুড়ির বাড়িতে ফিরে এসে বলল, 'বুড়ি, অ চামড়া কুচকানো বুড়ি! থাবাতন দরজা খুলতে রাজি না। বলছে, তার ভাইদের গলার মতো আমার গলা নয়। কী আর করি, আজ তোমাকেই খাব।'

বুড়িও কম যায় না, মুহূর্তে বুদ্ধি খাটিয়ে জবাব দিল, 'এমন করলে থাবাতন দরজা খুলতে যাবে কেন। কেইবু কেইওইবা, তুমি যদি থাবাতনকে দিয়ে দরজা খোলাতে চাও তবে তোমাকে খুব সতর্ক হতে হবে, বুদ্ধি রাখতে হবে। আরেকবার যাও, গিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে এই গানটা গেয়ে তাকে শোনাবে-

সোনা, সোনা, লক্ষী সোনা,
কথাটি মোদের শোনো।
আমরা তোর সাত ভাই,
দরোজাটি এবার খোলো।

তুমি যদি ঠিক মতো গানটা গাইতে পার তাহলেই কেবল থাবাতন দরজা খুলে দেবে। সে দরজা খুলতেই তুমি তাকে ধরে নিয়ে যেও।

কেইবু কেইওইবা আবার খুশি মনে থাবাতনের বাড়ির দিকে ছুটে গেল। দরজায় দাঁড়িয়ে খুব সতর্ক হয়ে সাত ভাইয়ের গলার অনুকরণে সে বুড়ির শেখানো গানটা গেয়ে শোনাল। সে খুব সতর্ক হয়ে গাইলেও তার ভাঙা গলায় গান সাত ভাইয়ের গলার মতো শোনাল না। সাত ভাইয়ের গলার মতো না হওয়াতে থাবাতন দরজা খুলতে রাজি হল না। কেইবু কেইওইবা রাগে গজরাতে গজরাতে সেই বুড়ির বাড়িতে আবার ফিরে এসে তাকে ধমক দিল, 'বুড়ি, আজ তোমাকেই খাব।'

বুড়ি এবার বুঝতে পারল কেইবু কেইওইবার হাত থেকে সে নিস্তার পাবে না। তাই সে কেইবু কেইওইবার সঙ্গী হয়ে থাবাতনের বাড়িতে এসে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সে সাত ভাইয়ের গলার মতো করে সেই গানটা গাইল। তাতেও থাবাতন কোন সাড়া দিল না। তাই বুড়ি নতুন এক ফন্দি এঁটে থাবাতনকে দরজা খোলবার জন্য বলল, 'সোনামণি, আমি তোর বুড়ি দিদা। দরজাটা একবার খোলো সোনা। আমার ছেঁড়া কাপড় সেলাই করতে গিয়ে সূঁচ খুঁজে পাচ্ছি না। তোর সূঁচটা একটু দাও না সোনা।'

থাবাতন ঘরের ভেতর থেকে জবাব দিল, 'ঠিক আছে দিদা। তবে যাই বলো দরজা আমি খুলতে পারব না। দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে সূঁচটা দিচ্ছি, নাও।' এ কথা বলে দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে সূঁচ গলিয়ে দিল।

বুড়িও কম বুদ্ধি রাখে না। থাবাতন দরজা খুলবে না বুঝতে পেরে বলল, 'থাবাতন, দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে তোমার এগিয়ে দেওয়া সূঁচ আমি অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছি না। দরজাটা একটু ফাঁক করে সূঁচটা আমাকে এগিয়ে দিলে আমি তোমার হাত থেকে তা নিয়ে নিতে পারব। সূঁচটা পেলেই আমি চলে যাব।'

বুড়ির কথা শুনে তার প্রতি থাবাতনের দয়া হল– খিলি খুলে দরজা একটু ফাঁক করে সেই না বুড়িকে সূঁচ দেবার জন্য হাত বাড়াল অমনি বুড়ির পেছনে প্রায় দম বন্ধ করে লুকিয়ে থাকা কেইবু কেইওইবা সেই মুহূর্তে থাবাতনের হাত ধরে তাকে ঘর থেকে টেনে বের করল এবং তাকে নিয়ে সে চলে গেল বনে।

CamScanner

নিজের বোকামির জন্য নিজের উপরই রাগ হল থাবাতনের। কেইবু কেইওইবার হাত থেকে তার ছুটে পালাবার কোন সুযোগই নেই। তবে কেইবু কেইওইবা তাকে বনের মধ্যে দিয়ে নিয়ে আসার সময় থাবাতন তার পরিধেয় কাপড় টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে পথে ফেলে এসেছিল যাতে তার ভাইয়েরা সেই কাপড়ের টুকরোর পথ অনুসরণ করে তাকে খুঁজে নিতে পারে।

বেশ কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর থাবাতনের সাত ভাই বাণিজ্য থেকে প্রচুর সোনা, রূপা ও নানা মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে ঘরে ফিরে এলো। তারা এসে দেখল ঘরের দরজা হাঁ করে খোলা রয়েছে। সাত ভাই মিলে ছোটবোন থাবাতনকে ঘরে এবং ঘরের আশপাশে তন্ন তন্ন করে খুঁজল। কিন্তু থাবাতনকে তারা কোথাও খুঁজে পেল না। তখন তাদের সন্দেহ হল থাবাতনকে নিশ্চয়ই কেইবু কেইওইবা ধরে নিয়ে গেছে। থাবাতনের খুঁজে বের হল সাত ভাই।

সাত ভাই থাবাতনকে খোঁজতে গিয়ে বনের পথে তার পরিধেয় কাপড়ের টুকরো পড়ে থাকতে দেখতে পেল। পথে পড়ে থাকা কাপড়ের টুকরোর নিশানা অনুসরণ করে তারা বনের ভেতর এগিয়ে যেতে লাগল। বনের শেষ প্রান্তে তারা একটি কুড়ে ঘর দেখতে পেল। খোঁজ নিয়ে দেখল সেই ঘরেই থাবাতনকে কেইবু কেইওইবা আটকে রেখেছে। বনে কিছুদিন লুকিয়ে থাকার জন্য থাবাতন তার সাত ভাইকে বলল।

এদিকে থাবাতন কেইবু কেইওইবাকে প্রেমের ভান করে বলল, 'কেইবু কেইওইবা! বুড়ি মানুষের গায়ের চামড়া আমাকে এনে দিতে পারবে? আমার বিশেষ দরকার।'

কেইবু কেইওইবা মুহূর্ত দেরি না করে মনের আনন্দে বুড়ি মানুষের চামড়ার খুঁজে বেরিয়ে পড়ল। থাবাতনকে ধরে আনার সময় যে বুড়ি তাকে সাহায্য করেছিল সেই বুড়িকেই মেরে তার গায়ের চামড়া খোলে নিয়ে এলো। থাবাতনকে তার অনুরোধ মতো বুড়ির চামড়া এনে দিতে পেরে কেইবু কেইওইবা ভারী খুশি।

দু একদিন পর কেইবু কেইওইবার কাছে থাবাতন আবার বাঁশের চোঙে ভরে আনা নদীর জল পান করার ইচ্ছে প্রকাশ করল। সে কেইবু কেইওইবাকে দু মুখ খোলা একটি বাঁশের চোঙ দিল। কেইবু কেইওইবাও দেরি না করে দু মুখ খোলা সেই বাঁশের চোঙটা হাতে নিয়ে মনের খুশিতে জল তুলতে নদীর দিকে

ছুটে গেল।

আর সেই মুহূর্তে থাবাতন কী করল! প্রথমে কেইবু কেইওইবার কুড়ে ঘরটাতে আগুন লাগাল। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা আগুনে কেইবু কেইওইবার এনে দেওয়া বুড়ির গায়ের চামড়া ফেলে দিল। তারপর বনের যে স্থানে তার ভাইয়েরা লুকিয়ে ছিল সে দিকে ছুটে গেল এবং সাত ভাই ও থাবাতন বাড়ির দিকে পড়ি কি মরি করে ছুটতে লাগল।

ওদিকে কেইবু কেইওইবা অনেকক্ষণ ধরে দু মুখ খোলা বাঁশের চোঙে নদীর জল ভরার জন্য বার বার চেষ্টা করতে লাগল। নদীর পাড়ের এক গাছের ডালে বসে এক কাক কেইবু কেইওইবার এইসব বোকামির কান্ড লক্ষ্য করছিল। সে আর সহ্য করতে পারল না। কা কা করে ডাকতে ডাকতে কেইবু কেইওইবাকে টিটকারি দিয়ে বলতে লাগল–

চোঙের দুই মুখ খোলা
তুমি কেমন ভোলা!
বউটি গেছে দূরে
ঘরটি গেল পুড়ে।

কাকটি বার বার এভাবে ডেকে যাওয়ায় কেইবু কেইওইবার মনে খটকা লাগল। বাড়ির দিকে মুখ ফিরে তাকাতেই সে দেখতে পেল তার ঘর দাউ দাউ করে জ্বলছে। তা দেখে সে হাতের চোঙটি ফেলে দিয়ে এক দৌড়ে ছুটে এলো। ঘরে পৌঁছে সে দেখতে পেল আগুনে মানুষের চামড়া জ্বলছে। তা দেখে থাবাতনের শরীর আগুনে জ্বলছে ভেবে কেইবু কেইওইবা দেরি না করে ঝাপিয়ে পড়ল জ্বলন্ত আগুনে। মানুষের অনিষ্টকারী বুড়ির সাথে সাথে কেইবু কেইওইবাও আগুনে পুড়ে মারা গেল।

এদিকে থাবাতন ও তার সাত ভাই নির্বিঘ্নে বাড়িতে এসে পৌঁছল। সাত ভাইয়ের আদর যত্নে থাবাতনের বাকি জীবন কাটল সুখ স্বাচ্ছন্দ্যেই।

CamScanner

ভাই ও দিদি
(মচিন-মৌপা)

অনেকদিন আগের কথা। এক গ্রামে এক যুবতি বিধবা বাস করত। তার স্বামী তিন তিনটি ছোট বাচ্চা রেখে অসময়ে মারা গেল। অসহায় বিধবা মহিলাটি বাজারে শাক-সবজি বিক্রি করে কোন রকমে ছোট ছেলে মেয়েদের খাইয়ে পরিয়ে বড় করার চেষ্টা করছিল। বড় মেয়েটি থালা-বাসন মেজে ঘরের কাজে মাকে সাহায্য করত। তার ছোট দুজনই ভাই। সবার ছোটটি দুধের শিশু।

একদিন তাদের মা বাজারে গিয়ে রাতে ঘরে ফিরে না আসায় ছোট দুই ভাই খুব কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছিল। 'কাঁদবে না লক্ষ্মী ভাইয়েরা, মা এক্ষুনি এল। মা তোদের জন্য বাজার থেকে নিশ্চয়ই মন্ডামিঠাই কিনে আনবে।'–এসব কথা বলে মেয়েটি দুই ভাইকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল। তবুও বাচ্চা দুটো কান্না থামাল না।

বাজার থেকে মা ফিরে না আসায় দুই বাচ্চার কান্না শুনে খিড়কি দুয়ারে কানপাতা এক পেত্নী খুশি হয়ে আপন মনে ভাবল, 'সত্যি, আজ বড় খুশির দিন। মার অনুপস্থিতির সুযোগে তিন ভাই-বোনকে ঘাড় মটকে খাব। অনেকদিন হল মানুষের মাংস খাওয়া হয়ে ওঠেনি। আজ খাব মনের সুখে। আহা! কী স্বাদই না হবে! কচি কচি বাচ্চা, নাদুস নুদুস শরীর।' সুযোগের অপেক্ষায় সে বেশ কতক্ষণ ওৎপেতে রইল।

ওদিকে কী হল। তাদের যুবতি মা বাজারে গিয়ে তার এক প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে গেল। ফলে রাত গড়িয়ে গেলেও সে আর ঘরে ফিরে এল না। মা ফিরে না আসায় বাচ্চা দুটোর কান্না বেড়েই গেল। দিদি তাদের কিছুতেই আর থামাতে পারল না। তখন থেকে ওৎপেতে থাকা খিড়কি দরজায় কানপাতা সেই পেত্নীটা সেই সুযোগে তাদের মায়ের রূপ ধরে দরজায় কাড়া নেড়ে বলল, 'মামণি, আমি এসেছি, দরজাটা খোল।'

মায়ের গলার স্বর চেনা বড় মেয়েটি বলল, 'মার গলার আওয়াজের মতো না, দরজা খুলতে পারব না।'

বড় বাচ্চাটি বলে উঠল, 'দিদি, মা এসেছে এবার দরজাটা খোল।'

'মা নয়, দরজা খুলব না' বলে মেয়েটি দরজা খুলল না।

পেত্নীটা ঘরের দরজায় বেশ কিছুক্ষণ কড়া নেড়েও দরজা না খোলায় জানালা ভেঙে সে ঘরে ঢুকল। 'বাচ্চাটা কাঁদছে আমাকে দাও'–এ কথা বলেই পেত্নীটা কাঁদতে থাকা ছোট বাচ্চাটিকে মেয়েটির কোল থেকে কেড়ে নিল। পেত্নীটা যে তাদের মা নয় তা বুঝতে পেরে মেয়েটা ভয়ে সিঁটিয়ে রইল।

পেত্নীটা বাচ্চাটাকে কোলে নিয়েই তার হাত ভেঙে কড়মড় করে দাঁতে কামড় দিয়ে খেতে শুরু করল। তাতে বড় বাচ্চাটি আবদার করে বলল, 'মা, তুমি কী খাচ্ছ? আমাকেও দাও না, আমিও খাব।'

'তুই খেতে পারবি না। বাজার থেকে কিছু পদ্মবীজ কিনে এনেছি, এগুলোই খাচ্ছি।' –এ কথা বলে বাচ্চাটাকে বোঝ দিল। মেয়েটা মনে মনে স্থির করল– পেত্নীটা কোলের বাচ্চাটাকে তো খেয়েই ফেলল। বড়টির আর আমার প্রাণ বাঁচানোর জন্য মুহূর্ত দেরি না করে এক্ষুনিই এখান থেকে পালাতে হবে। তাই বড় বাচ্চাটিকে পিঠে তুলে নিয়ে ঘরের দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে বের হল আর প্রাণপণে ছুটতে লাগল।

পেত্নীটা মনের আনন্দে ছোট বাচ্চাটিকে খাওয়া শেষ করে আরেকটা খাওয়ার জন্য পেছন ফিরে তাকাতেই দেখল, ভাই-বোন দুজনই উধাও। ওরা পালিয়েছে বুঝতে পেরে সে তাদের পিছু ধাওয়া করল। দুই ভাই-বোন গ্রামে ঢুকে এক বাড়িতে আশ্রয় নেওয়ায় প্রাণে বেঁচে গেল।

পরদিন সকালে কয়েকজন গ্রামবাসী দুই ভাই-বোনকে তাদের মায়ের নতুন স্বামীর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেল। মাকে পেয়ে বাচ্চা দুটো খুশিতে 'মা' বলে তার কাছে ছুটে গেল।

'কাদের ছেলে মেয়ে কে জানে! আমাকে আবার মা বলে সম্বোধন করছে। আমার কোন সন্তান নেই। খবরদার, আমাকে মা বলে ডাকবে না।' –এ কথা বলে মা তাদের এড়াতে চাইল।

CamScanner

এসব দেখে তাদের মার নতুন স্বামী ক্ষেপে গেল। সে বলল, 'তুমি যে বলেছিলে তোমার কোন সন্তান নেই, আর এখন দেখছি দু-দুটো বাচ্চা মা বলে তোমার কাছে ছুটে এসেছে। মনে হচ্ছে তুমি কিছু কথা আমার কাছে গোপন রেখেছ।'

'ঠিক আছে, আমার সন্তান কিনা তা যাচাই করে দেখা যাক।' –এ কথা বলে মা একটি মুষল এনে বলল, 'যে এটি ঘরের চালের উপর দিয়ে ছুঁড়ে মারতে পারবে সে আমার সন্তান আর যে পারবে না সে আমার সন্তান নয়।'

মায়ের কথাশুনে মেয়েটি চোখের জলে ঈশ্বরকে স্মরণ করে মুষলটিকে প্রাণপণে জোরে ছুঁড়ে মারল। মুষলটি ঘরের চালের উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে ওপাড়ে পড়ল। কিন্তু ছোট ভাইটি দুর্বল হাতে মুষলটিকে ঘরের চালের উপর দিয়ে ছুঁড়ে মারতে পারল না। তাই মা মেয়েটিকে নিজের সন্তান বলে গ্রহণ করলেও ছোট ছেলেটিকে নিজের সন্তান নয় বলে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিল। ভাইটিকে তাড়িয়ে দেওয়ায় মেয়েটি মনের দুঃখে খুব করে কাঁদল। ভাইকে কিছু খাবার দিতে গিয়ে মেয়েটি মায়ের বকা খেল। তাই মার অজান্তে গোপনে সে ভাইটিকে অল্প অল্প করে চাল দিয়ে সাহায্য করতো।

একদিন ছেলেটি দিদির দেওয়া চাল নিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে রান্না করে খাবার জন্য যাচ্ছিল। পথে পা পিছলে পড়ে গিয়ে হাতের সব চাল মাটিতে ছিটকে পড়ল। মাটিতে ছিটকে পড়া চাল কুড়াতে গিয়ে সে দেখল, কোত্থেকে 'ওয়াবা চেঙজাবা' নামে এক পাখি এসে সব চাল মুহূর্তে খেয়ে ফেলল। ছেলেটি কাঁদতে কাঁদতে দিদির কাছে ফিরে গিয়ে তাকে সব ঘটনা জানাল। দিদি তাকে আবার কিছু চাল দিয়ে দিল। মনের খুশিতে সেই চাল নিয়ে আসার পথে ঠিক আগের জায়গায় এসে পা পিছলে আবার তার হাতের চাল মাটিতে পড়ে গেল। এবারও ওয়াবা চেঙজাবা পাখি এসে সব চাল খেয়ে ফেলল।

এবার ছেলেটি রাগে ক্ষেপে গেল। দিদির কাছে গিয়ে আর চাল চাইতে সাহস হল না। সারাদিন না খেয়েই কাটাল সে। পরদিন দিদিকে ঘটনাটা বলায় দিদি তাকে চালের সঙ্গে তার লম্বা তিনটি চুল দিল ও ওয়াবা পাখি ধরার কায়দা শিখিয়ে দিল।

ছেলেটি তার দিদির লম্বা চুল তিনটিকে ফাঁদ হিসেবে পেতে সেখানে কিছু চাল ছিটিয়ে দিল। তখন ওয়াবা চেঙজাবা পাখিটা সেখানে এসে চাল কুড়িয়ে খেতে গিয়ে পায়ে চুলগুলো জড়িয়ে গেল। সে আর হাঁটতে পারল না, ফাঁদে আটকা পড়ল। সে মুহূর্তে ছেলেটি আড়াল থেকে বের হয়ে বলল, 'ওয়াবা চেঙজাবা, আজ তুমি উপযুক্ত সাজা পাবে। আমার হাতে ধরা পড়ে গেছ। এতদিন তুমি আমার চাল খেয়ে ফেলতে, আজ তোমার রক্ষে নেই। তোমার দুটো পা দিদির ভাগে, শরীরের অংশটা আমার, আজ টের পাবে বাছাধন।'

ছেলেটার কথাশুনে ওয়াবা পাখিটা বলল, 'লক্ষ্মী ছেলে! তুই আমাকে প্রাণে মারবি না। আমি তোকে সাহায্য করতে এসেছি। তোরা দুই ভাই বোনে যে কী কষ্টে আছিস তা আমি সব জানি। আমি তোদের দুঃখ দূর করবই। তোরা যা চাস সব দিতে পারে এমন একটি জাদুর পাথর তোকে আমি দিচ্ছি। এই জাদু পাথরের গুণে তোদের আর কোন কিছুর অভাব থাকবে না।' এ কথা বলে ওয়াবা চেঙজাবা পাখি তার ঠোঁটের ভেতর থেকে একটা উজ্জ্বল পাথর বের করে ছেলেটিকে দিল।

'ওয়াবা চেঙজাবা, আমি তোমার সব কথা বিশ্বাস করি না। তুমি এক্ষুনি যেতে পারবে না। তুমি যা বলেছ তা সত্য না মিথ্যা আগে যাচাই করে নিই। সত্যি হলে তোমাকে ছেড়ে দেব, মিথ্যে হলে রক্ষে নেই কিন্তু।' –এ কথা বলে ছেলেটি দুটো বড় পাতা মাটিতে পেতে তার উপর জাদু পাথরটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'নানা সুস্বাদু ব্যঞ্জন সহ দু থাল ভাত ও দুই সেট নতুন সুন্দর পোশাক চাই। মুহূর্তের মধ্যে পাতা দুটোর উপর নানা ব্যঞ্জন সহ দু থাল ভাত ও দুই সেট নতুন পোশাক এসে গেল।

জাদু পাথরের গুণে পাওয়া খাবার ও পোশাকগুলো ওয়াবা পাখিকে পাহারায় রেখে ছেলেটি দিদির কাছে ছুটে গিয়ে অদ্ভুত খবরটা দিল। খবরটা পেয়েই ভাইকে নিয়ে দিদি ছুটে এল ওয়াবা পাখির কাছে। এসেই সে ভাইয়ের হয়ে ওয়াবা পাখির কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল এবং তাকে ছেড়ে দিল। ওয়াবা চলে যাবার পর দুই ভাই-বোন জাদু পাথরের কল্যানে পাওয়া খাবার তৃপ্তি ভরে খেল আর নতুন পোশাক পরে সে স্থান ত্যাগ করে চলে গেল।

CamScanner

তারা দুজনে হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর চলে এল। এক সময় তারা জন মানবহীন এক বিস্তৃর্ণ সমতল ভূমিতে এসে পৌঁছল। সেই জায়গায় বাড়ি-ঘর তৈরি করে বাস করবে বলে তারা স্থির করল। সঙ্গে জাদু পাথরটা বের করে দুই ভাই-বোনে যা চাই সব বলে মাটিতে ছুঁড়ে মারল। মুহূর্তের মধ্যে তাদের চাহিদা অনুযায়ী রাজপ্রাসাদের মতো এক বিরাট বাড়ি, ধান ভরা গোলা, ঘোড়া ভরা ঘোড়াশাল, গরুভরা গোয়াল, সোনার তাল, রূপার সামগ্রী সহ সবকিছুতে জায়গাটা ভরাট হল। তারা প্রাসাদে ঢুকে এই সব ধন সম্পত্তির মালিক বনে গেল।

কিছুদিনের মধ্যে দুই ভাই-বোন আশ পাশের বিভিন্ন স্থান থেকে গরিব-দুঃখি মানুষদের ডেকে এনে পোশাক-আশাক, খাবার-দাবার, সোনা-দানা দিয়ে এবং সুন্দর বাড়ি ঘর বানিয়ে তাদের সেখানে বসতি স্থাপন করাল। দেখতে দেখতে কিছুদিনের মধ্যে লোকজন পরিত্যক্ত নির্জন অঞ্চলটা ধনে জনে ভরপুর সুখী মানুষের বসতিপূর্ণ এক রাজ্যে জড়ো হতে লাগল। দুই ভাই বোনের দরদী মন ও উদার হস্তে দীন দুঃখিদের সাহায্য করায় কেউ আর সে স্থান ছেড়ে যেতে চাইল না। সবাই সেখানে বসতি স্থাপন করে রয়ে গেল। দুই ভাই বোনের গুণপনা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল।

ওদিকে কী হল। নিজের সন্তানকে আশ্রয় না দেওয়া মা ও তার দ্বিতীয় স্বামীর অর্থ উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রচন্ড অভাব অনটনের মধ্যে তাদের দিন কাটছিল। তারাও গরিবের বন্ধু দুই ভাই-বোনের কীর্তির কথা শুনে নিজেদের অভাব দূর করার আশায় সেখানে যাবে বলে স্থির করল। পথে খাবার জন্য কিছু চাল-ডাল সঙ্গে নিয়ে তারা হাঁটা পথে রওনা দিল।

অনেক দূর পথ হেঁটে অতি কষ্টে তারা সেখানে গিয়ে পৌঁছল। অতি মনোরম প্রাসাদ, গরু-ঘোড়ায় ভরা গোশালা-ঘোড়াশাল, ভরা ফলের বাগান, মাছভরা পুকুর সব কিছু দেখে স্বামী-স্ত্রী দুজনের বিস্ময়ের সীমা রইল না। রাজপ্রাসাদের মতো সুন্দর প্রাসাদটির প্রধান ফটকের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই প্রহরীরা তাদের আন্তরিক আপ্যায়ন করল। তাদের আদর যত্ন করে বিশ্রামের জন্য নিয়ে গেল বিশ্রামাগারে। তাদের যত্ন করে খাওয়াল ও সোনা-দানা, পোশাক-আশাক ও

খাদ্য সামগ্রী পর্যাপ্ত পরিমাণে দান করল।

এক সময় দর্শনার্থীদের সঙ্গে দেখা করতে এবং যারা চলে যাবে তাদের বিদায় জানাতে প্রাসাদ থেকে দুই ভাই-বোন বেরিয়ে এলো। এক এক করে তারা দর্শনার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে লাগল। দীর্ঘদিন বিচ্ছেদ হওয়া তাদের জন্মদাত্রী মাকে লোকের ভিড়ের মধ্যে দেখতে পেল। ছেলেটি খুশিতে ছুটে গিয়ে মা বলে তাকে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু মা লজ্জায় ছেলের ডাকে সাড়া দিতে পারল না। দু-তিনবার ডেকেও সাড়া না পেয়ে রাগে মায়ের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'সন্তানের প্রতি স্নেহ-মমতাহীন তুমি কেমন মা! যেদিন অন্যের বাড়িতে তোমাকে মা বলে ডেকেছিলাম সেদিনও তুমি আমাকে তোমার সন্তান নয় বলে ফিরিয়ে দিয়েছিলে। আর আজ আমার নিজ বাড়িতে তোমাকে পেয়ে খুশি হয়ে মা বলে ডাকলাম। আজও তুমি সন্তানের ডাকে সাড়া দিলে না। তোমার বুকটা বড়ই কঠোর।'—এ কথা বলে প্রহরীদের ডেকে আদেশ দিল মাকে ধরে হাজতে পোরে দেবার জন্য আর বিচারে যাতে তার উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয়।

রাগ কমার পর দিদির অনুরোধে মা ও মার স্বামীকে বাড়িতে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করল। তাদের হাতির পিঠে চড়িয়ে আর সঙ্গে প্রচুর সোনা-দানা, ধান-চাল বোঝাই বেশ কয়েকটা ঘোড়ার গাড়ি ও গরুর গাড়ি পাঠাল।

কিন্তু চরম লজ্জা ও অপমানে অসুস্থ হয়ে মা বাড়িতে পৌঁছতে পারল না, পথেই মারা গেল। মার দ্বিতীয় স্বামী প্রচুর ধন সম্পদ নিয়ে বাড়িতে ফিরে এলেও মার সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়া সন্তানদের প্রতি সে যেভাবে অমানবিক আচরণ করেছিল সেইসব কথা মনে করে দুঃখ ও যন্ত্রণায় অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং কিছুদিনের মধ্যে সেও মারা গেল।

ওদিকে দুই ভাই-বোন বিয়ের উপযুক্ত হলে যথাসময়ে ভিন রাজ্যের রাজকন্যা ও রাজকুমারের সঙ্গে তাদের বিয়ে হল। ভাই হল তার গড়া রাজ্যের রাজা আর দিনি হল আরেক রাজ্যের রানি। তাদের বাকি জীবন কাটল মহাসুখে।

CamScanner

শন্দ্রেম্বী চাইশ্রা

(শন্দ্রেম্বী চাইশ্রা)

অনেকদিন আগের কথা, এক রাজপারিষদের ছিল দুই বউ। বড় বউয়ের নাম য়াংখুরেইমা আর ছোট বউয়ের নাম শাংখুরেইমা। বড় বউ শন্দ্রেম্বী নামে এক মেয়ে জন্ম দিল আর ছোট বউও জন্ম দিল এক মেয়ে, নাম চাইশ্রা।

য়াংখুরেইমার মেয়ে শন্দ্রেম্বী ছিল অপূর্ব সুন্দরী। শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্যই নয়, তার স্বভাবটাও ছিল ভারি মিষ্টি ও নম্র। তাই সবাই তাকে ভালোবাসত। আর শাংখুরেইমার মেয়ে চাইশ্রা যেমন দেখতে ছিল কুৎসিত, তেমনি কুটিল স্বভাবের। চাইশ্রা ও তার মা, শন্দ্রেম্বী ও তার মাকে বড়ই ঈর্ষা করত।

শন্দ্রেম্বী ও চাইশ্রার বাবার অকাল মৃত্যুতে তাদের পরিবারে নেমে এসেছিল চরম দারিদ্র। শেষ পর্যন্ত তাদের দুই মা বন থেকে জ্বালানী কাঠ জোগাড় করে এবং *লোং*[১] দিয়ে খাল-বিল থেকে মাছ ধরে সেগুলো বাজারে বিক্রি করে কোনো রকমের সংসার চালাত। এত কষ্ট করে বাঁচার সংগ্রামের মধ্যেও কী করে শন্দ্রেম্বী ও তার মার অনিষ্ট করা যায়– চাইশ্রা ও তার মা সেই মতলবে ছিল।

এদিন শন্দ্রেম্বী ও চাইশ্রার মা লোং নিয়ে বিলে মাছ ধরতে গেল। প্রতি খেপেই শন্দ্রেম্বীর মার লোং-এ প্রচুর মাছ ধরা পড়ছিল। আর চাইশ্রার মার লোং-এ কেবল ধরা পড়ছিল সাপ। বেলা গড়িয়ে যাওয়ায় দুই সতীন বাড়ির দিকে পা বাড়াল। পথে পরিশ্রান্ত হয়ে এক আম গাছের নিচে বিশ্রাম নেয়ার জন্য বসে পড়ল দুজনে। গাছে অনেক পাকা আম রয়েছে দেখে চাইশ্রার মা গাছে উঠে পড়ল। বেছে বেছে পাকা ও সুস্বাদু আম পেড়ে শন্দ্রেম্বীর মার জন্য নিচে ফেলে দিল। সুস্বাদু আমগুলো শন্দ্রেম্বীর মা ভারী তৃপ্তি পেল। চাইশ্রার মা জিজ্ঞেস করল, 'দিদি, আমগুলো খেতে কেমন লাগছে?'

– ভারি স্বাদ! আরো কয়েকটা পেড়ে দাও না।

– আরো সুস্বাদু আম পেড়ে দিচ্ছি তোমাকে। এবার চোখ বোজে মুখটা হাঁ করে উপরে তুল।

কথামতো শন্দ্রেম্বীর মা আমের লোভে চোখ বোজে মুখ তালে হাঁ করে রইল। চাইশ্রার মা এবার পাকা আমের পরিবর্তে তার কোমরে বাঁধা মাছের *তুঙ্গোল*[২] এ রাখা সাপগুলো সতীনের হাঁ করা মুখের উপর ঢেলে দিল। সাপগুলোর কামড়ে শন্দ্রেম্বীর মা তৎক্ষণাৎ মারা গেল। চাইশ্রার মা গাছ থেকে নেমে শন্দ্রেম্বীর মার মৃতদেহ টেনে নিয়ে জলে ফেলে দিল আর নির্দ্বিধায় তার মাছ ভরা তুঙ্গোলটি নিয়ে বাড়িতে ফিরে এল।

সৎমাকে একা ফিরতে দেখে শন্দ্রেম্বী তার মার খোঁজ নিল। সৎমা বলল, 'তোর মাকে কত করে বলেছি, দিদি, সন্ধ্যে হয়ে গেছে বাড়ি চল। না, সে কিছুতেই রাজি হল না। আরো নাকি মাছ ধরবে। তাই একা রয়ে গেল বিলে।'

মার ফেরার অপেক্ষায় শন্দ্রেম্বী বসে রইল। রাত গড়িয়ে গেল। তবু মা ঘরে ফিরল না। মায়ের ফেরার অপেক্ষায় বসে থেকে রাতে তার আর খাওয়া হল না। অনেক রাত অবধি বসে মার অপেক্ষা করে শেষে সে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু মায়ের চিন্তায় তার ঘুম এলো না। সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদতে লাগল। শেষ রাতে এক পলক ঘুমিয়ে পড়ল।

সে স্বপ্নে দেখল মা তাকে বিলাপ করে বলছে, 'মামণি, তুই আমার ঘরে ফেরার অপেক্ষায় বসে রয়েছিস। এদিকে তোর সৎমা আমার মুখে পাকা আম ফেলে দেবার নাম করে তার তুঙ্গোল থেকে আমার মুখে সাপ ঢেলে দিয়েছে। সাপের কামড়ে আমি মরে গেছি। আমার প্রাণ কচ্ছপ হয়ে বিলের জলে রয়েছে। ভোরে তুই একটি লোং নিয়ে বিলে এসে জলে খেপ দিবি। আমি কচ্ছপের রূপ নিয়ে তোর লোং-এ ধরা দেব। তুই এই কচ্ছপকে বাড়িতে এনে একটি জলপাত্রে পাঁচদিন জিইয়ে রেখে দিবি। পাঁচ দিনের মাথায় আমি তোর মা হয়ে আবার জিইয়ে উঠব।'

স্বপ্নের কথা মতো ভোর হতেই শন্দ্রেম্বী একটি লোং হাতে নিয়ে বিলে গিয়ে জলে খেপ দিতে লাগল। প্রথমে একটি লেটা মাছ ধরা পড়ল। 'হে লেটা মাছ, তোকে ধরার জন্য আমি লোং খেপ দিইনি। কচ্ছপের রূপ নেওয়া মাকে ধরার জন্যই খেপ দিচ্ছি।' এ কথা বলে সে লেটা মাছটাকে ছেড়ে দিল।

তার লোংয়ে যেসব মাছ ধরা পড়ল সবগুলোকে ছেড়ে দিল সে। শেষে ধরা দিল কচ্ছপের রূপ নেওয়া তার মা। কচ্ছপটিকে কোমরে তার পরিধেয় *ফানেক*[৩] এ জড়িয়ে সবার চোখ এড়িয়ে বাড়িতে নিয়ে এলো।

লোং হাতে ঘরে ফিরতে দেখে 'কেমন মাছ ধরেছে সৎমা জানতে চাইল।'

'আমি ঠিকমতো লোং খেপ দিতে পারিনা। তাই একটিও মাছ ধরা পড়েনি।' এ কথা বলে সে তার মাছের তুঙ্গোলটি উল্টিয়ে দেখাল। তার কোমরে ফানেকে জড়িয়ে রাখা কচ্ছপটি দেখে ফেলবে বলে বড়ই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। ভাগ্যিস, এটি সৎমার চোখ এড়িয়ে গেল।

'যাও রান্না চড়াও গিয়ে'–এ কথা বলে সৎমা অন্যত্র চলে গেল। ঘরে ঢুকে কেউ দেখছে না ভেবে শন্দ্রেম্বী তার ফানেকে জড়িয়ে আনা কচ্ছপটি বের করে জলপাত্রে ছেড়ে দিল। মনে মনে ভাবল বাঁচা গেল।

কিন্তু চাইশ্রা আড়াল থেকে সবকিছু দেখে ফেলল। তার মাকে সব কথা জানাল সে। 'তাহলে তুই কাল সকালে শন্দ্রেম্বীদির জলপাত্র থেকে জল খাবে বলে বায়না ধরবি। জলপাত্র থেকে জল নিতে গেলে সেখানে যে কচ্ছপ আছে তা জানা হয়ে যাবে।' একথা বলে মা চাইশ্রাকে শিখিয়ে দিল।

পরদিন সকালে চাইশ্রা মার শেখানো মতো শন্দ্রেম্বীর জলপাত্র থেকে জল খাবার জন্য আবদার করল। চাইশ্রার মা শন্দ্রেম্বীকে জল খাওয়াতে বলল। শন্দ্রেম্বী জল দিতে উঠতেই চাইশ্রা বায়না ধরল সে নিজের হাতে দিদির জলপাত্র থেকে জল নিয়ে খাবে। শন্দ্রেম্বী পড়ল মহাসংকটে।

সৎমা বলল, 'জেদি মেয়ে তো, কী আর করবে? দাও, নিজের হাতে জল খেতে দাও।' এ কথার কী জবাব দেবে ভেবে না পেয়ে শন্দ্রেম্বী চুপ করে বসে রইল।

এ ফাঁকে চাইশ্রা নিজেই দিদির জলপাত্র থেকে জল নিয়ে খেল আর জলপাত্র থেকে কচ্ছপটা তুলে আনল। তা দেখে খুশি হয়ে কচ্ছপটিকে রান্না করার জন্য চাইশ্রার মা শন্দ্রেম্বীকে বলল। নিরুপায় হয়ে সে কচ্ছপটিকে একটি জল ভরা হাঁড়িতে জ্যান্ত সেদ্ধ করতে শুরু করল।

আগুনের তাপে ক্রমে উত্তপ্ত হাঁড়ির জলে কষ্ট পেয়ে কচ্ছপের রূপ নেওয়া শন্দ্রেম্বীর মা করুণ সুরে বলে উঠল, 'শন্দ্রেম্বী, তোর মার প্রাণ হাঁটু অবধি উঠে এসেছে।' এ কথা শুনে শন্দ্রেম্বী উনুনের জ্বলন্ত লাকড়িগুলো টেনে বের করল ও কাঁদতে লাগল।

তার এই কান্ড দেখে চাইশ্রা ছুটে গিয়ে মাকে জানাল। সৎমা দৌড়ে এসে শন্দ্রেম্বীর গায়ে জ্বলন্ত লাকড়ির ছ্যাঁকা দিল। কাঁদতে কাঁদতে শন্দ্রেম্বী আবার

উনুনে লাকড়ি ঠেলে দিল। কিছুক্ষণ পর উত্তপ্ত হাঁড়ির ভেতর থেকে কচ্ছপটি বলে উঠল, 'শন্দ্রেম্বী, তোর মার প্রাণ কোমর অবধি উঠে এসেছে।' শন্দ্রেম্বী চোখের জলে উনুন থেকে জ্বলন্ত লাকড়িগুলো টেনে বের করল। চাইশ্রার মাও তৎক্ষণাৎ তার গায়ে আগুনের ছ্যাঁকা দিল। শন্দ্রেম্বী বাধ্য হয়ে উনুনে আবার লাকড়ি ঠেলে দিল। হাঁড়ির ভেতর থেকে কচ্ছপটি আবার করুণ সুরে বলল, 'শন্দ্রেম্বী, তোর মার প্রাণ বুক অবধি উঠে এসেছে, গলা অবধি পৌঁছে গেছে, এবার আমার সব শেষ হয়ে গেল রে।' এভাবে শন্দ্রেম্বী চোখের জলে বাধ্য হয়ে কচ্ছপরূপী তার মাকে সেদ্ধ করে ফেলল। সেদ্ধ করা কচ্ছপের মাংস সে খেল না। কিন্তু চাইশ্রা ও তার মা চেটেপুটে কচ্ছপের মাংস খেল। মাংসের হাঁড়গুলোকে সে পিছ দুয়ারে ফেলে দিল।

রাতে স্বপ্নে দেখা দিয়ে তার মা শন্দ্রেম্বীকে বলল, 'শোন মামণি, আমি যে কচ্ছপের রূপ নিয়েছিলাম এর হাঁড়গুলোকে সংগ্রহ করে কাপড়ে জড়িয়ে একটি বাক্সে মুখ বন্ধ করে সাতদিন রেখে দিবি। সাতদিনের মাথায় আমি আবার মানুষ হয়ে জিইয়ে উঠব।'

স্বপ্নে বলা মার কথা মতো শন্দ্রেম্বী সব করল। কিন্তু ছ'দিনের মাথায় বাক্সের ভেতর কাপড়ে জড়িয়ে রাখা হাঁড়গুলোর কী অবস্থা হল তা দেখার জন্য শন্দ্রেম্বীর বড় কৌতুহল হল। তাই নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে বাক্সের মুখ খুলে যেই না হাঁড়গুলো দেখতে গেল অমনি মানুষের রূপ নিতে ব্যর্থ হয়ে তার মা চড়ুই পাখি হয়ে উড়ে গেল।

দিন কেটে যায়। একসময় শন্দ্রেম্বী ও চাইশ্রা দুজনই পূর্ণ যুবতি হয়ে উঠল। একদিন বিকেলে শন্দ্রেম্বী কাঁখে মাটির কলস আর চাইশ্রা পিতলের কলস নিয়ে জল তুলতে নদীর ঘাটে গেল। ঠিক সেই সময় রাজ্যের রাজা দলবল নিয়ে শিকার থেকে ফিরছিল। নদীর ঘাটে অপূর্ব সুন্দরী শন্দ্রেম্বীকে দেখেই রাজা তার প্রেমে পড়ল। তিনি বললেন, 'পিতলের কলস কাঁখে মেয়েটি নয়, আমার পছন্দ মাটির কলস কাঁখে মেয়েটি।'

এ কথা শুনে চাইশ্রা মনে বড় দুঃখ পেল। ঘরে ফিরেই তার দুঃখের কথা জানাল মাকে। মায়ের ব্যবস্থা মতো পরদিন চাইশ্রাকে মাটির কলস আর শন্দ্রেম্বীকে পিতলের কলস দিয়ে আবার জল তুলতে নদীর ঘাটে পাঠাল।

সেদিনও রাজা ঘোড়ায় চড়ে নদীর ঘাটে এসে উপস্থিত হলেন। এবার রাজা

CamScanner

বললেন, 'মাটির কলস কাঁখে মেয়েটি নয়, আমার পছন্দ পিতলের...'। একথা বলেই রাজা শন্দ্রেম্বীকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিল ও রাজবাড়ির দিকে ছুটে গেল।

রাগে অপমানে হাতের কলস ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চাইশ্রা ঘরে ফিরে গেল এবং মাকে সব ঘটনা জানাল। মা ও মেয়ে দুজনে ঈর্ষায় জ্বলতে লাগল। ওদিকে রাজার সঙ্গে শন্দ্রেম্বীর ঘটা করে বিয়ে হল। তাকে করা হল রাজ্যের পাটরানি। আনন্দ ও প্রাচুর্যে তার জীবন কাটতে লাগল। স্বাভাবিক নিয়মে শন্দ্রেম্বীর কোল ভরে এলো ফুটফুটে এক ছেলে। এসব খবর পেয়ে চাইশ্রা ও তার মা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরল।

কী করে শন্দ্রেম্বীর ক্ষতি করা যায় এই চিন্তায় মা ও মেয়ের ঘুম কেড়ে নিল। শেষে তারা ফন্দি এঁটে শন্দ্রেম্বীকে বাড়িতে আসার জন্য নিমন্ত্রণ পাঠাল। গয়নাগাটি পরে সেজেগুজে পালকিতে চড়ে শন্দ্রেম্বী একাই নিমন্ত্রণ খেতে বাপের বাড়িতে এলো। তার এই সাজ ও রূপ দেখে সৎমা ও সৎবোনের জ্বালা আরো বেড়ে গেল।

দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর চাইশ্রা আবদার করল, 'দিদি, তোমার পোশাক ও গয়নাগুলো একবার পরে দেখি কেমন মানায় আমাকে।' এ কথা বলে শন্দ্রেম্বীর পোশাক ও গয়না পরে নিল।

রাজবাড়িতে ফিরে যাওয়ার সময় হওয়ায় শন্দ্রেম্বী বলল, 'চাইশ্রা, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে– এবার দাও তো পোশাক ও গয়নাগুলো।'

শন্দ্রেম্বী এ কথা বলায় চাইশ্রা রাগের ভান করে– 'তোর পোশাক ও গয়নাগুলো কি একটু পরতেও পারব না। নাও, নিয়ে যাও।' বলেই সেগুলো গা থেকে খুলে বিছানার খাটের নিচে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে।

শন্দ্রেম্বী যেই না হাঁটু গেড়ে খাটের নীচ থেকে গয়নাগুলো বের করতে গেল অমনি সৎমা তার গায়ে ফুটন্ত জল ঢেলে তাকে মেরে ফেলল। আর শন্দ্রেম্বীর পোশাক ও গয়নাগুলো পরিয়ে চাইশ্রাকে শন্দ্রেম্বী সাজিয়ে রাজবাড়িতে পাঠিয়ে দিল।

ছদ্মবেশী চাইশ্রা রাজার কাছে ঘেঁষতে সংকোচবোধ করত। রাজাও চাইশ্রার কুৎসিত চেহারা ও চাল-চলন দেখে সন্দেহ হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে, 'শন্দ্রেম্বী,

কী ব্যাপার! একদিনের জন্য বাপের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েই তোর দু'পায়ের গোড়ালি ফেটে চৌচির হয়ে গেল, চোখের পাতাগুলো ভিজে জট পেকে গেল। চেহারাও দেখছি বিচ্ছিরি করে ফিরলি!'

রাজার এ ধরনের সন্দেহমূলক প্রশ্নের জবাবে চাইশ্রা বলল, 'প্রিয়তম, আমার দুধের শিশুটি খিদের জ্বালায় কেঁদে আকুল হয়েছে ভেবে ছুটতে ছুটতে এসেছি। তাই পায়ের গোড়ালি ফেঁটে গেছে। প্রয়াত বাবা মার কথা মনে পড়ায় বাপের বাড়িতে বড় বেশি কান্নাকাটি করেছি, তাই চোখের পাতা ভিজে জট বেঁধেছে।'

এই উত্তরে রাজা সন্তুষ্ট হতে না পারলেও আর কথা বাড়াল না।

কিছুদিন পর রাজার এক ঘাসুড়ে যখন মাঠে ঘাস কাটছিল তখন গাছের ডালে বসে বন কবুতরের রূপ ধারণ করা শন্দ্রেম্বী ডেকে বলতে লাগল–

কু-ক্রু-কু শব্দ করে
লেজহীনা ডেকে বলে
শোনো ভাই ঘাসুড়ে
জানিয়ে দেবে সবাইকে
আসল রানি গাছের ডালে
নকল রানি সিংহাসনে
রাজা প্রজার বিপদ হবে
সোনার মালা যাবে ছিঁড়ে
ভ্রুবিহীনা মেয়েটি
থাকলে পড়ে রাজার পরে।

ঘাসুড়েটি রাজবাড়িতে ছুটে এসে রাজাকে সব কথা জানাল। রাজা এ কথা শুনে কাল বিলম্ব না করে তার সঙ্গে মাঠে ছুটে গেল আর এক মুঠো চাল হাতের তালুতে ছড়িয়ে রেখে বললেন–

তুমি বড়ই সুন্দরী,
বন কবুতর পাখিটি।
তুমিই আসল-তুমিই খাঁটি,
তুমিই আমার জীবন সাথী।
তবে উড়ে এসো আমার কাছে,
আমার হাতে আধার আছে।

বন কবুতরটি বিনা দ্বিধায় উড়ে এসে রাজার হাতে বসে চাল খেতে লাগল। রাজা বন কবুতরটিকে ধরে খাঁচায় পুরে রেখে দিল।

রাতে শন্দ্রেম্বী স্বপ্নে দেখা দিয়ে রাজাকে বলল, 'হে প্রাণেশ্বর, আমি এই বন কবুতরের রূপ ধারণ করেছি। কাউকে না জানিয়ে এই বন কবুতরটিকে সাতদিন খাঁচায় রেখে দেবেন। সাত দিনের দিন আমি আমার রূপ ফিরে পেয়ে আমার সন্তানকে লালক পালন করতে পারি কিনা দেখি।'

খাঁচায় পুরে রাখা বন কবুতরটিকে রাজার শিশুপুত্র প্রতিদিন অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত আর খুব খুশি হতো। খাঁচার ভেতর আটকে রাখা বন কবুতরটিও অনেক সময় রাজকুমারের চোখের ময়লা ঠোঁটে ঠুকরে পরিষ্কার করে দিত। এসব দেখে চাইশ্রার মনে সন্দেহ জাগল।

একদিন রাজা দলবল নিয়ে শিকারে বেরিয়ে পড়লে সেই সুযোগে খাঁচায় রাখা বন কবুতরটিকে মেরে এর মাংস রান্না করল। শিকার থেকে ফিরে এসে খেতে বসে কবুতর মাংস রান্না করেছে দেখে রাজার মনে সন্দেহ হল। রাজার জেরায় চাইশ্রা স্বীকার করল, 'খাঁচায় রাখা কবুতরটিরই মাংস রাধা হয়েছে।'

এ কথা শুনে রাজা তো রেগে আগুন। রান্না করা কবুতর মাংস না খেয়ে পিছ দুয়ারে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। কিছুদিন পর সেখানে একটি আমগাছ গজিয়ে উঠল।

ক্রমে গাছটি বড় হল এবং গাছে ধরল একটি আম। একদিন রাতে শন্দ্রেম্বী স্বপ্নে দেখা দিয়ে রাজাকে বলল, 'মহারাজ, পিছ দুয়ারের আম গাছটির আম পুষ্ট হলে পেড়ে চালের হাঁড়িতে পাঁচদিন রেখে দেবেন। তা থেকে আমি আবার আমার রূপ ফিরে পাব।'

আমটি যাতে কেউ না পাড়তে পারে তার জন্য রাজা গাছটিকে বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখল। তা দেখে চাইশ্রার মনে সন্দেহ জাগল। একদিন রাজবাড়িতে রাজার ঘাসুড়ে ফল খাওয়ার জন্য ফল খুঁজতে গেলে চাইশ্রা পিছ দুয়ারের আমগাছের আমটিকে দেখিয়ে দিল।

ঘাসুড়ে গাছ থেকে আমটিকে যেই কাটতে যাবে এমন সময় জরুরি এক কাজে তাকে যেতে হল অন্যত্র। ফিরে এসে খাবে বলে সে আমটিকে চালের হাঁড়ির ভেতর রেখে দিল। কাজ ছেড়ে এসে আম খাবার কথা ভুলেই গেল। চারদিনের

CamScanner

দিন আমের কথা মনে পড়ায় হাঁড়ি থেকে তা বের করে কাটার জন্য দা খুঁজতে গিয়ে কোথাও তা খুঁজে পেল না।

এভাবে পাঁচদিন পূর্ণ হয়ে গেলে সেই আম থেকে শন্দ্রেম্বী আবার মানুষ হয়ে জিইয়ে উঠল।

ঘাসুড়ে রাজবাড়িতে ছুটে গিয়ে রাজাকে সুখবরটা দিল। খবর পেয়েই রাজা ঘাসুড়ের বাড়ি ছুটে গিয়ে শন্দ্রেম্বীকে রাজবাড়িতে নিয়ে এলেন। অন্যের অনিষ্টকারী চাইশ্রাকে রাজা দিলেন চরম শাস্তি– মৃত্যুদন্ড। এভাবে অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা সয়ে শন্দ্রেম্বী আবার রানির আসনে বসে রাজার সঙ্গে সুখে আনন্দে বাকি জীবন কাটাল।

*** লোং– বাঁশ-বেতের তৈরি হাতে জলে খেপ দিয়ে মাছ মারার উপকরণ।
*** তুঙ্গোল– মাছ ধরে রাখার ঝুড়ি বিশেষ।
*** ফানেক– মণিপুরি মহিলাদের পরিধেয় বস্ত্র।

CamScanner

তোম্পক

(তোম্পক)

অনেক অনেকদিন আগের কথা। এক বিধবার ছিল এক ছেলে। একমাত্র সন্তান বলে তার নাম রাখা হয়েছিল তোম্পক। বিধবা মা অতি কষ্টে ছেলেকে লালন পালন করে বড় করেছিল। বিধবার সন্তান হলে কী হবে চেহারায় ও গুণে সে ছিল অতুলনীয়। তাই ওই অঞ্চলে সবাই তাকে একডাকে চিনত।

ছেলে তোম্পক পূর্ণ যুবক হয়ে উঠলে একদিন মা তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বলল, 'খোকা, তুমি এখন বড় হয়েছ। এবার নিজের শক্তি ও বুদ্ধির জোরে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা কর।'

মার উপদেশ পেয়ে একদিন তোম্পক হাতে বড়শি নিয়ে নদীতে গিয়ে টোপ ফেলে মাছ ধরতে গেল। বিধির বিধানে সেদিন তার বড়শিতে নদীর জলের স্রোতে ভেসে আসা অপূর্ব সুন্দর একটি সোনার পদ্মফুল উঠে এল। সে সোনার পদ্মটি নিয়ে বাড়িতে ফিরে এল আর মাকে ডেকে বলল, 'মা, আজ আমার বড়শিতে কোন মাছই ধরা পড়েনি। এই সোনার পদ্মটিই বড়শিতে উঠে এসেছে দেখ, কী সুন্দর!' সে মাকে সোনার পদ্মটি দিল।

সোনার পদ্মটি পেয়ে মা থ বনে গেল। সে বলে উঠল, 'আহা! কী সুন্দর! এমন সোনার পদ্ম আমাদের মতো সাধারণ ঘরে রেখে দেওয়া ঠিক হবে না। এটি নিয়ে রাজাকেই দিয়ে আসি। রাজা খুশি হয়ে আমাদের কিছু উপহার দিতেও পারেন।' তাই তোম্পকের মা সোনার পদ্মটি নিয়ে গিয়ে রাজার কাছে উৎসর্গ করল।

কিন্তু লোভী রাজা তাতে খুশি হওয়ার পরিবর্তে সাত দিনের মধ্যে সোনার পদ্ম ফুলটির চারা গাছ এনে দিতে আদেশ করল। না হলে মা ও ছেলে দুজনকেই রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে বলে শক্ত আদেশ জারি করল।

রাজার শক্ত আদেশ পেয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এসে মা ছেলেকে বলল, 'খোকামণি, তোমার বড়শিতে ধরা পড়া সোনার পদ্মটা রাজাকে উপহার দিয়েছিলাম তার কৃপাদৃষ্টি লাভের আশায়। কিন্তু রাজার কৃপা তো দূরের কথা সোনার পদ্মের চারাগাছ সাত দিনের মধ্যে এনে দিতে না পারলে আমরা দুজনকেই রাজ্যছাড়া করবেন বলে শক্ত আদেশ জারি করেছেন। এখন কী করা

যায় বলো?'

কথাটা শুনে তোম্পক চোখ বুজে কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে জবাব দিল, 'মা, চিন্তা করো না। তোমার আশীবাদ নিয়ে আজই আমি সোনার পদ্মগাছের চারার খোঁজে বেরিয়ে পড়ব। আমি ঠিকই সাতদিনের মধ্যে তা খোঁজে নিয়ে আসব।' যে নদীতে বড়শি ফেলে সোনার পদ্মটি ধরেছিল সেই নদীর পাড় ধরে সে উজানের দিকে হাঁটা শুরু করল।

এভাবে নদীর পাড় ধরে একটানা দুদিন হাঁটার পর তোম্পক নিজের রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে পাশের রাজ্যে প্রবেশ করল। এক সময় সে সেই রাজ্যের রাজবাড়ির কাছাকাছি চলে এল। তখন নদীর ঘাটে রাজকন্যা তার তিন সখী– শবীরৈমা, খুনুলৈমা ও ঙানুলৈমা–এর সঙ্গে চুলে চেংহী (আতপ চাল ধোয়া জল) মেখে স্নান করছিল।

রাজকন্যা তোম্পককে দেখেই বলে উঠল, 'দেখ সখীরা, ওই যে যুবকটি নদীর পাড় দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে তাকে দেখেই আমি কেমন যেন পাগল হয়ে গেছি, নিজেকে সংযত রাখতে পারছি না। তাকে স্বামী হিসেবে না পেলে আমি মরেই যাব।'

রাজকন্যার এই কথা শুনে তিন সখী মুহূর্ত দেরি না করে ছুটে গিয়ে বলল, 'শোনুন মশাই, রাজকুমারী আপনার পদ প্রার্থিনী'–এ কথা বলেই তাকে পাকড়াও করে রাজবাড়ির ভেতর নিয়ে গেল।

তা দেখে রাজা জিজ্ঞেস করল, 'হয়েছেটা কী?'

তারা রাজাকে বলল, 'মহারাজ, রাজকুমারী লোকটিকে স্বামী হিসেবে না পেলে নাকি আত্মহত্যা করবেন। তাই তাকে ধরে এনেছি।'

এ কথা শুনে রাজাও খুশি মনে বলল, 'ঠিক আছে, মেয়ের যখন পছন্দ কী আর করা যাবে।' রাজা দেরি না করে সেদিনই তোম্পকের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দিল।

পরদিন তোম্পক তার নববধূ রাজকন্যাকে বলল, 'রাজকুমারী, আমার মতো এক গরিব বিধবার সন্তান তোমাকে স্ত্রী হিসেবে পাওয়াটা হাতে স্বর্গ পাওয়ার মতোই। তবে শোন রাজকুমারী, আমি আমার রাজ্যের রাজার দেওয়া দণ্ডি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি। তাই আমি কিছুদিন

তোমাকে এখানে রেখে যাচ্ছি। আমি যে উদ্দেশ্যে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি তা পূরণ করতে পারি কিনা একবার চেষ্টা করে দেখি।'

রাজকুমারী তার স্বামীর ঘর ছেড়ে আসার কারণ জানতে চাইল। তোম্পক তার ঘর ছেড়ে আসার কাহিনি রাজকুমারীকে বিস্তারিত বলল। কাহিনিটা শুনে রাজকুমারি মুচকি হেসে স্বামীকে বলল, 'সোনার পদ্ম গাছের চারার জন্য মোটেই চিন্তা করবেন না। সেই সোনার পদ্মটা আমাদের রাজপুকুরে ফোটা পদ্মফুল। প্রতি পাঁচ-দশ বছর পর পর আমাদের রাজপুকুরে মাত্র একটি করে সোনার পদ্ম ফুটে থাকে। অনেকদিন পর এ বছর একটি সোনার পদ্ম ফুটেছে। মহারাজ সেটি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। সখীদের দেখানোর লোভে আমি সেটিকে চুলে গুঁজে নিয়েছিলাম। আর তাদের সঙ্গে নদীর ঘাটে স্নান করতে গিয়েছিলাম। সোনার পদ্মটি হঠাৎ চুল থেকে খসে নদীর জলে পড়ে গিয়েছিল। নদীর প্রবল স্রোতে সেটি ভেসে গিয়েছিল– তুলে নেয়ার সুযোগই পাইনি। আপনার বড়শিতে ধরা পড়া সোনার পদ্মটি নিশ্চয় আমার সেই পদ্মটিই হবে। একটি সোনার পদ্মফুলের চারা দেবার জন্য মহারাজকে বলব। তিনি নিশ্চয় গররাজি হবেন না। এ নিয়ে চিন্তাই কিরবেন না।'

রাজকন্যার কথাগুলো শুনে তোম্পকের দুশ্চিন্তা অনেকটা দূর হল। তার কপালে যা ঘটেছে তা তার মঙ্গলের জন্যই ঘটেছে বলে ঈশ্বরকে সে মনে মনে প্রণাম জানাল আর নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিল।

পরদিন ভোরে তোম্পক ও রাজকন্যা পালকি চড়ে নিজ বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা দিল। এক দল প্রহরী ও পরিচারক-পরিচারিকাও হাতি ও ঘোড়ায় চড়ে তাদের অনুসরণ করল। রাজকন্যার অনুরোধে রাজা তাঁর দিঘিতে জন্মানো সোনার পদ্মফুলের একটি চারাও রাজকন্যার পণ সামগ্রীর সঙ্গে দিল। রাজকন্যার প্রিয় তিন সখীও তার সঙ্গী হল। সোনার পদ্মফুলের চারা এনে দেওয়ার জন্য রাজার ধার্য্য করা দিনের একদিন আগেই সদলবলে তোম্পক নিজ বাড়িতে এসে পৌছল।

তার দলবল দেখে বিধবা মা ঘাড়ড়ে গেল। এই অবস্থা দেখে তোম্পক বলল, 'ঘাবড়াবেন না মা, সব কিছু ঈশ্বরের ইচ্ছা। আমার সঙ্গের সুন্দরী মহিলাটি রাজকন্যা। তোমার বউমা হয়ে এসেছে। আমাদের লোভী রাজার ফরমায়েস করা সোনার পদ্মফুলের চারাটিও আমার শ্বশুর মহারাজা দিয়ে দিয়েছেন। এখন

আর দুশ্চিন্তার কারণ নেই।'

এ কথা শুনে তোম্পকের মা বড়ই খুশি হল। বউমা ও ছেলেকে পৌঁছে দিতে আসা সবাইকে আন্তরিক ভাবে আপ্যায়ন করল। সবাই আনন্দ করে রাতের খাবার খেয়ে বিশ্রাম নিল।

তোম্পক যে অতি সুন্দরী এক রাজকন্যাকে বিয়ে করে সোনার পদ্মফুলের চারা নিয়ে ফিরে এসেছে– সংবাদটি লোকমুখে দুষ্ট রাজার কানেও গেল। তোম্পকের বিয়ে করে নিয়ে আসা রাজকন্যাকে দেখার খুব ইচ্ছে হল রাজার। তাই রাজবাড়িতে সোনার পদ্মফুলের চারা নিয়ে আসার সময় রাজকুমারীকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসার জন্য রাজার আদেশের কথা মা ও ছেলেকে জানানো হল।

তাই পরদিন তোম্পক ও তার মার সঙ্গে রাজবাড়িতে রাজকন্যা এবং তার তিন সখীও গেল। তোম্পকের স্ত্রী রাজকন্যা ও তার তিন সখীর রূপে রাজা পাগল হল। যেমন করেই হোক রাজা তাদেরকে নিজের স্ত্রীরূপে পেতে চাইল। তোম্পককে বেকায়দায় ফেলার জন্য রাজা মনে মনে নানা ফন্দি পাকাতে লাগল।

এদিকে তোম্পক ও তার মা রাজবাড়িতে এসে রাজার কাছে সোনার পদ্মফুলের চারা উৎসর্গ করল। এরপর তারা বাড়িতে ফিরে যাবার আজ্ঞা প্রার্থনা করল। তাদের কথা শুনে রাজা বললেন, 'সবাই যেতে পারেন। তবে তোম্পকের বিশেষ গুণের পরিচয় যখন আমি পেয়ে গেছি, রাজ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তারও মতামত নিতে চাইছি।' রাজার এই কথা শুনে তোম্পককে একা রাজবাড়িতে রেখে সবাই বাড়িতে ফিরে গেল।

এবার তোম্পককে একা পেয়ে মতলববাজ রাজা বলল, 'শোন তোম্পক, ক্ষমতাশালী এক প্রতিবেশী রাজা বলে পাঠিয়েছে, ধানখেতের ঝরা মাটিতে ঢেলে দেওয়া এক ভার সর্ষেদানা আগামী কালের মধ্যে শুধু একজন লোক সেগুলো কুড়িয়ে দুটো টুকরিতে ভরে রেখে দিতে হবে। একটি সর্ষেদানাও মাটিতে পড়ে থাকা যাবে না। কাজটি করতে না পারলে আমাদের রাজ্য নাকি সে দখল নিয়ে নেবে আর যে লোকটি এ কাজ করতে ব্যর্থ হবে তাকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হবে। তাই বলছিলাম, আগামী কাল তুমি ধানখেতে গিয়ে মাটি থেকে সর্ষেদানাগুলো অবশ্যই কুড়িয়ে তোলবে।'

CamScanner

রাজার অদ্ভুত আদেশ পেয়ে মুখ কালো করে তোম্পক বাড়িতে ফিরল। তার মুখের ভাব দেখে রাজকন্যা জিজ্ঞেস করল, 'রাজবাড়ি থেকে মুখ কালো করে ফিরেছেন– এমন কী দুঃসংবাদ আছে?'

তোম্পককে রাজা যা যা বলেছে রাজকন্যাকে সে সব খুলে বলল। তোম্পকের কথা শুনে রাজকন্যা তার সখী 'খুনুরৈমা' (পায়রার দেবী) কে ডেকে এনে রাজার অদ্ভুত আদেশের কথা বলল এবং কী করা যায় এ নিয়ে দুই বান্ধবী শলা পরামর্শ করল।

খুনুরৈমা তোম্পককে অভয় দিয়ে বলল, 'কোন চিন্তা করবেন না, দুষ্ট রাজার নির্দেশ মতো আপনি আগামী কাল ধানখেতে গিয়ে সর্ষেদানাগুলো কুড়াতে শুরু করুন। আমার এক হাজার পায়রা উড়ে এসে আপনাকে সাহায্য করবে।'

পরদিন রাজার নির্দেশ মতো সেই ধানখেতে গিয়ে ঝরা মাটি থেকে সর্ষেদানা কুড়াতে শুরু করতেই রাজকন্যার সখীর পাঠানো এক হাজার পায়রা উড়ে এসে মুহূর্তের মধ্যে মাটি থেকে সর্ষেদানাগুলো কুড়িয়ে দুটো টুকরি ভরে রেখে আবার উড়ে চলে গেল। তোম্পকও খুশি মনে বাড়িতে ফিরে এল।

সন্ধ্যের দিকে রাজা লোক পাঠিয়ে তোম্পকের কাজের খোঁজ নিল। লোকটি এসে খবর দিল, 'মহারাজ, সবকটা সর্ষেদানা মাটি থেকে কুড়িয়ে দুটো টুকরি ভরে রেখেছে; মাটিতে একটিও দানা পড়ে নেই।'

কথাটা শুনে রাজা চমকে উঠল। মনে মনে ভাবল– বিধবার ছেলে তোম্পক দেখছি অদ্ভুত ক্ষমতা রাখে। লোক পাঠিয়ে তোম্পককে আবার রাজবাড়িতে ডেকে এনে রাজা বলল, 'তোম্পক সর্ষেদানা তো মাটি থেকে কুড়িয়েছ– এখন আবার পুকুরে ঢেলে দেওয়া দু-বস্তা ধান আগামী কালকের মধ্যে সব কটা কুড়িয়ে তুলতে বলেছে। এটিও তোমাকেই তুলে দিতে হবে।'

তোম্পক বাড়িতে এসে মনের দুঃখে রাজার আদেশের কথা রাজকন্যাকে আবার জানাল। সে কথা শুনে রাজকুমারী তার সখী ঙানুরৈমা (হাঁসের দেবী) কে ডেকে সব জানাল।

ঙানুরৈমা তোম্পককে অভয় দিয়ে বলল, 'কোন চিন্তাই করবেন না, আমার পাঁচশ হাঁসকে ডেকে আনব। তারা এসে অনায়াসে সব ধান পুকুর থেকে তুলে দিয়ে যাবে।'

CamScanner

সখী ঙানুরৈমার কথামতো ভোর হতেই পাঁচশ হাঁস এসে পুকুরের জলে নেমে সব কটা ধান তুলে দিয়ে গেল।

আগের মতো দুষ্ট রাজা আবার লোক পাঠিয়ে তোম্পকের কাজের খবর নিল। লোকটি এসে খবর দিল, 'মহারাজ, পুকুর থেকে সব কটা ধান কুড়িয়ে তুলে দুটো বস্তা ভরে রেখে গেছে। পুকুরের জলে বা জলের তলে একটি ধানও ফেলে রেখে যায়নি।'

দুষ্ট রাজার মনে এবার ভয় ঢুকল। তাই এবার তোম্পককে প্রাণে মেরে ফেলার মতলব এঁটে তাকে বাড়ি থেকে ডেকে আনল। রাজা তোম্পককে আদেশ করল, 'আগামীকাল তোমাকে আমার রাজবাড়ির উঠোনের আগুনের কুন্ডে ঝাঁপিয়ে আত্মাহুতি করাতে না পারলে পাশের রাজ্যের ক্ষমতাশালী রাজা আমাদের রাজ্য দখল করে নেবে বলেছে। তাই তুমি রাজ্যের স্বার্থে নিজের জীবন উৎসর্গ করবে। এটি রাজা হিসেবে আমার অলঙ্ঘ্যনীয় আদেশ।'

রাজার চরম আদেশের কথা শুনে বাড়িতে এসে দুঃখের সঙ্গে তার সহধর্মিনী রাজকন্যাকে জানাল। রাজকন্যা তার সখী শবীরৈমা (ইঁদুরের দেবী) কে সব কথা জানাল।

সখী শবিরৈমা তোম্পককে অভয় দিয়ে বলল, 'কোন চিন্তা করবেন না, ঈশ্বরের নাম নিয়ে রাজার আদেশ মতো আগামীকাল আগুনের কুন্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। তবে উত্তরদিকে মুখ করে সোজা লাফ না দিয়ে বাঁ দিকে লাফ দিবেন। সেদিকে একজন লোক যাওয়ার মতো সুড়ঙ্গ পথ খোড়া থাকবে। মুহূর্ত দেরি না করে সেই সুড়ঙ্গ পথে একটানা চলে আসবেন। দেখবেন একসময় এ ঘরের মেঝে ফুঁড়ে নিজের ঘরে পৌঁছে গেছেন।' এ কথা বলে শবীরৈমা তার এক হাজার ইঁদুরকে ডেকে পাঠাল এবং তাদেরকে তোম্পকের ঘরের মেঝে থেকে রাজবাড়ির উঠোনের আগুনের কুন্ড পর্যন্ত একজন লোক যেতে পারে এমন একটি সুড়ঙ্গ পথ করে দিতে নির্দেশ দিল।

শবীরৈমার আদেশ পেয়ে ইঁদুরগুলো এক রাতের মধ্যেই সবার অজান্তে সুড়ঙ্গ পথটি তৈরি করে দিল। তোম্পক আগুনের কুন্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে গোপন সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সুড়ঙ্গটি ভরাট করে দেওয়ার জন্য এক হাজার ইঁদুর সুড়ঙ্গ পথের দুধারে নিজ নিজ গর্তে ঢুকে রইল। তোম্পকও সব দুশ্চিন্তা ঝেরে ফেলে রাজকুমারীর সঙ্গে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিল।

পরদিন সকালে রাজকুমারী ও তার সখীদের সেবা যত্নে খাওয়া দাওয়া করে তোম্পক আস্তে ধীরে রাজবাড়িতে এল আগুনের কুন্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। রাজ্যের মঙ্গলের জন্য তোম্পক যে আগুনের কুন্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মাহুতি দিতে যাচ্ছে– এ খবর পেয়ে রাজ পারিষদ থেকে শুরু করে প্রজা সাধারণ রাজবাড়ির উঠোনে এসে ভিড় জমাল। সমবেত লোকগুলোর সামনে তোম্পকও নির্ভয়ে আগুনের কুন্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হল। তার আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার দৃশ্য দেখার জন্য দুষ্ট রাজাও রাজবাড়ি থেকে বের হয়ে রাজপ্রাসাদের বারান্দায় এসে বসল। খুশি মনে ভাবল– এবার তোম্পক নিশ্চিত আগুনে পুড়ে মারা যাবে। তারপর তার সুন্দরী স্ত্রী রাজকন্যা ও তিন সখী হবে আমার। আহা! কী আনন্দ!

এদিকে তোম্পক জ্বলন্ত কুন্ডের পাশে এসে উত্তর দিকে মুখ করে দাঁড়াল। মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করে সত্যি সত্যি আগুনের কুন্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শাবীরৈমার কথা মতো উত্তর দিকে মুখ করে বাঁ পাশে ঝাঁপিয়ে পড়ায় সে জ্বলন্ত আগুন এড়িয়ে সোজা সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে গিয়ে পড়ল। সেখানে মুহূর্ত দেরি না করে সে দ্রুত পায়ে সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে এগিয়ে গেল। সে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই ছোট ছোট গর্তে লুকিয়ে থাকা এক হাজার ইঁদুর বের হয়ে সুড়ঙ্গের গর্ত আবার ভরাট করে দিল। এভাবে এগিয়ে যেতে যেতে তোম্পক এক সময় নিজের ঘরের মেঝে ফুঁড়ে ঘরে পৌঁছে গেল। সে সুড়ঙ্গ থেকে বের হতেই মা সহ সহধর্মিনী রাজকুমারী ও তিন সখী মিলে তাকে সাদর আপ্যায়ন করল। তারা সানন্দে রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হল।

ওদিকে আগুনের কুন্ডে তোম্পক ঝাঁপিয়ে পড়ায় এবার রাজা খুশি হয়ে তোম্পকের স্ত্রী সহ তিন সখীকে নিজের স্ত্রী রূপে গ্রহণ করার জন্য রাজবাড়িতে নিয়ে আসতে উদ্যোগী হল। তোম্পক আগুনে পুড়ে মরে গেছে ভেবে রাজা পাল্কি সহ লোক লস্কর পাঠাল তোম্পকের বাড়িতে।

কিন্তু রাজার লোকেরা সেখানে গিয়ে দেখল, তোম্পকের কিছুই হয়নি। বিছানায় দিব্যি আরামে শুয়ে রয়েছে আর তার সহধর্মিনী রাজকন্যা সেবা করছে। এ দৃশ্য দেখে রাজার লোকেরা থ বনে গেল। তোম্পকের ভূত দেখছে ভেবে অনেকে ভয়ও পেল।

তাদের অবস্থা দেখে তোম্পক সবাইকে প্রণাম জানিয়ে অতি বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'সবাই বিস্মিত হবেন না। ঈশ্বরের দয়ায় আমি আমাদের দুষ্ট রাজার হাত থেকে প্রাণ রক্ষা পেয়ে এখনও বেঁচে আছি।' তাকে মেরে ফেলার জন্য রাজার সব চক্রান্তের কথা আর সে কীভাবে ঈশ্বরের দয়ায় প্রাণে রক্ষা পেয়েছে সব কাহিনিই তাদের শোনাল।

তোম্পকের কথা শোনার পর রাজার লোকেরা তাদের দুষ্ট রাজার বিরোধী হয়ে উঠল। তাই তারা তোম্পককে বলল, 'দুষ্ট রাজাটিকে আমাদের রাজ্যের রাজসিংহাসনে আর বসিয়ে রাখা ঠিক হবে না। আমরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব। আপনি আমাদের নেতৃত্ব দিন।' সে কথায় সহধর্মিনী রাজকুমারী ও তার সখীরাও তোম্পককে অনুপ্রাণিত করল। তাই তার স্ত্রী ও তিন সখীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজার পাঠানো লোকজনেরা তোম্পকের নেতৃত্বে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

যুদ্ধ ঘোষণার প্রকৃত কারণ জানতে পেরে রাজার সৈন্যরাও তোম্পকের পক্ষ নিল। ফলে অতি সহজে দুষ্ট রাজাকে পরাজিত করে বন্দি করল। আর গণবিদ্রোহের নেতা তোম্পককে নতুন রাজা হিসেবে রাজসিংহাসনে বসাল।

এভাবে দুষ্টের দমন করে সত্যের পূজারি বিধবার ছেলে তোম্পক ও তার সহধর্মিনী রাজকুমারী রাজ্যের রাজা ও মহারানি হয়ে আনন্দে জীবন কাটাল। নিরপরাধী বিধবা মাও রাজ্যের রাজমাতা হয়ে কোন দুঃখ, অভাব ছাড়াই বাকি জীবন কাটিয়ে দিল।

CamScanner

বুড়োবুড়ির নাতি তোতাপাখি
(হনুবা হনুবীগী মশু তেনওয়া)

অনেকদিন আগে এক দম্পতি বুড়োবুড়ি ছিল। তাদের ছেলেমেয়ে কেউ ছিল না। এক তোতাপাখিকে তারা নিজেদের নাতির মতো আদর যত্ন করে পোষেছিল। তোতাটি মানুষের মতো কথা বলতে শিখেছিল। সে খুব চালাকও ছিল। দুই বুড়োবুড়ির জন্য তোতা ভাবল, আমার দাদু দিদা দুজনই খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। কী করে তাদের যৌবন আবার ফিরিয়ে দেয়া যায় তার উপায় খোঁজতে বের হব। তাই সে বুড়োবুড়িকে ডেকে বলল, 'দাদু আর দিদা, তোমরা দিনকে দিন দুর্বল হয়ে পড়ছ দেখে আমার খুব খারাপ লাগছে। তোমরা এভাবে ক্রমেই দুর্বল হয়ে মারা গেলে আমি কার সঙ্গে থাকব! তাই তোমাদের দুজনকে আবার যুবক যুবতি করার কোনো উপায় খুঁজে পাওয়া যায় কিনা একবার চেষ্টা করে দেখি।'

এ কথা শুনে বুড়োবুড়ি জবাব দিল, 'ঠিক আছে বাবা, আমাদের যৌবন আবার ফিরিয়ে দেয়া যায় কিনা তার উপায় খুঁজবে যখন বলেছ তা চেষ্টা করে দেখ না।' এ কথা বলে তোতাটিকে তারা ছেড়ে দিল।

তোতা পাখিটি পরপর অনেক বনজঙ্গল পেরিয়ে উড়ে আসার পর ফলমূলে ভরা এক বিরাট বনে এসে পৌঁছল। বনের ভেতরে উড়ে গিয়ে সে দেখতে পেল জগতের সৃষ্টিকর্তা এক তপস্বীর বেশ ধারণ করে বনের মাঝখানে জীবের কল্যাণ চিন্তায় বসে রয়েছেন।

তোতাপাখি দেরি না করে তপস্বীর বেশধারী সৃষ্টিকর্তার কাছে গিয়ে অনুনয় করে বলল, 'হে তপস্বী, আপনার কাছে এক নিবেদন আছে।'

তোতার কথা শুনে সৃষ্টিকর্তা তপস্বী চোখ মেলে দেখলেন তাঁর সামনে এক তোতাপাখি বসে রয়েছে। তোতাকে দেখে তপস্বী বললেন, 'কী বলতে চাস বল?'

তোতাপাখি বলল, 'বুড়ো দাদু ও দিদা দুজনে আমাকে আপন নাতির মতো খুব

আদর যত্ন করে লালনপালন করেছেন। কিন্তু তারা দুজনই খুব দুর্বল হয়ে পড়েছেন। আমি তাদের যৌবন ফিরিয়ে দিতে চাই। তাই আমি তাদের যৌবন ফিরিয়ে দেবার উপায় খুঁজতে বেরিয়েছি। এ ব্যাপারে আপনার কিছু জানা থাকলে আমাকে বলে দিন।'

তোতা পাখির অনুরোধের উত্তরে তপস্বী বললেন, 'তোতা, তুই তোর দাদু আর দিদার যৌবন ফিরিয়ে দিতে চাস, এই তো– নাও আমি তোকে একটা ফল দিচ্ছি। এটা তোর দাদু-দিদাকে খাওয়াবে। দেখবি, এটি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা আবার যুবক-যুবতি হয়ে উঠবে।' এ কথা বলে তপস্বী একটি ফল গাছ থেকে পেড়ে তোতা পাখিকে দিল।

খুব খুশি হয়ে তোতা পাখি ফলটিকে ঠোঁটে কামড় দিয়ে একটানা উড়ে বাসার কাছাকাছি চলে এল। কিন্তু এক মুহূর্ত বিশ্রাম না করে একটানা উড়ে আসায় সে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ল। সে একটু জিরিয়ে নিতে চাইল। তাই সে একটি বড় বটগাছের ডালে গিয়ে বসল কিন্তু ঠোঁটের ফলটি একটি ডালে লেগে মাটিতে পড়ে গেল।

সে সময় বটগাছটার গোড়ায় বেশ বড় একটা সাপ আরামে শুয়ে ছিল। ফলটি ডুম করে মাটিতে পড়তেই সাপটি ভয়ে চমকে উঠল আর ফলটিতে বিষ দাঁত বসিয়ে দিল। ফলটি ঠোঁট থেকে পড়ে গেছে দেখে তোতা পাখি পাখা মেলে দ্রুত নিচে নেমে ফলটি আবার ঠোঁটে তুলে নিয়ে বাড়ির দিকে উড়ে চলল।

তোতা পাখিটি পৌঁছেই খুশিতে দাদু আর দিদা দুজনকে ডেকে জানাল, 'তার আনা ফলটি খেলেই তারা আবার যুবক-যুবতি বনে যাবে।'

ফলটা হাতে নিয়ে বুড়োবুড়ি দুজনে শলা-পরামর্শ করল, 'তোতাপাখির আনা ফলটা ভালোমন্দ যাচাই না করে খাওয়াটা ঠিক হবে না। কী জানি! শত হলেও পাখি তো, বলা যায় না– আমাদের মেরে ফেলার জন্যও তো হতে পারে। তাই আমাদের পোষা কুকুরটিকে ফলটির একটা টুকরো আগে খাইয়ে দেখি।'

তাই ফলটির একটা টুকরো আগে কুকুরটিকে খাওয়াল। সাপের বিষ মাখা ফলটা খাওয়ামাত্রই কিছুক্ষণ মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই কুকুরটি

CamScanner

মারা গেল। তা দেখে বুড়োবুড়ি দুজনে ভাবল বিশ্বাসঘাতক তোতাপাখি তাদের মেরে ফেলতে চেয়েছে। বুড়ো রাগের মাথায় মুগুরের এক আঘাতে তোতাপাখিটিকে মেরে ফেলল। আর বীজসহ ফলের বাকি অংশ বাড়ির পাশের খালি জায়গায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। কিছুদিনের মধ্যে সেই ফলের বীজ থেকে একটি গাছ জন্ম নিল আর দেখতে দেখতে সেই গাছে সুন্দর দুটো ফলও ধরল।

একদিন কী যেন নিয়ে বুড়োবুড়ির মধ্যে খুব ঝগড়া হল। বুড়িকে বুড়ো প্রচন্ড মারধরও করল। তাতে বুড়ি রাগে আর অভিমানে ভাবল, বুড়োর সঙ্গে ঘর করার চেয়ে নাতির তোতাপাখির আনা বিষফল খেয়ে মরেই যাবে। তাই সে ফল গাছটির তলায় চলে এল আর একটি ফল পেড়ে খেল।

কিন্তু কী আশ্চর্য! ফলটা পেড়ে খেতেই বুড়ি সুন্দরী যুবতি বনে গেল। বুড়ি ভাবল– 'ফলটা খেয়ে আমি যুবতি বনে গেলাম। গাছের অপর ফলটি বুড়োকে খাওয়ালে সেও যুবক বনে যাবে।' তাই বুড়ি গাছ থেকে অপর ফলটি পেড়ে নিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

বুড়োর উপর রাগ করে বুড়ি বিষফলের গাছতলায় চলে যেতে দেখে বুড়োর মনে সন্দেহ জাগল, হয়তো বা বুড়ি রাগের মাথায় বিষফল খেয়ে ফেলতেও পারে। তাই সে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বুড়িকে অনুসরণ করে বিষফল গাছের দিকেই আসছিল। পথে বুড়ো বুড়ি দুজনের দেখা হয়ে গেল।

বুড়ো বুড়িকে চিনতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, 'মামণি, পথে কি তোর দিদার সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

বুড়োর কথায় বুড়ি হেসে উত্তর দিল, 'বুড়ো, আমাকে বুঝি চিনতে পারছ না? আমিই তোমার বুড়ি গো।'

বুড়ো এমনিতেই দুশ্চিন্তায় বেশ উদ্বিগ্ন-তার উপর যুবতির রূপ নেওয়া বুড়ির রসের কথায় চটে গেল সে। তার সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গ রসিকতা করায় হাতের লাঠি দিয়ে বুড়িকে মারতে গেল। বুড়োর কান্ড দেখে বুড়ির খুব হাসি পেল।

কোনরকমে হাসি চেপে বলল, 'বুড়ো, একটু সবুর কর, আমি সব খুলে বলছি।'

CamScanner

বুড়ি বলতে শুরু করল, 'বুড়ো, সত্যি বলছি, আমি তোমারই বুড়ি। আমি রেগে আর অভিমানে আত্মহত্যা করব বলে নাতি তোতা পাখির আনা বিষফলটা পেড়ে খেয়েছি। কিন্তু ফলটা খাওয়ার পরমুহূর্তে আমি যুবতি বনে গেছি। তাই বলছি, তুমিও এই ফলটা খেয়ে ফেল। এটা খেলে তুমিও যুবক বনে যাবে।" এ কথা বলে বুড়োকেও ফলটা খাওয়াল। বুড়োও ফলটা খেতেই সুন্দর এক যুবকে পরিণত হল।

নিরপরাধ তোতাপাখিটিকে মেরে ফেলার কথা মনে পড়ে বুড়োবুড়ি দুজনে খুব দুঃখ পেল। তারপর তারা তোতাপাখিটির নাম ধরে ডেকে বিলাপ করে কাঁদতে লাগল, 'অ নাতি তোতাপাখি, তুই অনেক কষ্ট করে আমাদের যৌবন ফিরিয়ে দেয়ার ফল খুঁজে এনেছিলে। কিন্তু আমরা সন্দেহ বশে তোকে কোন রকম জেরা না করেই মেরে ফেলেছি। তবে তুই যে আমাদের যৌবন ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলে তা আমরা পেয়েছি বটে। কিন্তু তুই আমাদের এই যৌবন রূপ দেখে যেতে পারলে না। আমাদের ভুলের কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই।'

তোতা পাখির নাম করে বুড়োবুড়ি অনেকক্ষণ বিলাপ করে কান্নাকাটি করল। শেষে বুড়োবুড়ি দুজনে মনস্থির করল, 'আমাদের আদরের নাতি তোতাটিকে মেরে দুজনে এখন যুবক-যুবতি হয়ে অনুশোচনার যন্ত্রণা নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে বরং নাতির পথই অনুসরণ করি।' তাই বুড়ো-বুড়ি এক সঙ্গে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল।

CamScanner

লেইমাশাং
(লেইমাশাং)

প্রাচীনকালে এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর ছিল ছয় রাজকুমার। পাঁচ রাজকুমারের বিয়ে হয়ে গেছে। সবার ছোট রাজকুমারের তখনও বিয়ে হয়নি। সে বিয়ে করতে রাজি ছিল না।

একদিন ছোট রাজকুমার বনের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে করতে এক সময় সাত পরীর বিচরণ ভূমিতে গিয়ে হাজির হল। সেখানে অপূর্ব সুন্দরী সবার ছোট পরীটা একাই ছিল। ছোট পরীর রূপে রাজকুমার একেবারে মজে গেল।

রাজকুমার পরীর কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'হে গো, তুমি কি মানুষ না দেবী? প্রকৃত সত্য জানতে আমি বড়ই আগ্রহী।'

জবাবে পরী বলল, 'রাজকুমার, আমি মানুষ নই, স্বর্গের কনিষ্ঠা কন্যা পরী। নাম আমার লেইমাশাং।'

এবার রাজকুমার পরীকে তার মনের কথা খুলে বলল, 'পরী, তোমার রূপ দেখে আমি চোখ ফেরাতে পারছি না। আমি এক রাজ্যের রাজকুমার। রাজবাড়িতে চলো, তুমি আমার সহধর্মিনী হবে।'

পরী রাজকুমারের সঙ্গে যেতে রাজি হল না, বলল, 'আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। আপনি এখান থেকে শিগগিরই চলে যান। আমার ছয় দিদি ফিরে আসার সময় হয়েছে। তারা ফিরে এলে আপনাকে কিন্তু জ্যান্ত রাখবে না।'

কিন্তু রাজকুমার মরতে প্রস্তুত তবু সে পরীকে সঙ্গে না নিয়ে ফিরে যাবে না বলে গোঁ ধরল। রাজকুমার সেখান থেকে চলে যেতে রাজি না হওয়ায় পরীও পড়ল মহাচিন্তায়। ইতিমধ্যে পরী তার ছয় দিদি ফিরে আমার আওয়াজ শুনতে পেল। পরী রাজকুমারের প্রাণ বাঁচানোর জন্য তাকে এক গোপন স্থানে নিয়ে লুকিয়ে রাখল।

ছয় দিদি নানা খাবার নিয়ে সেখানে এল। এসে পৌঁছতেই 'মানুষের গন্ধ পাচ্ছি' বলে ছয় দিদিই একসঙ্গে বলে উঠল। কোত্থেকে এখানে মানুষ আসবে বলে ছোট পরী দিদিদের বোঝ দিল। এরপর পরীরা বসে নিজের নিজের পছন্দ মতো খাবার খেল। ছোটবোনকে কোথাও যেতে নিষেধ করে তারা আবার চলে

গেল।

দিদিরা চলে যাবার পর ছোটবোন পরী রাজকুমারকে গোপন স্থান থেকে ডেকে নিয়ে দুজনে সেখান থেকে ছুটে পালাল। রাজবাড়িতে পৌঁছে তারা রাজা ও রানিকে প্রণাম করল। এতদিন বিয়ে করতে রাজি না হওয়া ছোট রাজকুমার অপূর্ব সুন্দরী এক মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে আসায় রাজা ও রানি দুজনই খুব খুশি হল। ধুমধাম করে তাদের বিয়ে দিল।

ওদিকে ছয় পরী দিদি ফিরে এসে দেখল ছোটবোন পালিয়ে গেছে। কোথায় গেল বলে খুঁজতে খুঁজতে তারা জানতে পারল, তাদের ছোটবোন এক রাজার ছোটছেলেকে বিয়ে করে রাজবাড়িতে রয়েছে। তারা তাদের জন্মদাতা স্বর্গদেবকে খবরটা জানাল।

স্বর্গদেব মেয়েদের এ কথা বলে বোঝাল, 'ঠিক আছে– কী আর করা, ও সেখানেই থাক। মানুষের সংস্পর্শে ও যখন গেছে সে আর আমাদের সঙ্গে মিলতে পারবে না।' তাই স্বর্গের ছোট মেয়ে লেইমাশাং রাজার ছোট বউমা হয়ে মর্ত্যে রয়ে গেল।

কিছুদিন পর রাজা তার ছয় রাজকুমারকে ডেকে বলল, 'ছেলেরা, মন দিয়ে আমার কথা শোন। এখন আমার ছয় ছেলেরই বউমা ঘরে এসেছে। তারা প্রত্যেকে যেন নিজের সেরা কাপড়টি বোনে। তাদের বোনা কাপড়গুলোর মধ্য থেকে আমি একটিকে সেরা কাপড় হিসেবে বেছে নেব।'

রাজার কথা মতো বউমারা কাপড় বুনতে শুরু করে দিল। কিন্তু ছোট রাজকুমারের বউ লেইমাশাং কাপড় বোনার কোন উদ্যোগ নিল না। তা দেখে ছোট রাজকুমার বলল, 'কী হল তোমার? বউদিরা তো যার যার কাপড় বোনার কাজে লেগে গেছে। আর তুমি দেখছি এখনো কাপড় বোনার কোন উদ্যোগই নিলে না! তুমি কি কাপড় বুনতে পার না?'

স্বামীর কথা শুনে লেইমাশাং সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'এ নিয়ে কোন চিন্তা করো না। আমি সব ব্যবস্থাই করছি।'

কিছুদিন পর যার যার স্ত্রী কাপড় বোনা শেষ হলে দাদারা ছোট ভাইকে প্রস্তাব দিল, পরদিন রাজার হাতে বউদের বোনা নতুন কাপড় তুলে দেবার জন্য। ভাইদের প্রস্তাব শুনে ছোট রাজকুমার স্ত্রী লেইমাশাংকে গিয়ে বলল, 'শুনেছ,

আগামীকাল রাজবাড়িতে নতুন বোনা কাপড় জমা দেয়ার জন্য দাদারা বলেছেন। আমাদের কি কাপড় বোনা হয়েছে?'

'এর মধ্যে হয়ে যাবে'–বলে লেইমাশাং স্বামীকে জানাল।

রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে লেইমাশাং চুপিসারে ঘর থেকে বের হয়ে উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পিতা স্বর্গদেবকে ডেকে বলল, 'হে পিতৃদেব, আপনার বিছানার নিচে একটি বাঁশের চোঙের ভেতর আপনার ছোট মেয়ের বোনা কাপড় রেখে এসেছি। দয়া করে তা নিচে ফেলে দিন।' ছোটমেয়ের আবেদনে সাড়া দিয়ে স্বর্গদেব চোঙসহ কাপড়টি স্বর্গ থেকে নিচে ফেলে দিল।

পরদিন সকালে লেইমাশাং কাপড় সহ বাঁশের চোঙটা স্বামীর হাতে তুলে দিল। ছোট রাজকুমারও কাপড় সহ বাঁশের চোঙটা নিয়ে রাজার হাতে তুলে দিল। দাদারাও নিজ নিজ স্ত্রীর বোনা কাপড় এনে রাজার হাতে তুলে দিল।

রাজা প্রথমে বড় পাঁচ বউ এর বোনা কাপড়গুলো খুলে দেখল। কাপড়গুলোর গুণমান প্রায় একই রকম, বিশেষ কোন তারতম্য নেই। শেষে রাজা ছোট বউ এর বোনা কাপড়টা বাঁশের চোঙ থেকে বের করে খুলে দেখল। কাপড়টা দেখতে অপূর্ব সুন্দর হয়েছে; প্রায় সাত কাণি এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। কাপড়টার এক প্রান্তে একটি পুকুরে সোনার পদ্ম আর রূপার পদ্ম ফুটে রয়েছে। লাল, নীল রঙের শাপলা শালুক বনে অনেকগুলো রাজহাঁস জলে খেলা করছে। আরেক প্রান্তে একটি পুকুরের জলে সব ধরনের মাছ খেলা করছে। কাপড়ের অপর এক প্রান্তে এক দল যুবক-যুবতি বসে রয়েছে। কাপড়টি বার বার দেখেও তৃপ্তি মিটে না।

ছোট বউমার বোনা কাপড়টিকেই সেরা কাপড় হিসেবে রাজা ঘোষণা করলেন। আর সবার সামনে ছোট বউমা লেইমাশাং-এর খুব প্রশংসা করলেন। রাজা আরও ঘোষণা করলেন, যে রাজকুমারের স্ত্রীর গর্ভে প্রথম পুত্র সন্তান জন্ম নেবে তাকেই রাজার স্থলাভিষিক্ত করা হবে। এবার ছয় রাজকুমার যার যার ঘরে ফিরে গেল।

কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর ছোট বউমা লেইমাশাং গর্ভবতী হল। তাতে অন্য রাজকুমাররা মনক্ষুণ্ন হয়ে পড়ল। এ নিয়ে তারা নিজেরা শলাপরামর্শ শুরু করে দিল। রাজকুমাররা নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করে বলল, 'আমরা সব কিছুতে

CamScanner

ব্যর্থ হয়েছি। কাপড় বোনা প্রতিযোগিতায় ছোট ভাই জিতে গেল। এবার যদি তার স্ত্রী পুত্র সন্তান জন্ম দেয় তবে ছোট ভাই-ই পিতা মহারাজার স্থলাভিসিক্ত হবে। আমাদের তো কোন সন্তানাদি হল না। তখন আমাদের সবাইকে ছোট ভাইয়ের অধীনে থাকতে হবে। আমাদের এখন কী করা উচিত?'

বড় ভাইদের মধ্যে একজন বলল, 'একটা উপায় আছে। ছোটভাইকে ডেকে বলি তোমার বউ খুব খারাপ প্রকৃতির মেয়ে। তার সঙ্গে এক সাথে বাস করা তোমার ঠিক হবে না। তাই তুমি তাকে দূরের বনে নির্বাসন দিয়ে এসো। বউটাকে বনে পাঠিয়ে দেয়া হলে তার গর্ভজাত সন্তান বনে জঙ্গলেই থেকে যাবে, রাজবাড়িতে আর ফিরে আসবে না।'

নিজেদের মধ্যে দীর্ঘ শলাপরামর্শের পর এ কথাই বহাল রইল।

বড় ভাইয়েরা ছোট রাজকুমারকে ডেকে এনে বলল, 'আগাম সতর্ক করে দেবার জন্যই আমরা তোমাকে ডেকে এনেছি। তোমার স্ত্রী খুব খারাপ প্রকৃতির মেয়ে। তার সঙ্গে ঘর করলে তোমার জীবন-হানি হবে। তাই বলছি, কাউকে না জানিয়ে তুমি শিগগিরই স্ত্রীকে দূরের বনে নিয়ে রেখে এসো। খবরদার, আমাদের কথা কিন্তু অমান্য করো না।'

বড় ভাইদের কথা শুনে ছোট ভাই কী করবে ভেবে পেল না। আসন্ন সন্তান প্রসবা স্ত্রীকে সে কী করে একা নির্জন বনে রেখে আসবে! আবার বড় ভাইদের আদেশই বা সে কী করে অমান্য করবে! উভয় সংকটে পড়ে সে চুপ করে রইল। তাদের নির্দেশ পালন করার জন্য ভাইয়েরা তাকে তাগাদা দিতে লাগল। ভাইদের চাপে শেষপর্যন্ত সে তার স্ত্রীকে বনে নিয়ে রেখে আসতে রাজি হল।

দুশ্চিন্তায় মুখ শুকিয়ে বাড়ি ফিরতে দেখে লেইমাশাং স্বামীকে জিজ্ঞেস করল, 'ভাসুররা ডেকে এমন কী কথা বলেছেন যাতে তুমি এতো মন খারাপ করে বাড়িতে ফিরে এলে?'

ছোট রাজকুমার জবাবে বলল, 'তেমন কিছু না; দুজনের মঙ্গলের জন্য আমাদের কিছুদিন বনে গিয়ে বাস করতে বলেছেন। তোমার এই অবস্থায় কী করে যে তোমাকে নিয়ে বনবাসে যাব তা ভেবে দুশ্চিন্তায় পড়েছি।'

স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়ে লেইমাশাং বলল, 'এর জন্য কোন দুশ্চিন্তা করবে না।

আমাদের যখন মঙ্গল হবে বলেছেন, দেখ– আমার কিছুই হবে না। বনের ফল-মূল খেয়ে দিব্যি ভাল থাকব সেখানে।' স্বামী সঙ্গে যাবে বলায় বনবাসে যাওয়ার ব্যাপারে লেইমাশাং বেশ আগ্রহ দেখাল। তার এই আগ্রহ দেখে বড় ভাইদের আদেশ পালন করবে বলে রাজকুমার মনস্থির করল।

খুব ভোরে লোকজন ঘুম থেকে ওঠার আগেই সঙ্গে খাবার দাবার কিছু নিয়ে স্বামী-স্ত্রী দুজনে বনের পথে যাত্রা করল।

লেইমাশাং ও ছোটরাজকুমার অনেকদূর পথ হেঁটে আসার পর একটা বেশ বড় বনে এসে পৌঁছল। সেই বনেই স্ত্রীকে রেখে যাবে বলে সে মনে মনে স্থির করল। তাই সে স্ত্রী লেইমাশাংকে বলল, 'শুনছ, মনে হয় তুমি খুব পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছ। এখানে বরং একটু জিরিয়ে নিই।'

তারা দুজন সেখানে বসে জিরিয়ে নিল আর সঙ্গে আনা খাবার ভাগ করে খেল। তারপর রাজকুমার স্ত্রীকে তার কোলে মাথা রেখে শুতে দিল। দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে আসায় পরিশ্রান্ত লেইমাশাং কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বামীর কোলে মাথা রেখে আরামে ঘুমিয়ে পড়ল। স্ত্রীকে সেই বনে একা ফেলে রেখে চলে যাবার জন্য রাজকুমার আস্তে করে স্ত্রীর মাথাটা কোল থেকে নামিয়ে একটি কাপড়ের উপর রাখল। সে তার পরিধেয় বস্ত্র অর্ধেক ছিঁড়ে ঘুমন্ত স্ত্রীর শরীর ঢেকে দিল।

আদর করে স্ত্রীর গায়ে হাত বুলিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'হায়! আমার লেইমাশাং, তোমাকে এই ঘোর বনে একা রেখে গেলাম। আমি নিরুপায়, বড় ভাইদের আদেশ পালন করতে বাধ্য হয়েছি আমি। আমরা দুজন যদি কোন অপরাধ না করে থাকি তাহলে তোমার গর্ভের সন্তান যেন ছেলে হয়ে জন্মায়। নাম রাখবে 'সনামণিখোম্বা'। তোমরা দুজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত আমি এক ফোটা জলও স্পর্শ করব না। যেদিন তোমরা মা ও ছেলে আমার খোঁজ নেবে সেদিন রাজবাড়ির প্রধান ফটকের প্রাচীন বটগাছটার কোটরের ভেতর তোমরা আমাকে ধ্যানরত অবস্থায় পাবে। তখন আমরা তিনজন মিলিত হয়ে সুখে আনন্দে বাকি জীবন কাটাব। তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না।' এ কথা বলে লেইমাশাংকে ঘুমন্ত অবস্থায় বনে একা রেখে রাজকুমার সেখান থেকে দ্রুত পায়ে কেটে পড়ল।

কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে লেইমাশাং চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল তার ধারে কাছে স্বামী নেই। সে চারিদিকে স্বামীর খোঁজ করল কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পেল না।

স্বামীকে না পেয়ে সে কেঁদে ফেলল। গলা ছেড়ে কেঁদে স্বামীকে ডেকে বিলাপ করতে লাগল, 'হা স্বামী, তুমি কোথায় চলে গেলে? অভাগিনীকে এই গভীর বনে একা ফেলে কোথায় গেছ তুমি?'

রাজকুমার দূর থেকে অসহায় স্ত্রীর কান্না শুনতে পেল। সে আপন মনে বলল, 'হে আমার জীবন সঙ্গিনী লেইমাশাং, পেছন থেকে তুমি আমাকে এভাবে ডেকো না। তোমার কান্না ভরা ডাক শুনে আমি পা ফেলে এগিয়ে যেতে পারছি না।' এ কথা বলে নিজেও অঝোরে কাঁদল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর স্ত্রীর কান্না তার কানে আর পৌঁছল না। এদিকে লেইমাশাং বনের ভেতর পাগলের মতো ছোটাছুটি করে স্বামীকে তন্ন তন্ন করে খোঁজল।

বেশ কিছুক্ষণ ছোটাছুটির পর লেইমাশাং এর প্রসব বেদনা শুরু হল। সে বড় অসহায় হয়ে পড়ল। উপায়ান্তর না দেখে সে তার পিতা স্বর্গদেবকে ডেকে বলল, 'হা পিতা স্বর্গদেব, আমি আর সইতে পারছি না। মেয়ের কষ্ট কি তুমি দেখতে পাচ্ছ না?'

স্বর্গদেব মেয়ের ডাক শুনতে পেলেন। মেয়েকে সাহায্য করার জন্য তিনি একটি বাঘ ও ভালুককে মেয়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। একটি বাঘ ও একটি ভালুক তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে লেইমাশাং তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই গভীর বনে স্বামী একা ফেলে চলে গেছে। আমার আর বেঁচে থেকে লাভ নেই, তোমরা আমাকে খেয়ে ফেল।'

তার কথার উত্তরে বাঘ ও ভালুক বলল, 'আমরা তোমাকে খেয়ে ফেলার জন্য আসিনি। তোমার পিতা স্বর্গদেব তোমাকে সাহায্য করার জন্যই আমাদের পাঠিয়েছেন।'

যথারীতি তাদের সাহায্যে লেইমাশাং এক পুত্র সন্তান জন্ম দিল। তাকে বনে ছেড়ে যাওয়ার আগে স্বামী যেসব কথা বলেছিল ঘুমের ঘোরের মধ্যেও লেইমাশাং এর কানে কথাগুলো বেজেছিল। তাই স্বামীর কথামতো সে ছেলের নাম রাখল 'সনামণিখোম্বা'।

তার প্রতি ঈর্ষা বশত ভাসুরদের চক্রান্তেই যে তার এত দুর্দশা ভুগতে হয়েছে তা লেইমাশাং বুঝতে পারল। পিতার পাঠানো বাঘ ও ভালুকের সাহায্য নিয়ে ছেলেকে বনের ফল-মূল খাইয়ে লালন পালন করতে লাগল সে। ওদিকে তার

CamScanner

স্বামী ছোট রাজকুমার ফিরে গিয়ে রাজবাড়ির প্রধান ফটকের প্রাচীন বটগাছের কোটরের ভেতর ঢুকে ধ্যানে বসে পড়ল।

এভাবে কয়েক বছর কেটে গেল। লেইমাশাং এর ছেলেটি দিন দিন বড় হয়ে উঠল। এবার ছেলেকে সে লোকালয়ে নিয়ে গিয়ে মানুষ করতে চাইল। তাই ছেলে সহ তাকে একটা লোকালয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য লেইমাশাং বাঘ ও ভালুককে অনুরোধ করল।

বাঘ ও ভালুক, লেইমাশাং ও তার ছেলেকে নিয়ে একটি গ্রামের কাছে পৌঁছে দিয়ে গেল। সেখানে তাদেরকে রেখে বাঘ ও ভালুক স্বর্গদেবের কাছে আবার ফিরে গেল।

কোথায় গিয়ে উঠবে ভাবতে ভাবতে লেইমাশাং ছেলেকে কোলে নিয়ে গ্রামে ঢুকল। গ্রামে ঢুকতেই সে একটি বাড়ির পেয়ে গেল। সে বাড়িতে এক বুড়ি একা বাস করত। ছেলেকে নিয়ে কিছুদিন বুড়ির বাড়িতে আশ্রয় দেয়ার জন্য লেইমাশাং অনুরোধ করল। মা ও ছেলের অসহায় অবস্থা দেখে বুড়ির করুণা হল। বুড়ি তাদেরকে বাড়িতে আশ্রয় দিল।

লেইমাশাং বুড়িকে বলল, 'দিদা, আমি নদীতে গিয়ে ময়লা কাপড় ধুয়ে আসি। ছেলেকে একটু দেখে রাখবেন। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত ছেলেকে একেবারে কাঁদতে দিবেন না, হাসতেও দিবেন না।' এ কথা বলে লেইমাশাং কাপড় ধুতে নদীর দিকে গেল।

মা চলে যাওয়ার পর ছেলেটা কাঁদলে কী হয় আর হাসলেই বা কী হয় দেখে নেওয়ার জন্য বুড়ির কুব ইচ্ছে হল। তাই ছেলেটিকে সে চিমটি কেটে কাঁদাল। আশ্চর্য! ছেলেটি কাঁদার সাথে সাথে চোখের জল রূপোর টুকরো হয়ে ঝরে পড়ল। কান্না থামিয়ে এবার কাতুকুতু দিয়ে ছেলেটিকে হাসাতেই এক থাল সোনার টুকরা ঝরে পড়ল। এই তাজ্জব কান্ড দেখে বুড়ি বুঝতে পারল, ছেলেটি যেমন তেমন নয়, রাজা হবার উপযুক্তই বটে। বুড়ির রাজ্যে তখন কোন রাজা ছিল না, রাজ সিংহাসন খালিই পড়ে ছিল। বুড়ি ভাবল, ছেলেটিকে রাজবাড়িতে নিয়ে গিয়ে নিজের সন্তান পরিচয় দিয়ে রাজসিংহাসনে বসাবে আর সে হবে রাজমাতা। এ কথা ভেবে বুড়ি মার অনুপস্থিতির সুযোগে ছেলেটিকে কোলে নিয়ে রাজবাড়িতে ছুটে গেল।

CamScanner

নদী থেকে কাপড় ধুয়ে ফিরে এসে লেইমাশাং দেখল বুড়ি ছেলেকে নিয়ে কোথায় চলে গেছে। প্রতিবেশীদের জিজ্ঞেস করেও লেইমাশাং তার ছেলে ও বুড়ির কোন খোঁজ পেল না। স্বামী বিচ্ছেদের দুঃখ দূর না হতেই সে আবার সন্তান বিচ্ছেদের দুঃখ পেল।

ওদিকে বুড়ি রাজবাড়িতে পৌঁছেই পারিষদদের কাছে ছেলেটিকে নিজের সন্তান বলে পরিচয় দিল। সে তাঁদের জানাল, 'ছেলেটি কাঁদলে রূপোর টুকরো আর হাসলে সোনার টুকরো ঝরে পড়ে। এটি সাধারণ ছেলে নয়।'

বুড়ির কথা সত্যি কিনা রাজপারিষদরা যাচাই করে দেখলেন। বুড়ির কথাই সত্য প্রমাণিত হল। তারপর রাজপারিষদ ছেলেটাকে রাজসিংহাসনে বসালেন আর বুড়িকে রাজমাতা হিসেবে মহাসুখে রাখলেন।

এদিকে লেইমাশাং ছেলের নাম ধরে কাঁদতে কাঁদতে রাস্তায় পাগলের মতো ছুটতে লাগল। ছুটে আসতে আসতে পথে দেখা লোকেদের জিজ্ঞেস করে সে জানতে পারল, এক বুড়ি তার অসাধারণ গুণের অধিকারী এক বাচ্চা ছেলেকে রাজবাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাজসিংহাসনে বসিয়েছে। ছেলেটি যে তারই তা বুঝতে পেরে লেইমাশাং ছুটে গেল রাজবাড়িতে।

রাজবাড়ির দ্বার রক্ষকদের সে অনুনয় করে বলল, 'দাদারা, আমাকে রাজবাড়িতে ঢুকতে দিন। আমার অনুপস্থিতির সুযোগে ছেলেকে এক বুড়ি রাজবাড়িতে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখেছে। দয়া করে আমাকে ছেলের সঙ্গে একবার দেখা করতে দিন।'

এভাবে অনুনয় করায় এক রক্ষী রাজবাড়িতে ঢুকে বুড়িকে সব কথা জানাল। 'কোত্থেকে এসে অন্যের ছেলেকে নিজের বলে দাবি করছে আবার। গলা ধাক্কা দিয়ে তাকে বের করে দাও' –বলে বুড়ি রক্ষীকে বলল।

বুড়ির কথা লেইমাশাংকে জানাতেই সে দুঃখে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছেলেকে ডেকে বলতে লাগল, 'আমার প্রাণের খোকা সনামণিখোম্বা, তুমি রাজা হয়ে কি মাকে ভুলে গেছ? দুধের ভারে আমার যে বুক দুটো ব্যাথা করছে।'

এভাবে ছেলেকে নাম ধরে কাঁদতে কাঁদতে লেইমাশাং এর গলা দিয়ে আওয়াজ আর বের হচ্ছিল না। দ্বার রক্ষীরাও তার দুঃখ দেখে বড় কষ্ট পেল।

CamScanner

দ্বাররক্ষীরা ভাবল মহিলাটি নিশ্চয় রাজসিংহাসনে বসা ছেলেটার মা-ই হবে, মা না হলে কি এমন করে কেউ কাঁদতে পারে! বুড়ি কী করে ওই দুধের ছেলের মা হবে! লেইমাশাং-এর প্রতি তাদের মায়া হল। তারা সব ঘটনা রাজপারিষদদের জানাল। কে নতুন রাজার প্রকৃত মা তা তারাও যাচাই করে নিতে চাইল। তাই তারা লেইমাশাংকে রাজবাড়িতে ডেকে নিল। রাজমাতা সেজে বসা বুড়িকেও ডাকা হল।

পারিষদরা তাদেরকে বলল, 'কে যে ছেলেটার মা আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। তাই আমরা ঠিক করেছি পর-পর সাতটি কাপড়ের চাঁদোয়া টাঙিয়ে তার নিচে ছেলেটাকে শোয়ানো হবে। আর সাত পল্লা কাপড়ের চাঁদোয়ার উপর থেকে যে মা বুকের দুধ ছেলের মুখে ফেলতে পারবে তাকেই প্রকৃত মা বলে আমরা মেনে নেব। তোমরা দুজনের মধ্যে কে আগে ছেলের মুখে বুকের দুধ দেবে?'

পারিষদের কথা শুনে বুড়ি বলল, 'কোত্থেকে এক অচেনা মহিলা এসে আমার ছেলেকে নিজের ছেলে বলে দাবি করছে। আমিই আগে ছেলের মুখে বুকের দুধ দেব।' এ কথা বলে বুড়ি সাত পল্লা চাঁদোয়ার উপর উঠে ছেলের মুখে বুকের দুধ দেবার চেষ্টা করল। জীবনে কোন সন্তান জন্ম না দেয়া, বয়সের ভারে চামড়া কুঁচকানো বুড়িটা অনেক চেষ্টা করেও এক ফোটা বুকের দুধ ছেলের মুখে ফেলতে পারল না।

বুড়িকে নামিয়ে এবার লেইমাশাংকে চাঁদোয়ার উপর উঠতে দিল। সে অনায়াসে সাত পল্লা কাপড়ের চাঁদোয়ার উপর থেকে বুকের দুধ ফেলে ছেলেটাকে পেট ভরে দুধ খাওয়াল। রাজপারিষদরা লেইমাশাংকেই নতুন রাজার মা বলে ঘোষণা করল।

যতই দিন যায়, ছেলেটা বড় হয়ে উঠতে লাগল। তারপর একদিন সে মাকে জিজ্ঞেস করল, 'মা, আমার জন্মদাতা পিতা কে? তিনি কি জীবিত না মৃত?'

ছেলে এভাবে প্রশ্ন করায় মা নিজেকে সংযত রাখতে পারল না, কেঁদেই ফেলল। তারপর ছেলেকে বলল, 'খোকা, তুমি ছোট ছিলে বলে এতদিন তোমাকে কথাটা বলিনি। আজ তুমি জন্মদাতা পিতার খোঁজ নেওয়ায় আমি বড় খুশি হয়েছি।'

CamScanner

লেইমাশাং অতীত দিনের সব কথাই ছেলেকে বলল। পরিশেষে সে তাকে বলল, 'খোকা, তোমার বাবা এখন তোমার ঠাকুরদার রাজবাড়ির প্রধান ফটকের প্রাচীন এক বটগাছের কোটরে বসে অতি কষ্টে আমাদের দুজনের প্রতীক্ষা করছে। এখন তুমি বড় হয়েছ। এবার তোমাকে ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, বাবা ও জ্যেঠুদের সঙ্গে পরিচয় করাব।'

মার কথা শুনে ছেলে উৎসাহিত হয়ে বলল, 'আমিও তাদের সঙ্গে পরিচিত হতে চাই। কীভাবে তাদের সঙ্গে পরিচিত হব মা?'

জবাবে লেইমাশাং বলল, 'আমরা দুজনে তাদের এখানে নিমন্ত্রণ করে এনে খাওয়াব। তারা সবাই এখানে এলে আমি সব কথা তাদেরকে খুলে বলব।'

এভাবে মা-ছেলে শলাপরামর্শ করার পর লেইমাশাং তার শ্বশুর মহারাজাকে নিমন্ত্রণ করার জন্য লোক পাঠাল। লোক মারফৎ পাঠানো বার্তায় বলা হল, 'এক রাজ্যের রাজা আরেক রাজ্যের রাজা ও পরিবারের সবাইকে ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করছে। সবাই যেন এই ভোজসভায় যোগ দেন।'

বার্তাবাহককে তার হাতের আংটি দিয়ে তা দেখিয়ে স্বামীকেও নিমন্ত্রণ করার জন্য লেইমাশাং নির্দেশ দিল। কথা মতো বার্তাবাহকও প্রাচীন বট গাছটির কোটরে ঢুকে লেইমাশাং-এর বার্তা তাঁর স্বামীর কাছে পৌঁছে দিল। স্বামীও আংটিটা দেখেই চিনতে পারল। তারপর স্ত্রীর আংটিটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ কাঁদল। সে লেইমাশাং-এর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে অবশ্যই যাবে বলে বার্তাবাহককে জানিয়ে দিল ও আংটিটা নিজের কাছে রেখে দিল। ওদিকে এক ভিন রাজ্যের রাজাকে নিমন্ত্রণ করে এনে ভোজন করানোর উপযোগী খাবারই আয়োজন করল মা ও ছেলে।

এদিকে লম্বা চুল, লম্বা নখ ও একগাল দাড়ি নিয়ে এক রোগা লোক রাজবাড়িতে ঢুকছে দেখে সবাই অবাক হয়ে তাকাল। কাছে এগিয়ে এলে চিনতে পারল লোকটা অন্য কেউ নয়, অনেক দিন ধরে নিখোঁজ ছোট রাজকুমার। অনেকদিন পর ছেলেকে ফিরে পেয়ে রাজা ও রানি তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। পাশের রাজ্যের রাজার ভোজসভায় সেও নিমন্ত্রণ পেয়ে এসেছে জেনে তারা খুশি হল। এবার রাজা সদল বলে পাশের রাজ্যের রাজার ভোজ সভায় যোগ দেওয়ার জন্য রওয়ানা হলেন।

CamScanner

ভোজসভার আয়োজক রাজা ও রাজমাতা লেইমাশাং রাজবাড়ির সদর দরজায় দাঁড়িয়ে শ্বশুর মহারাজা ও অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা জানাল। সবার শেষে লম্বা চুল, নখ ও একগাল দাড়ি নিয়ে স্বামীকে আসতে দেখে লেইমাশাং-এর অন্তর কেঁদে উঠল। তবে সে নিজেকে সে মুহূর্তে সংযত রাখল। স্বামীর কাছে এগিয়ে গিয়ে চুপি চুপি নিজেকে ও ছেলেকে চিনিয়ে দিল। তারপর তারা রাজা সহ অভ্যাগতদের খুব যত্ন করে খাওয়াল।

খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই যার যার আসনে গিয়ে বসার পর লেইমাশাং সবাইকে প্রণাম করে তার অতীত জীবনের সব ঘটনাই বলল। ঘটনার বিবরণ শোনার পর তার শ্বশুর মহারাজা ও রানি শাশুড়ি ছোট বউমা ও নাতিকে চিনতে পেরে তাদের জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল।

তারপর বড় পাঁচ রাজকুমারের দিকে রাগে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'তোদের অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। আমার রাজ্যে তোদের মতো দুষ্ট লোকের স্থান নেই। তোদের আমি আমার রাজ্য থেকে নির্বাসন দিলাম।'

বড় ভাইয়েরা লজ্জায় মাথা নত করে রইল।

রাজা নাতিকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'দাদু, তোর বাবা-মা নির্দোষ বলেই আজ আমরা আবার মিলিত হলাম। তুই এই রাজ্যের রাজা হয়েছিস। আর তোর বাবা আমার স্থলাভিসিক্ত হয়ে আমার রাজ্যের রাজা হবে। জীবনে অনেক দুঃখ পাওয়া তোর মাকে এবার করব পাটরানি।' উপস্থিত সবার সামনে রাজা এ কথা ঘোষণা করলেন।

এভাবে ছোট রাজকুমার বাবার স্থলাভিসিক্ত হয়ে রাজসিংহাসনে বসল। বাবা ও ছেলে পাশা-পাশি দুই রাজ্যের রাজা হল। আর লেইমাশাং পাটরানি হয়ে মহাসুখে বাকি জীবন কাটাল।

CamScanner

তাপ্তা

(তাপ্তা)

অনেকদিন আগের কথা। একদিন রাতে একটি বাচ্চা বাড়িতে খুব কান্না কাটি করছিল। মা বাচ্চাটাকে কোলে, পিঠে নিয়ে কান্না থামাবার অনেক চেষ্টা করল। ঘোড়া এসেছে, হাতি এসেছে, লম্বা হাতওয়ালা পেত্নী এসেছে বলে ভয় দেখিয়েও বাচ্চার কান্না থামাতে পারল না। সেই রাতে খুব করে বৃষ্টিও হচ্ছিল।

বাচ্চাটা যখন খুব করে কান্নাকাটি করছিল ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের পাশের ঘোড়াশালে একটি বাঘ ঘোড়া ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য ওৎপেতে ছিল। এতক্ষণ সেও বাচ্চাটার কান্না, মা বাচ্চাটাকে ভয় দেখিয়ে কান্না থামাবার জন্য হাতি, ঘোড়া, বাঘ, পেত্নী এসেছে বলা সব শুনছিল। এত কিছু বলেও বাচ্চাটার কান্না থামাতে না পেরে বিরক্ত হয়ে মা শেষে বলল, 'তাপ্তা এসেছে।'

কী আশ্চর্য! তাপ্তার কথা শুনে বাচ্চাটা ভয়ে হঠাৎই কান্না থামিয়ে দিল।

'আজ যদি তাপ্তার হাতে পড়ি তাহলে আমার আর রক্ষে নেই'–এ কথা ভেবে ভয়ে বাঘটাও ঘোড়াশালের এক কোণে চুপটি মেরে বসে রইল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে এক চোরও ঘোড়া চুরি করার ধান্দায় ঘোড়াশালে ঢুকে পড়েছিল।

চোরটা নিচু হয়ে একটার পর একটা ঘোড়ার পা ধরে মোটা পা-টা ধরতেই তার পছন্দ হল। 'এই তো আমার পছন্দসই ঘোড়া, এটাকেই নিয়ে যাব'–চোরটা আপন মনে বলল।

চোর বাঘটাকে ঘোড়া ভেবে ঘোড়াশাল থেকে টেনে বের করল। আর চোরটাকে তাপ্তা ভেবে বাঘটাও ভয়ে সিঁটিয়ে রইল ও মনে মনে ভাবল, 'আমি তাপ্তার হাতে ধরা পড়ে গেছি, আজ আমার মৃত্যু অবধারিত।'

চোরটা বাঘের পিঠে লাফ দিয়ে উঠে বেতের বাড়ি লাগাতেই বাঘটা বায়ু বেগে ছুটতে শুরু করল। পিঠে তাপ্তা চেপে বসেছে ভেবে বাঘ উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে ভোরের দিকে এক বনের কাছে চলে এল।

CamScanner

ভোরের আলোয় চোরটা দেখতে পেল ঘোড়া নয়, সে চড়েছে বাঘের পিঠে। সে ঘাবড়ে গেল আর ভাবল, 'আজ নিশ্চয়ই আমাকে বাঘে খেয়ে ফেলবে। এখন বাঘের পিঠ থেকে নামলে রক্ষে নেই'– বাঘের পিঠে বসে চোরটা বাঘের হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর উপায় খোঁজতে শুরু করল।

হঠাৎই সে দেখতে পেল এক শুকনো গাছের গুড়ি মাঠে পড়ে রয়েছে। বাঘটা ছুটতে ছুটতে শুকনো গাছের গুড়ির কাছে আসতেই সে বাঘের পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ল আর গাছের গুড়ির কোটরে ঢুকে পড়ল।

চোরটা হঠাৎ পিঠ থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ায় বাঘটা ঘাবড়ে গিয়ে আরো জোরে ছুটে পালাল।

উদভ্রান্ত হয়ে ছুটে আসার পথে এক বনকুকুরের সঙ্গে বাঘের দেখা হল। বন কুকুরকে বাঘ সব ঘটনা জানাল। এরপর তারা তাপ্তা দেখে আসবে বলে ঠিক করল।

আসলে তাপ্তাটা কী, দেখতে কেমন, কোন কিছুই অনুমান করতে না পেরে বাঘ ও বনকুকুর খুব ভয় পেল। তাপ্তাকে দেখে একজন আরেকজনকে ফেলে যাতে পালিয়ে না যেতে পারে তার জন্য একটা দড়িতে দুজনের কোমর বেঁধে ফেলল। যে গাছের গুড়ির কোটরে তাপ্তা লুকিয়ে পড়েছিল সেখানে বাঘ ও বনকুকুর চলে এল।

গাছের গুড়ির কোটরে লুকিয়ে থাকা সেই বাঘটা ধারে কাছে আছে কিনা দেখার জন্য চোর যেই না কোটর থেকে মাথা বের করল অমনি বাঘ ও বনকুকুর তাকে দেখে ফেলল। আর তাতে ভয় পেয়ে বাঘ প্রাণপণে ছুটতে লাগল।

বনকুকুর বাঘের মতো ছুটতে পারল না। দড়ি দিয়ে বাঘের কোমরের সঙ্গে বনকুকুরের কোমর বাঁধা থাকায় বাঘ বনকুকুরকে মাটিতে টেনে হিচড়ে নিয়ে ছুটতে লাগল। মাটিতে ঘষা খেয়ে, পাথর ও গাছে আঘাত লেগে বনকুকুরের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ল।

এভাবে বেঘোরে প্রাণ দিল।

কাঠের বউ

(উনা শাবা শক্তম)

অনেকদিন আগে এক গ্রামে বাস করত এক গরিব লোক। দিন মজুরি খেটে কোন রকমে তার দিন চলে যেত। অভাবের কারণে তার আর বিয়ে করা হয়ে ওঠেনি। আর বিয়ের বয়সও পেরিয়ে গেছে। সারাদিন খাটাখাটুনির পর জল তোলা, রান্না করা, বাসন মাজা, কাপড় ধোয়া সহ একজন ঘরের বউয়ের সব কাজই তাকে করতে হতো। ফলে সে বাড়ি-ঘর ছেড়ে কোথাও যাওয়া বা লোকজনের সঙ্গে মেলা মেশার ফুরসত পেত না। তাই ঘরের বউ না থাকার দুঃখ কিছুটা হলেও কমানোর জন্য সে এক ভাল সুতোরকে দিয়ে সুন্দর এক কাঠের মহিলার মূর্তি তৈরি করাল।

কাঠের মূর্তিটা দেখতে ভারি সুন্দর হল। জীবন্ত মহিলা বলেই মনে হতো। গরিব লোকটা কাঠের মূর্তিটাকে নিজের আসল বউ কল্পনা করে এর সঙ্গে আপন মনে কথা বলত, 'শুনছ বউ, এক ছিলিম তামাক সাজিয়ে নিয়ে এসো।' –এ কথা বলে নিজেই উঠে গিয়ে তামাক সাজিয়ে নিয়ে আসত।

রান্না বান্না শেষ করে নিজেই কাঠের বউকে সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করত, 'বউ! রান্না বান্না শেষ হয়েছে?'

'হ্যাঁ, শেষ হয়েছে' –বলে নিজেই ভাত বেড়ে নিত। এভাবে লোকটা তার কাঠের বউকে নিয়ে আসল বউ-এর সঙ্গে ঘর সংসার করার মতো মনের আনন্দে দিন কেটে যাচ্ছিল।

একদিন গরিব লোকটা কাঠের বউকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'বউ, আমি আজ এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, আমার রান্না করে রাখবে।' –এ কথা বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। পথে অনেকদিন পর এক পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল। –বন্ধু, কেমন আছিস? ভাল তো?

–হ্যাঁ, ভাল আছি। তুই আছিস কেমন?

এভাবে অনেকদিন পর দেখা হওয়ায় দুই বন্ধুর মধ্যে কুশল বিনিময় হল। শেষে দ্বিতীয় বন্ধু গরিব লোকটাকে জিজ্ঞেস জরল, 'বিয়ে থা করেছিস তো?'

গরিব বন্ধু লজ্জায় বলে ফেলল, 'হ্যাঁ করেছি।'

–কেন আমাদের জানাওনি?

–বুড়ো বয়সে বিয়ে করেছি তো, তাই লজ্জায় তোদের জানাইনি।

দ্বিতীয় বন্ধু আগ্রহভরে বলল, 'ঠিক আছে বন্ধু, আজ তোর নতুন বউকে দেখে আসি চল।' দুই বন্ধু ঘরের দিকে পা বাড়াল।

বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে ঘরের দিকে হাঁটতে হাঁটতে গরিব লোকটা মনে মনে ভাবল আজ আমি বন্ধুর কাছে খুব লজ্জা পাব। মনে মনে বলল, 'হে ঈশ্বর, আমাকে লজ্জার হাত থেকে উদ্ধার কর।'

এভাবে হাঁটতে হাঁটতে দুই বন্ধু এক সময় লোকটার ঘরের ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল। গরিব লোকটা তার বন্ধুকে বলল, 'তুই এখানে দাঁড়া, আমি নতুন বউকে অতিথি আসার আগাম খবর দিয়ে আসি। না হলে ঘর দোর অগোছালো থাকবে, দেখতে ভাল লাগবে না।" –এ কথা বলে সঙ্গের বন্ধুকে দাঁড় করিয়ে একা ঢুকল।

উঠোনে পা রাখতেই দেখতে পেল তার জামা-কাপড় সব ধুয়ে রোদে সরিয়ে দিয়েছে, দেখে তাজ্জব বনে গেল সে। ভাবল, হয় তো বা পাড়ার দিদিরা, বোনেরা আমার কষ্ট দেখে জামা কাপড় ধুয়ে দিয়েছে। সে আবার লক্ষ্য করল, ঘর দুয়ার ভাল করে ঝাড়পোঁছ করে ধূপ বাতি জ্বালিয়ে রেখেছে। এবার গরিব লোকটার বিস্ময়ের সীমা রইল না। কোন দেবতার হেয়ালি, না কি কেউ তাকে নিয়ে এই রসিকতা করছে সে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না।

'ঘরে কে কে আছেন?" বেশ কয়েকবার জিজ্ঞেস করেও কারোর কাছ থেকে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। শেষে এক মিষ্টি কণ্ঠের মহিলার গলার আওয়াজ শুনে লোকটা ঘরে ঢুকে দেখল তার কাঠের বউ উধাও। তার বদলে ঘরে রয়েছে এক সুন্দরী যুবতি। মহিলার সঙ্গে কথা বলে সব রহস্য জেনে সে বড় খুশি হল।

সে বন্ধুকে ঘরে ডেকে আনল। গরিব লোকটার বউ হিসেবে কচি বয়সের এক সুন্দরী যুবতীকে দেখে ধনী বন্ধুর মনে বড় হিংসা ও জ্বালা হল। গরিব লোকটা সাধ্যমতো বন্ধুকে আপ্যায়ন করে খাওয়াল। ধান্দাবাজ ধনীবন্ধু প্রস্তাব দিল, 'বন্ধু, আমরা দুজন দুজনকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াব। খাওয়া দাওয়ার পর নিমন্ত্রিত বন্ধু পছন্দ করে যে জিনিসে হাত রাখবে সে জিনিসটাই তাকে দিয়ে দিতে হবে। রাজি তো?' আসলে তার ধান্দা হল গরিব বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ

খেতে এসে খাওয়ার পর বন্ধুর সুন্দরী স্ত্রীর হাত ধরবে। আর শর্ত মেনে তাকে নিজের বউ করে বাড়িতে নিয়ে আসবে। ধান্দাবাজ ধনী বন্ধুর কথায় সরলপ্রাণ গরিব বন্ধু রাজি হল। এতে খুশি মনে ধনী বন্ধু বাড়িতে ফিরে গেল।

দুই বন্ধুর শর্ত মতো ধনী বন্ধু প্রথমে গরিব বন্ধুকে তার বাড়িতে খাবার জন্য নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেল। খাওয়া দাওয়ার পর শর্ত মতো গরিব বন্ধু ধনী বন্ধুর সোনা-রূপা রাখা সিন্দুকে হাত দিল। শর্ত মেনে গরিব বন্ধু সোনা-রূপা সহ ধনী বন্ধুর সিন্দুকটাকে বাড়িতে নিয়ে এল।

পরের বার গরিব বন্ধু নিমন্ত্রণ করল ধনী বন্ধুকে। বন্ধুর বাড়িতে আসার পর থেকেই তার সুন্দরী স্ত্রীর মুখের দিকে কেবল আড়চোখে তাকাতে লাগল। খাবার সময়ও খাওয়া বন্ধ করে বন্ধুর স্ত্রীর মুখে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। শুধু শুধুই এটা দাও, ওটা দাও বলে বউকে কাছে ডেকে আনছিল।

তার হাবভাব দেখে গরিব বন্ধুর চালাক বউ ঠিকই বুঝতে পারল তার স্বামীর বন্ধুর নজর তার উপর পড়েছে। তাই তার সন্দেহ হল, 'খাওয়ার পর স্বামীর বন্ধুটি নিশ্চয় প্রথমেই আমার হাত ধরবে। এরপর শর্ত মেনে আমাকে তার বউ করে ঘরে নিয়ে যেতে চাইবে। তাই আগে থেকেই আমাকে সতর্ক থাকতে হবে। না হলে বিপদে পড়ব।' তাই সে দুই বন্ধুর খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই খিড়কি দুয়ার দিয়ে ছোট একটা মই ঘরে এনে রাখল। স্বামীকে চোখের ইশারায় সে কী করতে যাচ্ছে তা জানিয়ে রাখল।

ধনী বন্ধু হাত মুখ ধুয়ে ঘরে ঢুকে বন্ধুর স্ত্রী কোথায় রয়েছে বলে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। শেষে সে দেখতে পেল ঘরের বীমের উপর বউটা বসে রয়েছে। মই বেয়ে উঠে বউয়ের হাত ধরার জন্য ধনী বন্ধু যেই না মইয়ে হাত দিল অমনি গরিব বন্ধু বলল, 'আরে বন্ধু, তোর পছন্দের জিনিস বুঝি মই! কিছু দামি জিনিসে হাত দিতে পারতে। সামান্য মইটা তোর পছন্দ হল! গরিব বন্ধু বলেই হয় তো বা কম দামের জিনিসে হাত দিয়েছিস। ঠিক আছে, শর্ত মেনে মইটা দিয়ে দিলাম তোকে, কাজে লাগবে।'

হাসতে হাসতে গরিব বন্ধু এ কথা বলায় ধনী বন্ধু সংবিৎ ফিরে পেল।

চরম অপমানিত হয়ে সে মইটা কাঁধে তুলে নিয়ে বাড়ির পথে পা বাড়াল। আর গরিব লোকটা ধনী বন্ধুর সোনা দানা হাতে পেয়ে মহাসুখে স্ত্রীকে নিয়ে বাকি জীবন কাটাল।

CamScanner

তোনশীজার ফাঁদ

(তোনশীজগী লাং)

অনেকদিন আগে এক গ্রামে তোনশীজা নামে এক সুন্দরী ও রুচিশীলা যুবতি বাস করত। সে ছিল গ্রামের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তির একমাত্র সন্তান। কিন্তু প্রচুর ধন সম্পদ সহ মেয়েকে একা রেখে বাবা-মা দুজনই অকালে মারা গেল। অপূর্ব সুন্দরী তার উপর প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক তোনশীজাকে গ্রামের ও ভিন্ন গ্রামের এমন কোন যুবক ছিল না যারা তার প্রণয়প্রার্থী নয়। কিন্তু তোনশীজা কাউকেও পছন্দ করত না। পাশের গ্রামের আবুং নামে এক যুবক বেশ কয়েক বছর ধরে তোনশীজার পেছনে ঘুরেও তার মন জয় করতে ব্যর্থ হয়ে জীবনে আর বিয়ে করবে না বলে বৈরাগী হয়ে সংসার ছেড়ে চলে গেছে।

তোনশীজার সঙ্গে ভাব জমানোর উদ্দেশে যুবকেরা প্রতিদিনই তার বাড়িতে বেড়াতে আসত। বাড়িতে আসা যুবকদের বসার আসন পেতে দেওয়া, তামাক সাজিয়ে দেওয়া, কলাপাতা দিয়ে হুঁকো বানিয়ে দেওয়া এ সব করতে গিয়ে তার ঘরের কোন কাজই করা হয়ে উঠত না।

এভাবে যুবকদের আনাগোনা বেড়ে যাওয়ায় একদিন তোনশীজা মনে মনে স্থির করল, তার বাড়িতে এতদিন বেড়াতে আসা যুবকদের দিয়ে সে নিজের কাজ করিয়ে নেবে। এতে তাদের উৎপাত থেকে যেমন রেহায় পাওয়া যাবে, তেমনি সেও নিরিবিলি ঘরের কাজকর্ম গুছিয়ে নিতে পারবে।

এ কথা ভেবে সে তার বাড়িতে বেড়াতে আসা প্রতিটি যুবককে আলাদা আলাদাভাবে বলল, 'দাদা, আগামীকাল একটু কষ্ট করে বনে গিয়ে আমার জন্য কাপড় বোনার বাঁশের চোঙ কেটে এনে দেবেন। আর সকালে বনে যাওয়ার পথে আমার সঙ্গে দেখা করে যাবেন। আমি আপনার জন্য ভাত রেঁধে পুতলিতে বেঁধে রাখব, নিয়ে যাবেন।'

এভাবে তোনশীজা তার পাণিপ্রার্থী সাত যুবককে সকালে বাড়িতে এসে খাবারের পুতলি নিয়ে যাবার জন্য আলাদা আলাদা সময় বেঁধে দিল। তোনশীজার আবদারে সাত যুবক যারপরনাই খুশি হল। তার মন পাওয়ার জন্য তারা যে কোন দুরূহ কাজই করতে রাজি।

CamScanner

পরদিন সাত যুবক একে একে তোনশীজার বাড়িতে এসে তার কাছ থেকে খাবারের পুতলি নিয়ে বনের পথে পা বাড়াল।

এক একজন করে সাত যুবকই হাতে দা নিয়ে বনে ঢুকে তোনশীজার জন্য কোমর তাঁতে কাপড় বোনার উপযোগী বাঁশের চোঙ খুঁজতে লাগল। এভাবে বনে পুরু ও সোজা বাঁশ খুঁজতে খুঁজতে এক সময় সাত যুবক এক জায়গায় গিয়ে মিলিত হল।

তারা একে অন্যকে বনে আসার কারণ জিজ্ঞেস করল কিন্তু কেউই আসল কারণ বলল না। অনেকেই বলল ঘরের কাজে বন থেকে বাঁশ সংগ্রহ করতে এসেছে। দুপুরে সারা সঙ্গে করে নিয়ে আসা খাবা একসঙ্গে বসে খাবার জন্য এক জলাশয়ের ধারে চলে এল। সেখানে তারা গোল হয়ে বসে একে অপরের পরিচয় বিনিময় করল। তারপর যার যার খাবারের পুতলি খুলে ফেলল।

কিন্তু খেতে শুরু করার আগ মুহূর্তে সাত যুবকের মধ্যে বয়সে সবার বড় যুবকটি তার খাবারের পুতলি থেকে ভাজা মাগুর মাঝের লেজের একটি টুকরো হাতে নিয়ে অন্য যুবকদের দেখিয়ে বলল, 'শুনুন ভাইয়েরা, আমি একটা কথা বলতে চাই, সবাই মন দিয়ে শুনুন। আজ আমরা যে খাবারের পুতলি সঙ্গে করে এনেছি এগুলো দেখতে একই রকম এবং এগুলোতে একই ধরনের ভাত, মাছ ভাজা ও তরকারি দেওয়া হয়েছে। মনে হচ্ছে এগুলো একই হাতের রান্না ও একই হাতে বেঁধে দেওয়া খাবারের পুতলি। তাই মনের এই সন্দেহ দূর করার জন্য একটু যাচাই করে নিতে চাই। ভাইয়েদের খাবারের পাত থেকে মাছ ভাজার টুকরোগুলো আমাকে একটু দিন।'

বয়সের সবার বড় যুবকটির কথায় অন্যরা বিনা বাধায় নিজ নিজ পাত থেকে মাছ ভাজার টুকরোগুলো তুলে যুবকটির হাতে তুলে দিল। যুবকটি মাছ ভাজার টুকরোগুলো আকার অনুযায়ী পর পর সাজিয়ে রাখল। টুকরোগুলো জোড়া লাগাতেই একটি আস্তা মাগুর মাছের আকার নিল।

তা দেখে তার দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকা অন্য যুবকদের সে বলল, 'দেখুন সবাই, আমাদের খাবারের পুতলিতে এক একটি করে ভাজা মাছের টুকরো দেওয়া হয়েছে। মনে হয় এগুলো একটি মাছ থেকেই কাটা হয়েছে। আমার ভাজা মাছের টুকরোটি তোনশীজার রেঁধে দেওয়া খাবারের পুতলিতে পাওয়া গেছে। আপনাদের খাবারের পুতলিগুলোও নিশ্চয় তোনশীজা দিয়েছে?'

CamScanner

এ কথা শুনে লজ্জায় অন্য যুবকদেরও মুখ লাল হল। তারা সবাই বলে উঠল, 'ঠিকই বলেছেন, আমরাও তোনশীজার কাছ থেকেই খাবারের পুতলি এনেছি।'

তারপর বয়সের বড় সেই যুবকটা ক্ষোভের সঙ্গে বলল, 'সাধারণ একটা মেয়ে ছল করে আমরা সাত যুবককে বোকা বানিয়ে তার ঘরের কাজে খাটাচ্ছে। আমরা যদি তাকে উচিত শিক্ষা দিতে না পারি তাহলে আমরা ভবিষ্যতে আরো অপমানিত হব। তাই বলছিলাম, তোনশীজার মতামত তোয়াক্কা না করে আজ আমরা সবাই মিলে তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাব। তারপর আমরা সাত জনের মধ্যে যার বাবা মা বয়সে সবার বড় সে-ই তাকে বিয়ে করবে। তাতে তোনশীজা রাজি না হলে তাকে মেরেই ফেলব।" এই প্রস্তাব সবাই এক বাক্যে মেনে নিল। তোনশীজাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাত যুবক তার বাড়িতে এল।

বন থেকে তাঁত বোনার বাঁশের চোঙ কেটে আনার জন্য আলাদা আলাদাভাবে বনে যাওয়া সাত যুবক রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে এক সাথে দল বেঁধে বাড়িতে ঢুকতে দেখে তোনশীজা একটু ঘাবড়ে গেল। মানুষের হাব-ভাব বোঝা, বুদ্ধিমতী তোনশীজা পরিস্থিতির গুরুত্ব ঠিক বুঝতে পারল।

সাত যুবক যে তার উপর ক্ষেপে রয়েছে তা বুঝতে পেরে তোনশীজা তাদের অনুনয় করে বলল, 'দাদারা, আপনাদের অনেক কষ্ট হয়েছে তা বুঝতে পেরেছি, জিরিয়ে নিন একটু।' হাসিমুখে তাদের আসন পেতে বসিয়ে তামাক সাজিয়ে দিল।

তামাক খেয়ে একটু জিরিয়ে নেয়ার পর এক যুবক তোনশীজাকে বলল, 'আমরা সাতজনকে তুমি যেভাবে ঠকিয়েছ তাতে আমরা তোমার উপর প্রচন্ড ক্ষুব্ধ। তাই তুমি এর উপযুক্ত শাস্তি পাবে। আজ আমরা তোমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছি। তারপর আমাদের মধ্যে যার বাবা-মা বয়সে সবার বড় তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব। এতে তুমি গররাজি হলে তোমাকে প্রাণে মেরে ফেলতে আমরা পিছপা হব না।'

কথাটা শুনে তোনশীজা একটু ঘাবড়ে গেলেও নিজেকে সংযত রেখে তাদের কথায় সায় দেয়ার ভান করে বলল, 'ঠিকই বলেছেন, দাদাদের সঙ্গে আমি অন্যায় আচরণ করেছি। তাই আপনাদের সেবা করার জন্য তখন থেকেই বন থেকে ফেরার অপেক্ষায় ছিলাম। আমি আমার সাত দাদাকে একসঙ্গে খাইয়ে

CamScanner

সেবা করব যে ভেবেছিলাম তা বোধ হয় আর হল না। তবুও আমার অনুরোধ রইল, সাত ভাইয়ের জন্য ছোট বোনের রান্না করা ভাত এক সঙ্গে বসে খেয়ে নিন। তারপর অভাগাকে সাত ভাইয়ে ধরে নিয়ে যেতে চাইলে নিয়ে যাবেন বা প্রাণে মেরে ফেলতে চাইলে মেরে ফেলবেন। তাতে আমার আর কোন আপত্তি থাকবে না।'

সাত যুবক তোনশীজার অনুরোধ খুশি মনে মেনে নিল আর তারা প্রত্যেকেই মনের আনন্দে ভাবছিল আজ সে তোনশীজার স্বামী বনে যাবে।

ওদিকে তোনশীজা রান্না করতে করতে মনের দুঃখে ভাবছিল, আমার অপছন্দের পুরুষের স্ত্রী হয়ে দুঃখের জীবন কাটানোর চেয়ে আত্মহত্যা করাই শতগুণে ভাল। অসৎ প্রকৃতির পুরুষগুলোর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার উপায় ভাবছিল সে।

ঠিক সেই মুহূর্তে কয়েক বছর আগে বৈরাগী হয়ে ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া আবুং নামে তার পাণিপ্রার্থী এক যুবক কোত্থেকে এসে তোনশীজার উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাক দিয়ে উঠল, 'বৈরাগীকে ভিক্ষে দাও মা।'

আবুং অনেকদিন ধরে তোনশীজার পেছনে লেগে থেকেও তার মন জয় করতে ব্যর্থ হয়ে মনের দুঃখে একদিন সে সংসার ত্যাগ করে বৈরাগী হয়ে কোথায় যেন চলে গিয়েছিল। আবুংয়ের গলার আওয়াজ শুনে তোনশীজা খুশিতে ঘর থেকে ছুটে বের হল।

আবুং বৈরাগীকে আন্তরিক আপ্যায়ন করে নিয়ে গিয়ে বাইরের ঘরে বসাল। 'দয়া করে একটু জিরিয়ে নিন। আমার হাতের জলপান করে আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন।'–এ কথা বলে আসন পেতে আবুংকে বসাল। ঘরে আসন পেতে বসানোর ফাঁকে আজ তাকে ঘিরে যে সব কান্ড ঘটে গেল আর যা ঘটতে চলেছে সব কথাই তোনশীজা আবুংয়ের কানে কানে বলল। তারপর আবুংকে অনুরোধ করল সাত যুবকের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করার জন্য।

তোনশীজার কথা শুনে আবুং বৈরাগী একটু ভেবে নিয়ে তাকে অভয় দিয়ে বলল, 'কোন চিন্তা করবে না। বৈরাগ্য সাধনের রীতি নীতি শেখার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করার সময় উচু স্তরের তান্ত্রিক ও বৈদ্য বৈরাগী অনেকের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। তাদের কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখে

এসেছি। নাও, ওষুধের এই গুঁড়োগুলো তাদের জন্য রান্না করা তরকারিতে মিশিয়ে দাও। এই ওষুধ মেশানো তরকারি খেলে তারা মরার মতো বেহুঁশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। তারপর তুমি তোমার খুশি মতো পাড়ার লোকেদের ডেকে এনে তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে পার বা তোমাকে না পেয়ে দুঃখে বৈরাগী হওয়া আমার পিছু নিতে পার। তুমি আমার জীবন সঙ্গিনী হতে রাজি হলে আমি এখনই বৈরাগীর কৌপিন ছেড়ে গৃহী হবো।'

আবুং বৈরাগীর কথা শুনে তোনশীজা খুশি হল। যে তাকে অন্তর দিয়ে এত ভালবাসে তার জীবন সঙ্গিনী না হয়ে আর কারই বা হবে–এ কথা ভেবে তোনশীজা আবুংয়ের দেয়া ওষুধের গুঁড়োর পুতলিটা হাতে নিয়ে আবার রান্না ঘরে ফিরে এল। তারপর আবুংয়ের কথামতো ওষুধের গুঁড়োগুলো তার রান্না করা তরকারিতে মিশিয়ে দিল। মুহূর্তের মধ্যে সব কিছু ব্যবস্থা করে বারান্দায় বসে খাবারের জন্য অপেক্ষারত সাত যুবককে ঘরে ডেকে নিয়ে যত্ন করে খাওয়াল।

ভাত খাওয়া শেষ না হতেই সাত যুবক যার যার পাতের পাশেই শুয়ে পড়ে নাক ডাকা শুরু করে দিল। এই ফাঁকে তোনশীজা বাইরের ঘরে বসে তার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষারত আবুংয়ের কাছে এসে লাজুক বদনে দাঁড়াল। আবুংও মুহূর্ত দেরি না করে কৌপিন ছেড়ে তার ঝোলা থেকে ধূতি পাঞ্জাবী বের করে পরে নিল। তারপর তোনশীজার হাত ধরে বাড়ির পথে পা বাড়াল।

তোনশীজার ঘরের মেঝেতে মরার মতো পড়ে ঘুমিয়ে থাকা সাত যুবক ঘুম ভাঙার পর সব কিছু বুঝতে পেরে বড় লজ্জা পেল। লজ্জায় তারা আর কথা বাড়াল না। ব্যর্থ হৃদয়ে মাথা নিচু করে যার যার ঘরে ফিরে গেল।

অন্যদিকে আবুং বৈরাগী তোনশীজাকে স্ত্রী রূপে পাওয়ার পাশাপাশি তার ধন সম্পত্তির মালিকও হল। দুজনের দাম্পত্য জীবন সুখের হল। সন্তান ও নাতি নাতনিদের নিয়ে তাদের বাকি জীবন কাটল সুখে-শান্তিতে।

CamScanner

এল বীরমঙ্গল সিংহ

এল বীরমঙ্গল সিংহ, জন্ম ২৩ জুন ১৯৫৭ সালে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার নারায়ণ খামার গ্রামে। বর্তমানে আগরতলার স্থায়ী বাসিন্দা। শিক্ষা: বাংলা সাহিত্যে এম এ। তিনি ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে দীর্ঘদিন ধরে সিনিয়র এডিটর পদে কর্মরত ছিলেন। লেখালেখির সূচনা ১৯৭৮ থেকে। মূলত মণিপুরি ভাষায় গল্প লিখেন। বাংলাতে প্রবন্ধও লিখেন। তাঁর মণিপুরি ভাষায় লেখা গল্প সংকলন 'মহাদেবকী ওয়ারী' ২০০৭ সালে মণিপুরি সাহিত্য পরিষদ (ইম্ফল) থেকে মর্যাদাপূর্ণ 'কামিনি কুমার গোল্ড মেডেল' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। এ পর্যন্ত মণিপুরি ও বাংলা ভাষায় তার ৯ টি বই প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদনা করেছেন একটি বই। পত্রিকা সম্পাদনা ও সাহিত্য চর্চা ছাড়াও তিনি ত্রিপুরার মণিপুরি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত আছেন। বর্তমানে তিনি সাহিত্য একাডেমির মণিপুরি ভাষা উপদেষ্টা পরিষদের একজন সদস্য।

CamScanner

9 789849 324584

MANIPURI LOKKAHINI
A collection of Manipuri Folk Tales
by **L Birmangal Singha**
Published by **Teuri Prokashon**
February 2019, Price: 220 Tk 11 $ (Intl.)

CamScanner